মূল, অন্বয়, সন্ধিবিচ্ছেদ, শব্দার্থ, আধ্যাত্মিক-
ব্যাখ্যা, অনুবাদ, ভাবার্থ ও গীতোক্ত
উপদেশের সার মর্ম্ম।

শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

সন ১৩২০ সাল।

৬, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

এমারেল্‌ড্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

হইতে

শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

সূচী।

সূচী।

সূচনা।

মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যে ভগবদ্গীতা প্রকরণের শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়কেই সাধারণে ভগবদ্গীতা বলিয়া সাদরে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। উহা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ, এবং কেবল যোগশাস্ত্র-বিষয়ক উপদেশপূর্ণ, সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্র-সার বলিয়া আদৃত। ফলতঃ ইহাতে সার কথা ভিন্ন কোনও কথাই নাই। অপর একাদশ অধ্যায়ের আদর নাই।

ইহা সাধারণতঃ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-ব্যাপারে কৃষ্ণার্জ্জুনের উক্তি-প্রত্যুক্তি স্বরূপে লিখিত হইয়াছে; এবং ভীষ্ম-দুর্য্যোধনাদি যোদ্ধৃস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে রূপক ও মানসিক যুদ্ধ-ব্যাপার বলেন, এবং যোদ্ধৃগণকে পশ্চাল্লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি বলিয়া নির্ণয় করেন। সে অর্থও সুন্দর এবং নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তবে প্রথম অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকের এইরূপে অর্থ করা যত সহজ, পরবর্ত্তী উপদেশ-সমূহের সেরূপ নহে। সে সমস্ত গূঢ়ার্থবোধক গভীর জ্ঞানোপদেশ। তবে, সামান্য অর্থে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-স্বরূপে বুঝা যায়; অন্য অর্থে, জ্ঞানোদয়ে সেই ভাব চিত্তে সমুদিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। তদ্ভিন্ন, এরূপ গভীর ভাব-পূর্ণ পরিষ্কার উপদেশ-সমূহে অন্য অর্থের আরোপ সম্ভবে না। আমরা ইহার সেই অর্থেরও কথঞ্চিৎ আভাস দিতে সাধ্যমত যত্ন পাইব।

এই রূপকে যোগবলে দিব্য দৃষ্টি হওয়ায় যে জ্ঞানোদয় হয়, এবং যেরূপে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগশক্তি রহিত হয়, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। গীতার রূপক বুঝাইতে গেলে, সমগ্র মহাভারতকেই রূপক বলিতে

হয় ; কারণ, মহাভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণই গীতার নায়ক। সমগ্র মহাভারতের আদ্যোপান্ত রূপক, কিংবা একটি মূল ইতিহাসকে অবলম্বন করত নানা উপদেশ যোগ করিয়া মহাভারত লিখিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা নিষ্প্রয়োজন। যদি সমস্ত রাজা ও যোদ্ধৃগণের নাম ভিন্নার্থবোধক বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে মহাভারতোক্ত সমস্ত ঘটনা কি অলীক এবং দ্ব্যর্থবোধক করিয়া কল্পিত ? একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যাঁহারা যোগমার্গাবলম্বী, এই গীতার গূঢ়ার্থ কেবল তাঁহাদেরই জন্য ; অথচ কৌশলে শ্লেষার্থযুক্ত শব্দপ্রয়োগ ও শ্লেষভাব-পূর্ণ করিয়া যুগপৎ উভয় অর্থ-সঙ্গতি, এবং উভয় ভাবেরই উপযোগী করা হইয়াছে !

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইতিহাস অবলম্বনে মহাভারত রচিত। যুধিষ্ঠির একজন প্রধান নরপতি ছিলেন ; তাঁহার শক প্রচলিত ছিল ; তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না। মহর্ষি বেদব্যাস রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, পভৃতির সার উপদেশ ও সর্ব্ব-জ্ঞানের সার যোগরহস্যও ঐ পুরাণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া মহা-ভারতকে প্রকৃতই কল্পবৃক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন।

গীতার রূপক বুঝিবার জন্য মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায় জানা আবশ্যক, নহিলে রূপক অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে। সুতরাং, সংক্ষেপতঃ অনুক্রমণিকার কিয়দংশ ও ভগবদ্গীতা প্রকরণের প্রথমাংশ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝাইয়া গীতারম্ভ করা যাইবে।

ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য সকলেই একের সন্তান। ভীষ্মের জননী গঙ্গা, ও অপর দুইজনের জননী সত্যবতী। গঙ্গা মায়াস্বরূপা এবং শান্তনু অর্থাৎ শান্তিময় পরব্রহ্মের প্রকৃতি। ভীষ্ম ভেদজ্ঞান, এই ভেদজ্ঞান না থাকিলে সব এক। মায়া হইতেই এই ভেদজ্ঞান জন্মে। সত্যস্বরূপে প্রতীয়মানা যে প্রকৃতি, ইনিই অবিদ্যা, প্রত্যক্ষ পরি-

দৃশ্যমান্ জগৎ ইহা হইতেই। তাঁহার জড় ও চেতন দুই সন্তান। জড়ের রূপ আছে, সুতরাং সুদৃশ্যহেতু চিত্রাঙ্গদ-স্বরূপে উক্ত, ও চেতন-শক্তিশালী বলিয়া বিচিত্রবীর্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। জড় নিঃসন্তান, চেতন হইতে মন ও বুদ্ধি। ধৃতরাষ্ট্র মন, (ধৃতং রাজ্যং যেন,—যিনি দেহরাজ্যের রাজা, তিনি) অন্ধ, কারণ সংশয়াত্মক মনের সদসদ্বিচার-শক্তি নাই, মনে নানারূপ কল্পনাদি উদিত হয়, কিন্তু তাহার ভালমন্দ নির্ণয় করা মনের সাধ্যাতীত। ইনিই প্রবৃত্তিপক্ষের প্রধান। পাণ্ডুকে (পণ্ডা-শাস্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি) বুদ্ধি বা পঞ্চতত্ত্ব-বিবেক বলা যায়। আর একজন আছেন, বিদুর (বিদ্-জানা) দাসীপুত্র, অথচ এক ঔরসে জন্ম, ইনি প্রজ্ঞা-স্বরূপ। ধর্ম্মে জ্ঞান বা সৎবুদ্ধি যাহাকে বলে, এ সেই প্রজ্ঞামাত্র। এই প্রজ্ঞা, মন ও বোধের ভ্রাতা-স্বরূপ হইলেও, এতদুভয় হইতে ইহার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য আছে। তার পর, মনের শত পুত্র ও পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্রগণ। রজোগুণের যে শত বৃত্তি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ঐ শত চিত্তবৃত্তি মনের সন্তান, উহারাই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। উহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দুর্য্যোধন—কাম; দুঃশাসন—ক্রোধ, ইহাকে শাসন করা যায় না, ইত্যাদি। যুযুৎসু নামে ধৃতরাষ্টের অপর এক পুত্র আছে, সে পরাভূতকরণেচ্ছা: যুদ্ধকালে ঐ যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষীয় হইল, অর্থাৎ পাণ্ডবদেরও (নিবৃত্তি পক্ষেরও) যুদ্ধ-করণেচ্ছা (প্রবৃত্তি-দমনেচ্ছা) হইল, অথচ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে আর এক জন যুযুৎসু থাকায় কৌরবদিগের (প্রবৃত্তি পক্ষের) মধ্যেও পরাভূত-করণেচ্ছা বর্ত্তমান রহিল। এই জন্যই দুইজন যুযুৎসুর প্রয়োজন। কোন উপায়ে এই প্রবৃত্তিপক্ষের বিনাশই যোগ।

পাণ্ডুপুত্রগণ, পৃথিবীর পঞ্চতত্ত্ব। তত্ত্ববিবেক-স্বরূপ পাণ্ডু রাজার দুই পত্নী,—শক্তি ও আসক্তি; কুন্তি শক্তিস্বরূপা, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড ও দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে শক্তিতে সঞ্জাত ও চালিত, কুন্তি তৎস্বরূপা; পার্থিব বিষয়ে

যে চিত্তের আসক্তি বা প্রবৃত্তি, যাহাতে আকৃষ্ট হইলেই বিবেক-বুদ্ধির লোপ হয়, তিনি মাদ্রী। পাণ্ডুপুত্রগণ,—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশের সার তন্মাত্রস্বরূপ। এই পঞ্চতত্ত্বের মুখ্য বা গৌণ কারণ,—শক্তি, তবে, আকাশ, বায়ু ও তেজঃ অদৃশ্য-হেতু ইহাদের স্বরূপানুভব শক্তিমাত্রে অবস্থিত, এবং ক্ষিতি ও জলের অধিকতর স্থূলত্ব-হেতু ইহাদের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ অধিকতর পরিদৃষ্ট (শান্তি পর্ব্ব ১৮৭ অ)। এই নিমিত্তই ইহারা দৃশ্য বলিয়া উক্ত ও আসক্তির সন্তান। এই পঞ্চভূততত্ত্ব যদিও জ্ঞান বা বোধ হইতেই উৎপন্ন, তত্রাচ ধর্ম্ম বা বিনাশ-মাত্রাত্মক হইতে শব্দ-গুণসম্পন্ন ব্যোম, বিশুদ্ধকারক পবন হইতে স্পর্শ-গুণাত্মক বায়ু, ইন্দ্র হইতে রূপাত্মক তেজঃ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে রস ও গন্ধাত্মক জল ও পৃথ্বী-রূপ স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন হওয়ায়, ইঁহারা যেমন পাণ্ডুপুত্র, তদ্রূপ ইন্দ্রাদিরও সন্তান। এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপোপলব্ধি লইয়াই যোগ। ক্রমে এই পঞ্চতত্ত্বের সংঘাত-বিলয় হওয়াই পাণ্ডবদিগের স্বর্গগমন।

কুন্তি বা শক্তির আর এক পুত্র আছেন। তাঁহার সহিত পাণ্ডবগণের সম্বন্ধ নাই; তিনি অন্ধ-বিশ্বাসস্বরূপ কর্ণ। নৌকার কর্ণ অর্থাৎ হালের স্বরূপ ইনি প্রবৃত্তি দুর্য্যোধনকে যে পথে ইচ্ছা লইয়া গিয়াছেন। ইনি শক্তি হইতে উৎপন্ন সুতরাং অক্ষম নহেন, অথচ প্রকৃত পক্ষে থাকিলে ইহা হইতে উপকার হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ এই বিশ্বাস সদসৎ বিচার না করিয়াও দৃঢ় থাকায়, দুর্নীতি প্রভৃতিরই পোষক হইয়াছে। প্রবৃত্তি পক্ষের বিনাশ করিতে হইলে, আগে ভীষ্ম-স্বরূপ ভেদজ্ঞানকে, ও এই বিশ্বাস প্রভৃতিকে নাশ করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থ চৈতন্য। এই গীতায় জীব সম্বন্ধীয় বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ হইলেও, তিনিই জীবে কূটস্থস্বরূপে অবস্থিত। ইঁহার

অনুকম্পায় যোগযুদ্ধে ক্রোধাদি বিনষ্ট হওয়ায়, চিত্ত প্রসবশূন্য হইল। যুদ্ধে পঞ্চতত্ত্ব, কূটস্থচৈতন্য, সুমতি, কৃপা, পূর্ব্বকৃত বাসনাবশে ভোগ ও কর্ম্ম এই কয়েকটী অবশিষ্ট রহিল মাত্র। মন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করত তাহা জানিতে পারিলেন। সঞ্জয়-রূপ দিব্যদৃষ্টি, ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে সকল সংবাদ দিলেন। (সম্-জয়) সঞ্জয়, চিত্তসংযম-জনিত দিব্যদৃষ্টি "ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা"। ক্রমে ঐ অহংজ্ঞানাত্মক মনও অদৃশ্য হইলেন। পঞ্চতত্ত্ব ও কূটস্থ ব্যতীত অপর সকলেই একে একে অদৃশ্য হইলেন; অনন্তর পৃথ্বীতত্ত্বাদি বিলুপ্ত হইয়া, অবশেষে অনন্ত ব্যোমস্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-মাত্র সহ বিলীন হইলেন।

ভগবদ্গীতা প্রকরণের প্রথমেই আছে, যে ভীষ্মবধের পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দেন। যখন ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল, প্রকাশাবরণ ক্ষয় হইয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রতিভাত হইল, তখনই দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারা গেল। তৎপূর্ব্বে জ্ঞানোদয় না হওয়ায়, কিছুই জানা যায় নাই। যুদ্ধের আয়োজন উপক্রমাদি কি? ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এই দেহও পঞ্চভূতময়, ইহাতে পঞ্চতত্ত্বেরই অধিকার। কাম, ক্রোধাদি মানসিক রিপুসকল প্রবল হইয়া ক্রমে ছলে সমগ্র অধিকার করায়, প্রথমে দেহ ও মনের শান্তিস্থাপন জন্য রিপুগণ যাহাতে সমভাবে থাকে এবং প্রবল হইতে না পারে, এই চেষ্টাই হয়, কিন্তু রিপুগণ দুর্দ্দমনীয়, তাহারা চেতনা (দ্রৌপদী) হরণের চেষ্টা করে, ক্ষিত্যাদির ধৃতি, ক্ষমা, শৌর্য্যাদি গুণ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়নের চেষ্টা করায়, এবং মন তাহা জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতিকার চেষ্টা না করায়, জীব ভগবানের শরণাপন্ন হইলে ভগবানের সহায়ে যোগবলে ক্রমে তাহারা ইন্দ্রিয় জয় করত ক্ষিতি হইতে জলে, জল হইতে তেজে, তেজঃ হইতে বায়ুতে, এবং বায়ু হইতে ব্যোমে আপনা আপনি সংঘাত-বিলয় করত ঈশ্বরেই লয় প্রাপ্ত

হইতে পারে। গীতাপ্রকরণের প্রথমভাগে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যে দুর্গাস্তোত্র আছে, তাহা সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত। ভাবের অসঙ্গতি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইরূপ ধারণা হওয়াই সম্ভব। এ বিষয়ের মীমাংসা এখানে অনাবশ্যক। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যে লেখনী ভগবদ্গীতা লিখিতে প্রবৃত্ত, সে লেখনী তৎপূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই যে দুর্গাস্তোত্র লিখিবে, ইহা মনে করা যায় না। যাঁহাদের দুর্গাস্তোত্র লিখিবার প্রয়োজন, তাঁহারা অভীষ্ট সিদ্ধিজন্য, এইরূপ স্থানগুলিই বাছিয়া লইয়াছেন।

এই গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে, এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহারও অর্থান্তর-সঙ্গতি আছে। যেখানে অর্জ্জুন, কৃষ্ণ সম্বোধনে কোনও কথা বলিতেছেন, সেখানে জানিতে হইবে যে, জ্ঞানোদয় আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বলিলে, ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইতেছে, এবং অর্জ্জুন বলিতেছেন বলিলে, চিত্তশোধক জ্ঞানপিপাসা হইতেছে, বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা এই রূপক গ্রাহ্য করিতে চাহেন না, তাঁহারা এই অংশ টুকু এবং প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ শ্লোক পর্য্যন্তের অনুবাদের পরস্থিত ব্যাখ্যা-টুকু ত্যাগ করিবেন। প্রকৃত গীতার উপদেশের সহিত ইহার সংস্রব নাই বলিলেও কোন দোষ হয় না।

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

The Emerald Ptg. Works Calcutta

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ = ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন। ২ ধর্ম্মক্ষেত্রে = পুণ্যক্ষেত্রে, ৩ কুরুক্ষেত্রে ৪ সমবেতাঃ = একত্রিত, + ৫ যুযুৎসবঃ—যুদ্ধেচ্ছু, ৬ মামকাঃ—মৎপক্ষীয়গণ, ৭ পাণ্ডবাঃ + চ + এব = ও পাণ্ডব পক্ষীয়গণ; ৮ কিম্ + অকুর্ব্বত = কি করিয়াছিল? ১ সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অনুবাদ। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসু মৎপক্ষীয় ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিল?

ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্র মন, রাষ্ট্র শব্দে রাজ্য; যিনি এই দেহ রাজ্য ধারণ করিয়া আছেন, তিনি মন (সূচনা)। সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টি; সংযম দ্বারা সমগ্র জয় করিতে পারিলে, এই দিব্য দৃষ্টি হয়; (পাতঞ্জল বিভূতি

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় উবাচ=সঞ্জয় বলিয়াছিলেন। ৬ দৃষ্ট্বা=দেখিয়া; তু—(পাদপূরণে); ৪ পাণ্ডব+অনীকং=পাণ্ডব সেনানীকে; ৫ ব্যূঢ়ং—ব্যূহমধ্যে অবস্থিত; ৩ দুর্য্যোধনঃ, ১ তদা=তখন; ৭ আচার্য্যং+উপসঙ্গম্য—আচার্য্যসহ মিলিত হইয়া; ২ রাজা=দুর্য্যোধন; ৮ বচনম্+অব্রবীৎ—বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পাদ)। মন এই দিব্য জ্ঞান পাইয়া দেখিতেছেন। কি দেখিতেছেন? এই দেহরূপ ক্ষেত্রে (১৩ অধ্যায় দেখ।) যে একটা বিষম গণ্ডগোল হইতেছিল, তাহার কি হইল, তাহাই দেখিতেছেন। ধারণার্থক ধৃ-ধাতু, হইতে ধর্ম্ম, এই দেহই সমস্ত পঞ্চতত্ত্ব, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের আধার; সমস্তই দেহকে অবলম্বন করিয়া আছে, সুতরাং দেহ ধর্ম্মক্ষেত্র। আবার ইহাই কুরুক্ষেত্র; কৃ ধাতু অর্থে করা, দেহ ক্রিয়ার ক্ষেত্র, সমগ্র কার্য্যই দেহের; যে হেতু, দেহ মনেরও আধার হওয়ায়, মানসিক ক্রিয়াসমূহও দৈহিক ক্রিয়া বলিয়াই গণ্য। এই দেহক্ষেত্রে উভয় পক্ষ পরস্পর বিরোধী হওয়ায় কিরূপ হইল, তাহাই মনের দিব্য দৃষ্টিতে জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥

রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডব সেনাগণকে ব্যূহিত দেখিয়া, আচার্য্য সমীপে গিয়া বলিল।—দুর্য্যোধন রাজা, প্রকৃত প্রস্তাবে মনই দেহ রাজ্যের কর্ত্তা হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে, মানসিক বৃত্তি মধ্যে কামরূপ দুর্ম্মতিই সর্ব্ব কর্ম্মের নেতা। যাবদীয় ভোগাদির হেতুই কামনা। ইহা, শৌর্য্য ধৃত্যাদি গুণসমূহকে কোনও মতে পরাভূত করিতে না পারায়, এবং ঈশ্বর সহায়ে প্রবল ও তাহাদের বিরোধী দেখিয়া, কৌটিল্যের আশ্রয়

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্ত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

১১ পশ্য+৮ এতাম্=দেখ এই; ৭ পাণ্ডুপুত্ত্রাণাম্=পাণ্ডবগণের; ১ আচার্য্য=দ্রোণ! ৯ মহতীং=বিশাল; ১০ চমূং=সেনাগণ; ৬ ব্যূঢ়াং=ব্যূহিত; ৫ দ্রুপদ-পুত্রেণ=দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক; ২ তব=তোমার; ৪ শিষ্যেণ=শিষ্য (কর্ত্তৃক); ৩ ধীমতা=বুদ্ধিমান্ (কর্ত্তৃক) ॥ ৩ ॥

লইলেন। এই জেদ্ দ্রোণাচার্য্য, (দ্রুণ্—জৈক্ষে) ইনি উভয় পক্ষের গুরু; এই দৃঢ়তার উপদেশে বা বলেই দুষ্প্রবৃত্তিগণ যেমন আপন আপন প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রাখিয়াছে, নিবৃত্তি পক্ষও তদ্রূপ দৃঢ়রূপে ধর্ম্মাবলম্বন করত সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও চিত্ত সংযমে রত আছে। যদিও দ্রোণ সকলেরই গুরু এবং দৃঢ় অভ্যাসরূপ অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয় শিষ্য, তথাপি ইনি এখন কামাদির অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। পঞ্চতত্ত্বাদি ইহাঁর মতে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন মাত্র। অনেক সময়ে লোকে কুকার্য্য জানিয়াও জেদের খাতিরে তাহা ত্যাগ করে না। দ্রোণ জানেন, যে যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্ম পক্ষ, কিন্তু তিনি প্রবৃত্তি পক্ষ আশ্রয় করিলেন, নহিলে প্রবৃত্তি থাকে না। এবং উহারাও কৌটিল্য অবলম্বন করিল ॥ ২ ॥

হে গুরো! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহিত পাণ্ডব-গণের মহতী সেনানী দেখুন।—দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন বৈরাগ্য। দ্রুপদ মনের তীব্রগতি। চিত্তের যে প্রখরতা হইতে সকল বস্তুর পরিণামাদি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, দ্রুপদ তাহাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন (ধৃষ্ট-লাঞ্ছিত, দ্যু-গতি) ঐরূপ বুদ্ধির পরিণাম-স্বরূপ বৈরাগ্যই নিবৃত্তি পক্ষের প্রধান অবলম্বন, সুতরাং সেনাপতি ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমাযুধি।
যুযুধানোবিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চবীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

১ অত্র—ইহাতে; ৫ শূরাঃ—বীরগণ; ৪ মহেষ্বাসাঃ—মহাধনুর্দ্ধর; ৩ ভীমার্জ্জুন-সমাঃ—ভীমার্জ্জুন সদৃশ; ২ যুধি—যুদ্ধে; ৬ যুযুধানঃ+বিরাটঃ+চ=সাত্যকি ও বিরাট; ৮ দ্রুপদঃ+চ—ও দ্রুপদ; ৭ মহারথঃ—রথিশ্রেষ্ঠ ॥ ৪ ॥

১ ধৃষ্টকেতুঃ+২ চেকিতানঃ=ধৃষ্টকেতু, চেকিতান; ৫ কাশীরাজঃ+৩চ—ও কাশী-রাজ; ৪ বীর্য্যবান্; ৬ পুরুজিৎ; ৮ কুন্তিভোজঃ+৭চ; ১১ শৈব্যঃ+৯চ; ১০ নরপুঙ্গবঃ—নরশ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥

এতৎ পক্ষে ভীমার্জ্জুনস্বরূপ মহাধনুর্দ্ধরগণ এবং যুযুধান, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ আছেন।—নিবৃত্তি পক্ষে যাঁহারা আছেন, অগ্রে তাঁহাদের নামকরণ হইতেছে; যাহাদের বলে চিত্ত দমন করিতে হইবে, তাহারা যে সকলেই চিরকাল থাকিবে এমন নহে, ক্রমে অনেকেই বিলুপ্ত হইবে, তবে আপাততঃ তাহারা আবশ্যকীয়। অগ্রে ভীমার্জ্জুন, বায়ুপুত্র ভীম বায়ুর ক্রিয়া অর্থাৎ এস্থলে প্রাণায়াম স্বরূপ, যাহা হঠযোগের প্রধান অঙ্গ; এবং অর্জ্জুন (অর্জ্জ-সংস্কারে) সাত্বিক ও নিরোধ সংস্কার যে অভ্যাসসাধ্য অর্জ্জুন সেই দৃঢ় অভ্যাস; সাত্যকি, সরলমতি অর্থাৎ সত্য। ইনি চিরকালই দুর্ম্মতি প্রভৃত্তির সঙ্গে বিবদমান; বিরাট, ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি, ইহা যোগলব্ধ, এবং আদৌ ইহা লক্ষ্যও থাকে। ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতু, চেকিতেন, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ট শৈব্য বিক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা ও সুভদ্রাসুত

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রোদ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থংতান্ ব্রবীমিতে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

৩ যুধামন্যুঃ+১ চ; ২ বিক্রান্তঃ=বিক্রমশালী; ৬ উত্তমৌজাঃ+৪ চ; ৫ বীর্য্যবান্; ৮ সৌভদ্রঃ+৯ দ্রৌপদেয়াঃ+৭ চ=সুভদ্রাপুত্র ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ; ১০ সর্ব্বে+এব =সকলেই; ১১ মহারথাঃ=রথীশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

২ অস্মাকম্+তু=কিন্তু আমাদিগের; ৪ বিশিষ্টাঃ=শ্রেষ্ঠ; ৩ যে=যাহারা; ৮ তান্ +নিবোধ=তাহাদিগকে অবগত হও; ১ দ্বিজ+উত্তম=ব্রাহ্মণবর! ৭ নায়কাঃ= নেতা; ৫ মম=আমার; ৬ সৈন্যস্য=সেনার; ১০ সংজ্ঞার্থং=নাম জানিবার জন্য; ১১ তান্=তাহাদিগকে; ১২ ব্রবীমি=বলিতেছি; ৯ তে=তোমাকে ॥ ৭ ॥

২ ভবান্-আপনি; ৪ ভীষ্মঃ+৩চ; ৬ কর্ণঃ+৫চ; ৮ কৃপঃ+৭চ; ১ সমিতি-ঞ্জয়ঃ=সমরবিজয়ী; ৯ অশ্বত্থামা, ১১ বিকর্ণঃ+১০ চ, ১২ সৌমদত্তিঃ=সোমদত্ত-পুত্র; +১৩ জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীতনয়গণ; ইহাঁরা সকলেই ক্ষমতাবান্।—ইহাঁরা চিত্ত স্থিরকারক সাধন সমূহ ॥ ৫—৬ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা অস্মৎ-পক্ষে প্রধান এবং আমার সেনা নায়ক, আপনি জানিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদেরও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

সমরবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ আছেন।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥

৪ অন্যে=অপরাপর; ৭ চ ৫ বহবঃ=বিস্তর; ৬ শূরাঃ+১মদর্থে=শূর সকল আমার নিমিত্ত; ২ ত্যক্তজীবিতাঃ=জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; ৩ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ=নানাস্ত্রধারী; ৮ সর্ব্বে=সকলেই; ৯ যুদ্ধ বিশারদাঃ=যুদ্ধে দক্ষ ॥ ৯ ॥

৫ অপর্য্যাপ্তং=প্রভূত (আবশ্যকীয় অপেক্ষাও অধিক); ৩ তৎ+২ অস্মাকং=সেই

ভীষ্ম; কর্ণ=(সূচনা দেখ), কৃপ-কৃপা, (দেবী ভাগবতাদিতে) ইহা বিঘ্ন স্বরূপে উক্ত। অনুকম্পা ব্যতিরেকে অন্য তামসিক হেতু প্রভৃতিতেও কৃপার কার্য্য হয়, অথচ জ্ঞানীরও কৃপা বিনষ্ট হয় না, চিত্তবৃত্তি দমিত হইয়া আসিলেও সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই কৃপালু থাকেন, তাঁহাদের চিত্ত অচল, সুতরাং তখনও দয়াদি কর্ত্তৃক অভিভূত না হইলেও তাঁহারা সর্ব্ব জীবে দয়ালু; অশ্বত্থামা—সংসার-ভাব; (অশ্বত্থ=গীতা ১৫ অঃ) কামনা হইতেই ভোগ, যাহা উপভোগের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়, জীব তাহাই ভোগ করে, সুতরাং অশ্বত্থামা দৃঢ় সঙ্কল্পরূপ দ্রোণের পুত্র; আরও, এই সর্ব্বোপভোগই নিষ্কাম যোগ সাধনের বিঘ্ন; সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদির বিপক্ষ-পক্ষাবলম্বী, ইনি অমর, নির্লিপ্ত ব্যক্তিকেও কর্ম্মফলরূপ এই সংসার বৃক্ষের ফল, সংস্কার-বশে ভোগ করিতে হয়; বিকর্ণ-কল্যাণকর কার্য্যে অবিশ্বাস; ভূরিশ্রবা-ব্যুত্থান সংস্কার; জয়দ্রথ-দুঃসাহস ॥ ৮ ॥

অন্যান্য বহু শূরগণ আমার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নানা অস্ত্রধারী ও যুদ্ধ বিশারদ ॥ ৯ ॥

আমাদিগের অসীম বল ভীষ্মাদি কর্ত্তৃক রক্ষিত ও ইহাদের পর্য্যাপ্ত

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি ॥ ১১ ॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃশঙ্খংদধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

আমাদিগের, ৪ বলং=সেনানী; ১ ভীষ্মাভিরক্ষিতং—ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত। ১১ পর্য্যাপ্তং—যথেষ্ট; ৭ তু+৯ ইদং+৬ এতেষাং—কিন্তু এই ইহাদিগের; ১০ বলং; ৮ ভীমাভিরক্ষিতং—ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত ॥ ১০ ॥

৪ অয়নেষু—ব্যূহ প্রবেশ পথে; ৩ সর্ব্বেষু—সকল; ৫ যথাভাগং+অবস্থিতাঃ—বিভাগক্রমে অবস্থান করতঃ; ৬ ভীষ্মম্+এব+অভিরক্ষন্তু—ভীষ্মকেই রক্ষা করুন, ১ ভবন্তঃ=আপনারা; ২ সর্ব্বে+এব হি=সকলেই ॥ ১১ ॥

২ তস্য—তাহার; ৪ সংজনয়ন্—জন্মাইয়া; ৩ হর্ষং—আনন্দ; ১ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ—ভীষ্ম; ৬ সিংহনাদং; ৭ বিনদ্য+৫ উচ্চৈঃ—উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া, ৯ শঙ্খং, ১০ দধ্মৌ—শংখনাদ করিয়াছিলেন; ৮ প্রতাপবান্—প্রতাপযুক্ত, প্রবল ॥ ১২ ॥

বল ভীমাদি কর্ত্তৃক রক্ষিত।—দুর্য্যোধনের সেনা ভীষ্মাদি কর্ত্তৃক রক্ষিত, সুতরাং অত্যন্ত প্রবল। ভেদজ্ঞান বিনাশ করা অত্যন্ত কঠিন, গাঢ় অভ্যাসের কার্য্য। পক্ষান্তরে বায়ুপুত্র ভীম অর্থাৎ প্রাণায়াম; ইহা হঠযোগের প্রধান সাধন, এবং ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য, সুতরাং ভীমাদি এ পক্ষের নেতা; প্রাণায়াম ও অভ্যাসাদির দ্বারা দুর্জ্জয় চিত্তবৃত্তিও জেয় ॥ ১০ ॥

আপনারা সকলে ব্যূহপথে বিভাগক্রমে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষ করুন ॥ ১১ ॥

কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাহার হর্ষ জন্মাইয়া, মহা সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত সশব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষিকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

১ ততঃ—তৎপরে; ২ শংখাঃ+চ, ভের্য্যঃ+চ, পণব+আনক, গোমুখাঃ—শংখ, ও ভেরী ও পণব, ও আনক ও গোমুখ (নামক বাদ্য যন্ত্র) সকল; ৩ সহসা+এব+অভ্যহন্যন্তঃ—সহসা বাদিত হইয়াছিল; ৪ সশব্দঃ+তুমুলঃ+অভবৎ- সেই শব্দ তুমুল হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

১ ততঃ; ২ শ্বেতৈঃ+হয়ৈঃ+যুক্তে=শ্বেতাশ্বযুক্ত; ৩ মহতিস্যন্দনে—স্থিতৌ—মহারথে অবস্থিত; ৪ মাধবঃ পাণ্ডবঃ+চ+এব=মাধব এবং পাণ্ডব; ৫ দিব্যৌ-শঙ্খৌ—দিব্য শঙ্খদ্বয়কে; ৬ প্রদধ্মতুঃ=বাজাইয়া ছিলেন ॥ ১৪ ॥

২ পাঞ্চজন্যং—পাঞ্চজন্য নামক শংখকে; ১ হৃষিকেশঃ—কৃষ্ণ+৪ দেবদত্তং—

করিলেন।—ভেদজ্ঞান থাকিতে কামক্রোধাদির নিবৃত্তি নাই। ইহাই হর্ষের কারণ, এবং ঐ ভেদজ্ঞান কর্ত্তৃক চাঞ্চল্যরূপ শঙ্খধ্বনি হইল ॥ ১২ ॥

তদনন্তর সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক গোমুখ; প্রভৃতি নিনাদিত হওয়ায় তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।—চিত্তের চাঞ্চল্য হইয়া বেপথু শ্বাসাদির দ্বারা সমগ্র শরীরে একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথস্থিত মাধব ও পাণ্ডব দিব্য শঙ্খদ্বয়ের ধ্বনি করিলেন।—শ্বেত অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবের অভ্যাসে কূটস্থে চিত্তার্পিত হইলে স্বতঃই সমভাবে বায়ু রেচিত হইয়া চিত্ত স্থির হইয়া আইসে ॥ ১৪ ॥

হৃষিকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রোযুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দেবদত্ত শংখকে; ৩ ধনঞ্জয়ঃ; ৮ পৌণ্ড্রং; ৯ দধ্মৌ - বাজাইয়া ছিলেন। ৭ মহাশংখং; ৫ ভীমকর্ম্মা—৬ বৃকোদরঃ = ঘোর কর্ম্মকারী বৃকোদর ॥ ১৫ ॥

৪ অনন্তবিজয়ং; ২ রাজা; ১ কুন্তীপুত্রঃ + ৩ যুধিষ্ঠিরঃ; ৫ নকুলঃ সহদেবঃ + চ; ৬ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ = সুঘোষ ও মণিপুষ্পকনামক শংখদ্বয় ॥ ১৬ ॥

৩ কাশ্যঃ + চ, ২ পরম + ইষ্বাসঃ = ও পরমধানুকী কাশীরাজ; ৫ শিখণ্ডী;—৪ চ মহারথঃ = ও রথিশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী; ৬ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ + বিরাটঃ + চ = ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট; ৮ সাত্যকিঃ + চ + ৭ অপরাজিতঃ = এবং অজেয় সাত্যকি; ৯ দ্রুপদঃ + দ্রৌপদেয়াঃ + চ

মহাশঙ্খ, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক ধ্বনি করিলেন।

দেহস্থ পঞ্চপ্রাণ পাঁচটি শঙ্খ; প্রাণ ও অপান বায়ু অশ্বিনীকুমার রূপে উক্ত হইয়াছেন, (বারাহে অশ্বিনোৎপত্তি); নকুল ও সহদেব জল ও পৃথিবীতত্ত্ব, প্রাণাপান ইহাদের শঙ্খ, এই দুই শঙ্খের শব্দ মৃদঙ্গ বা মেঘবৎ এবং বীণাবৎ ঝঙ্কার, রেচক পূরক জনিত শব্দ এবং আকাশের অনন্ত প্রণব ধ্বনি যাহা দীর্ঘ ঘণ্টাবৎ শ্রুত হয়। চিত্ত স্থির হইলে, একে একে উক্ত দীর্ঘ ঘণ্টাদির সমস্ত শব্দ স্বতঃ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্থাৎ সমগ্র শব্দের সমষ্টি রূপ দিব্য শব্দ; প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে, প্রথমেই এইরূপ শব্দ সকল স্বতঃ শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ১৫—১৬ ॥

মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহাযোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অজেয়

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চমহাবাহুঃশঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥
অথ ব্যবস্থিতান্‌দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ; ১৪ সর্ব্বশঃ—সর্ব্বথা; ১ পৃথিবীপতে—হে রাজন্! ৯১ সৌভদ্রঃ+চ, ১০ মহাবাহুঃ=এবং মহাবল সুভদ্রা-পুত্র; ১৩ শঙ্খান্+১৫ দধ্মুঃ= শঙ্খনাদ করিয়াছিলেন; ১২ পৃথক্ পৃথক্=ভিন্ন ভিন্ন ॥ ১৭-১৮ ॥

১ সঃ—সেই, ৩ ঘোষঃ=শব্দ;+৬ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং=ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের; ৭ হৃদয়ানি-ব্যদারয়ৎ=হৃদয় বিদীর্ণ করিযাছিল; ৬ নভঃ+চ, পৃথিবীং+চ+এব=এবং আকাশ ও পৃথিবীকে; ২ তুমুলঃ+৫ অভ্যনুনাদয়ন্—তুমুল শব্দিত করিয়া ॥ ১৯ ॥

২ অথ—অনন্তর; ১০ ব্যবস্থিতান্—অবস্থিত; ১১ দৃষ্ট্বা—দেখিয়া; ৯ ধার্ত্ত-

সাত্যকি, দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রানন্দন, প্রভৃতি সমস্ত ভূপালগণই পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন।—(কাশ্-বিকাশ প্রাপ্তি) যাহা হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয় সেই কাশী। শিখণ্ডী (শি=তীক্ষ্ণত্ব) যদ্দ্বারা ভেদ জ্ঞানের তীক্ষ্ণত্ব মন্দীভূত হয়, সেই বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বারা ভেদ জ্ঞান বিনষ্ঠ হয় ॥ ১৭—১৮ ॥

সেই শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে তুমুল রূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

হে মহারাজ। অনন্তর কপিধ্বজ পাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে সংগ্রামে

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥ ২১ ॥
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩॥

রাষ্ট্রান্=ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগকে; ৪ কপিধ্বজঃ=অর্জ্জুন, ৮ প্রবৃত্তে ৭ শস্ত্রসম্পাতে =অস্ত্রক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইয়া; ৬ ধনুঃ+উদ্যম্য=ধনু উত্তোলন করতঃ ৫ পাণ্ডবঃ; ১২ হৃষিকেশং=কৃষ্ণকে; ৩ তদা=তৎকালে; ১৪ বাক্যং+১৩ ইদং+১৫ আহ=এই কথা বলিয়াছিলেন; ১ মহীপতে=হে রাজন্ ॥ ২০ ॥

১৩ সেনয়োঃ+১২ উভয়োঃ+১৪ মধ্যে=উভয় সৈন্যের মধ্যে; ১৬ রথং স্থাপয় =রথ রাখুন; ১৫ মে=আমার+১ অচ্যুত=কৃষ্ণ! ৯ যাবৎ,+৭ এতান্=এই সকলকে; ১১ নিরীক্ষে+১০ অহং=আমি দেখি; ৮ যোদ্ধুকামান্+অবস্থিতান্=যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিত; ৪ কৈঃ+৩ ময়া ৫ সহ=কাহাদিগের সহিত আমাকে; ৬ যোদ্ধব্যং=যুদ্ধ করিতে হইবে; ২ অস্মিন+রণ সমুদ্যমে=এই যুদ্ধোদ্যমে ॥ ২১—২২ ॥

২ যোৎস্যমানান্=যুদ্ধপ্রবৃত্তগণকে; ৩ অবেক্ষে+১ অহং=আমি দেখি; ৯ যে এতে=যাহারা এই; ৮ অত্র=এই স্থানে; ১০ সমাগতাঃ; ৬ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য; ৫ দুর্ব্বদ্ধেঃ+৪ যুদ্ধে; ৭ প্রিয়চিকর্ষবঃ=প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ॥ ২৩ ॥

অবস্থিত দেখিয়া ধনু উত্তোলন করত অস্ত্র ক্ষেপণপ্রবৃত্ত হইয়া হৃষিকেশকে বলিলেন, 'হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ সংস্থাপন করুন, যাহাতে আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত ইহাদিগকে দেখিয়া জানিতে পারি, যে আমাকে কাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং দুর্ম্মতি ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের হিতাকাঙ্ক্ষী যুদ্ধেচ্ছু হইয়া কাহারা যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন?—'

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

৪ এবমুক্তঃ + ২ হৃষীকেশঃ + ৩ গুড়াকেশেন = কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে; ১ ভারত = ভরত বংশোদ্ভব! ৬ সেনয়োঃ + ৫ উভয়োঃ = উভয় সেনার; ১১ মধ্যে; ১৩ স্থাপয়িত্বা = রাখিয়া, ১২ রথোত্তমং = রথশ্রেষ্ঠকে; ৮ ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ = ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি; ৯ সর্ব্বেষাং + ৭ চ = এবং সমগ্র; ১০ মহীক্ষিতাং রাজাগণের; ১৫ উবাচ + বলিয়াছিলেন; ১৬ পার্থ! ২০ পশ্য = দেখ, + ১৭ এতান্ = এই সমগ্র; ১৮ সমবেতান্ = মিলিত; ১৯ কুরূন্, ১৪ ইতি = এই ॥ ২৪—২৫ ॥

যাহাকে যাহাকে এই ক্রিয়া যুদ্ধে বধ করিতে হইবে, তাহা একবার দর্শন হইতেছে। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে কতকগুলি চিত্তবৃত্তি বিনষ্ট হইবে তাহারই পর্য্যালোচনা অভ্যাসেরই কর্ত্তব্য। মন যে যে দিকে যাইবে, সেই সেই দিক হইতেই ফিরাইতে হইবে, এই জন্যই ভীষ্মবধে অগ্রে শিখণ্ডীর প্রয়োজন ॥ ২০—২৩ ॥

হে ভারত! হৃষিকেশ পার্থ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া উভয় সেনামধ্যে ভীষ্মদ্রোণাদি সমগ্র মহীপালগণের সম্মুখে রথস্থাপন করত বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই সমবেত কুরুদিগকে দর্শন কর।—যতদিন চিত্ত দমনের চেষ্টা না হয়, তত দিন সহজ বোধ হয়, কিন্তু যখন চাঞ্চল্য দমন করিতে চেষ্টা করা যায়, তখন একেবারে সকলগুলি যেন সম্মুখে উপস্থিত হয় ॥ ২৪—২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃপিতৄনথপিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৭ ॥
তান্ সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥

৩ তত্র=তথায়; ১৯ অপশ্যৎ=দেখিয়াছিলেন; ১৮ স্থিতান্=অবস্থিত; ২ পার্থঃ; ৭ পিতৄন্=পিতৃস্থানীয়গণকে+১ অথ=অনন্তর; ৮ পিতামহান্; ৯ আচার্য্যান্, ১০ মাতুলান্, ১১ ভ্রাতৄন্, ১২ পুত্রান্; ১৩ পৌত্রান্; ১৫ সখীন্+১৪ তথা=এবং সখা সকলকে; ১৬ শ্বশুরান্; ১৭ সুহৃদঃ+চ+এব=এবং সুহৃদ্‌গণকে; ৫ সৈনয়োঃ+৪ উভয়োঃ+৬ অপি=উভয় সেনারই ॥ ২৬—২৭ ॥

২ তান্=তাহাদিগকে; ৫ সমীক্ষ্য=দেখিয়া; ১সঃ+কৌন্তেয়ঃ=সেই কুন্তীপুত্র, ৩ সর্ব্বান্, ৪ বন্ধূন্+অবস্থিতান্=সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত; ৭ কৃপয়া=কৃপা দ্বারা; ৬ পরয়া=অত্যন্ত; ৮ আবিষ্টঃ=যুক্ত হইয়া; ৯ বিষীদন্+ইদং+অব্রবীৎ=বিষণ্ণ হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

পার্থ সেইখানে উভয় সেনারই পিতৃ, পিতামহ, গুরু, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্রপৌত্রাদি, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদ্ প্রভৃতিকে অবস্থিত দেখিলেন।—সমগ্র ইন্দ্রিয়াদি ও তৎকার্য্য কামক্রোধাদি প্রভৃতি সকলেই দেহের; সুতরাং পঞ্চতত্ত্বেরও স্বসম্পর্কীয় ॥ ২৬—২৭ ॥

অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধুবর্গকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন।—প্রথমে শান্তিলাভার্থ ইন্দ্রিয় দমনোদ্যত হইয়া পরে ইন্দ্রিয় সমূহ দমনে দেহের ভোগাদি নাশ পর্য্যালোচনা করিয়াই তেজের হ্রাস হইয়া আসিল; এই তেজকে ব্রহ্মকৃপায় জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভক্ত্যাদি যোগে পুনর্জীবিত করত অভ্যাসের দৃঢ়তা রক্ষা করাই গীতার সার উপদেশ ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন উবাচ!

দৃষ্টে্বমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৯ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ৩০ ॥
নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩১ ॥

৬ দৃষ্ট্বা=দেখিয়া+২ ইমান্=ইহাদিগকে; ৫ স্বজনান্=স্বজনগণকে; ১ কৃষ্ণ! ৩ যুযুৎসূন্=যুদ্ধার্থী, ৪ সমবস্থিতান্; ৮ সীদন্তি=অবসন্ন হইতেছে; ৭ মম গাত্রাণি=আমার গাত্র সকল; ৯ মুখং+চ পরিশুষ্যতি=মুখও বিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৯ ॥

৪ বেপথুঃ+৩ চ=এবং কম্প; ২ শরীরে; ১ মে=আমার; ৫ রোমহর্ষঃ+চ=এবং রোমহর্ষ; ৬ জায়তে=হইতেছে; ৮ গাণ্ডীবং ৯ স্রংসতে=নিপতিত হইতেছে; ৭ হস্তাৎ=হস্ত হইতে; ১০ ত্বক্+চ+এব পরিদহ্যতে=এবং ত্বক্ও পরিদগ্ধ হইতেছে ॥ ৩০ ॥

৩ ন চ ৪ শক্নোমি+২ অবস্থাতুং=থাকিতে পারিতেছি না; ৭ ভ্রমতি+ইব=যেন বিভ্রান্ত হইতেছে; ৬ চ; ৫ মে মনঃ=আমার মন; ৯ নিমিত্তানি চ=এবং লক্ষণ সকল; ১০ পশ্যামি=দেখিতেছি; ৮ বিপরীতানি=বিপরীত অর্থাৎ অমঙ্গল সূচক; ১ কেশব! ১৬ ন; ১৫ চ; ১৪ শ্রেয়ঃ=মঙ্গল; ১৭ অনুপশ্যামি=দেখিতেছি; ১৩ হত্বা=বিনাশ করিয়া; ১২ স্বজনং ১১ আহবে=যুদ্ধে ॥ ৩১ ॥

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধার্থ সমবস্থিত এই সমস্ত স্বজনবর্গকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে।—প্রথমে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বোধ হয়। ক্রমে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সহজ হইয়া আইসে ॥ ২৯ ॥

শরীরে কম্প, রোমহর্ষ, গাণ্ডীব হস্তস্খলিত ও গাত্রদাহ হইতেছে।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
নকাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন.চ রাজ্যং সুখানিচ।
কিংনোরাজ্যেনগোবিন্দকিংভোগৈর্জীবিতেনবা ॥ ৩২ ॥
যেষামর্থেকাঙ্ক্ষিতংং নো রাজ্যংভোগাঃসুখানিচ।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥

৩ ন কাঙ্ক্ষে=আকাঙ্ক্ষা করি না; ২ বিজয়ং=জয়; ১ কৃষ্ণ! ৫ ন চ; ৪ রাজ্যং; ৬ সুখানি চ=এবং সুখ; ১০ কিং=কি প্রয়োজন?; ৯ নঃ+৮ রাজ্যেন=আমাদিগের রাজ্যে; ৭ গোবিন্দ!; ১২ কিং, ১১ ভোগৈঃ+জীবিতেন বা=ভোগ সমূহে অথবা জীবনে প্রয়োজন কি? ॥ ৩২ ॥

২ যেষাং+অর্থে=যাহাদিগের জন্য; ৪ কাঙ্ক্ষিতং=প্রার্থিত; ১ নঃ=আমাদিগের +৩ রাজ্যং, ভোগাঃ, সুখানি চ=রাজ্য, ভোগ এবং সুখ সকল; ৫তে+ইমে=তাহারা এই; ২০ অবস্থিতাঃ; ১৬ যুদ্ধে; ১৭ প্রাণান্+১৯ ত্যক্ত্বা ১৮ ধনানি চ=জীবন এবং

আমার চিত্ত ভ্রান্ত হইতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না; হে কেশব! আমি দুর্নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি।—দৃঢ়তার হ্রাসে যেরূপ চিত্ত ভ্রান্ত, শরীর অবসন্ন ও সঙ্কল্প বিচলিত হয়, সেই সমস্ত ঘটিতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়গণকে বধ করায় শ্রেয় দেখি না; হে কৃষ্ণ! আমি রাজ্য, সুখ ও বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না ॥ ৩২ ॥

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্য, ভোগ ও জীবনে প্রয়োজন কি? যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলাষ করি, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল গুরু, পিতৃ, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক ও স্বসম্পর্কীয়গণ জীবন ও ধনের আশা বিসর্জন করত উপস্থিত হইয়াছেন।—

প্রথমে, ইন্দ্রিয় দমন করত 'শান্তি সুখ লাভ করিব,' 'জীবন্মুক্ত হইব',

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥
এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥

ধন ত্যাগ করিয়া ; ৬ আচার্য্যাঃ, ৭ পিতরঃ ; ৮ পুত্রাঃ+তথা+এব চ=পুত্র সকল এবং ; ৯ পিতামহাঃ ; ১০ মাতুলাঃ, ১১ শ্বশুরাঃ, ১২ পৌত্রাঃ ১৩ শ্যালাঃ ; ১৪ সম্বন্ধিনঃ+ ১৫ তথা=এবং স্বসম্পর্কীয়গণ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

৪ এতান্=ইহাদিগকে ; ৬ ন ৫ হন্তুং+৭ ইচ্ছামি=বধ করিতে ইচ্ছা করি না ; ৩ ঘ্নতঃ+অপি=নিহত হইলেও ; ১ মধুসূদন ! ২ অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ= ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও ; ৮ কিং+নু মহীকৃতে=রাজ্য লাভ করা কোন্ ছার। ॥ ৩৫

ইত্যাদি বাসনা যোগের প্রবর্ত্তক হইয়া উঠে, ক্রমে, যখন দেখা যায়, যে ইন্দ্রিয়াদি দমন করা, তাহাদের ভোগবাসনা শূন্য হওয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান শূন্য হওয়াই সাধন ; তখন সহজেই বোধ হয়, যে যদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ না থাকে, তবে আর কি নিমিত্ত জীবন ধারণ ? যে শান্তি সুখের জন্য চিত্তদান করিব, নির্লিপ্ত চিত্ত হইলে ঐ শান্তি সুখ কে ভোগ করিবে? ॥ ৩৩—৩৪ ॥

হে মধুসূদন ! পার্থিব রাজ্য কি, ত্রিলোকাধিপতিত্বের নিমিত্ত ও ইহা-দিগের কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না।—যোগ সাধন দ্বারা বৃত্তিরোধ না করিলে কি হইবে ? ইন্দ্রিয় ভোগ জন্য দেহনাশ, শান্তি সুখের অলাভ ও জীবন্মুক্তি এবং কৈবল্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইব ? হয় হউক, সংসার শুদ্ধ লোকের ত এই গতি হইতেছে ; সকলেই ত এই ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগে রত থাকিয়া মুক্তি পথে বঞ্চিত আছে ॥ ৩৫ ॥

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮ ॥

৩ নিহত্য—বিনাশ করিয়া; ২ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্+৪ নঃ; ৫ কা—কি ৬ প্রীতিঃ; স্যাৎ+১ জনার্দ্দন! ১০ পাপং+এব—কেবল পাপই; ১২ আশ্রয়েৎ+১১ অস্মান্—আমাদিগকে আশ্রয় করিবে; ৯ হত্বা+৮ এতান্+আততায়িনঃ=এই আক্রমণকারিগণকে বিনাশ করিলে ॥ ৩৬ ॥

২ তস্মাৎ—তজ্জন্য+৭ ন+অর্হাঃ—উপযুক্ত হইতেছি না; ৩ বয়ং—আমরা; হন্তুং—বিনাশ করিতে; ৫ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্; ৪ সবান্ধবান্—বন্ধুগণ সহ; ৯ স্বজনং; হি=যেহেতু; ১১ কথং=কিরূপে; ১০ হত্বা—বিনাশ করিয়া; ১২ সুখিনঃ, ১৩ স্যামঃ=সুখী হইব; ১ মাধব! ॥ ৩৭ ॥

২ যদ্যপি+এতে—যদি ইহারা; ৮ ন; ৯ পশ্যন্তি—দেখে; ৩ লোভ+উপহত চেতসঃ—লোভ কর্ত্তৃক ভ্রষ্টচিত্ত; ৪ কুলক্ষয়কৃতং দোষং—কুলক্ষয় জনিত দোষ; ৬ মিত্র-

হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া কোনও সুখই নাই, ইহারা আততায়ী হইলেও ইহাদিগকে বধ করিলে পাপাশ্রয় করিবে।—না হয় এই প্রবৃত্তি হইতে চাঞ্চল্য ও রোগ-শোকাদি হইবে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত এই ভোগ নাশ করিবার অধিকার কি? তাহাতে অবশ্যই দোষ আছে ॥ ৩৬ ॥

সুতরাং আমরা সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিতে পারি না; হে মাধব! স্বজন বধ করিয়া কি রূপে সুখী হইব? ৩৭ ॥

যদিও লোভান্ধচিত্ত হইয়া, ইহারা কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্র-

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৯ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

দ্রোহে ; ৫ চ ; ৭ পাতকং ; ১০ কথং = কেন ; ১৬ ন জ্ঞেয়ং ; ১২ অস্মাভিঃ = আমাদিগের দ্বারা ; ১৪ পাপাৎ + ১৩ অস্মাৎ + ১৫ নিবর্ত্তিতুম্ = এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে ; ১১ কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ = কুলক্ষয় কৃত দোষ দর্শী ; ১ জনার্দ্দন ! ॥ ৩৮-৩৯ ॥

১ কুলক্ষয়ে ; ৪ প্রণশ্যন্তি = বিনষ্ট হয় ; ৩ কুলধর্ম্মাঃ ২ সনাতনাঃ = সনাতন কুল ধর্ম্ম সকল ; ৬ ধর্ম্মে নষ্টে, = ধর্ম্ম নষ্ট হইলে ; ৯ কুলং, ৮ কৃৎস্নম্ = সমগ্র কুলকে ; ৭ অধর্ম্মঃ, + ১০ অভিভবতি = আচ্ছন্ন করে + ৫ উত ॥ ৪০ ॥

২ অধর্ম্মাভিভবাৎ = অধর্ম্মাভিভূত হইলে ; ১ কৃষ্ণ ! ৪ প্রদুষ্যন্তি ৩ কুলস্ত্রিয়ঃ = কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হয় ; ৬ স্ত্রীষু দুষ্টাসু = স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে ; ৫ বার্ষ্ণেয় ! = হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত হরি ! ৮ জায়তে ৭ বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

দ্রোহ হেতুক পাতক দেখিতে না পায়, আমরা এই কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিয়াও কেন ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব না ?

কাম ক্রোধাদিগণ, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ-লালসায় মুগ্ধ হইয়া, সৎপ্রবৃত্তিলোপ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি, ঈশ্বরাধীন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ, কেন বিনাশ করিবে ? ৩৮।৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মনষ্ট হইলে সমগ্রকুল অধর্ম্মাক্রান্ত হয় ; হে কৃষ্ণ ! অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীসমূহ

সঙ্করোনরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥

১ সঙ্করঃ =বর্ণসঙ্কর+ ৪ নরকায়+এব=নরকের নিমিত্তই; ২ কুলঘ্নানাং ৩ কুলস্য চ =কুলনষ্টকারীদিগের এবং কুলেরও; ৮ পতন্তি=পতিত হয়; ৬ পিতরঃ+ ৫ এষাং—ইহাদিগের পিতৃপুরুষগণ; ৭ লুপ্তপিণ্ডঃ+উদক ক্রিয়াঃ=পিণ্ডজল লুপ্ত হইয়া ॥ ৪২ ॥

৪ দোষৈঃ+২ এতৈঃ—এই সমস্ত দোষ কর্ত্তৃক; ১ কুলঘ্নানাং; ৩ বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ; ৮ উৎসাদ্যন্তে—উৎসন্ন হয়; ৬ জাতি ধর্ম্মাঃ; ৭ কুলধর্ম্মাঃ+চ; ৫ শাশ্বতাঃ —নিত্য ॥ ৪৩ ॥

দূষিতা, ও দূষিতা স্ত্রী হইতে বর্ণসঙ্কর হয়।—ইন্দ্রিয় ভোগাদি দেহধর্ম্ম, ঐ দেহধর্ম্ম বিনাশ করিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বিকৃতভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। ঐ ইন্দ্রিয়-বিকৃতি হইতে জ্ঞানের প্রত্যবায় অর্থাৎ ব্যাধি, প্রমাদ, ভ্রান্তি-দর্শনাদি হওয়া সম্ভব ॥ ৪০।৪১ ॥

বর্ণসঙ্কর, কুল ও কুলঘ্নদিগের নরকের নিমিত্ত হয়; তাহাদের পিতৃলোকও পিণ্ডজলাভাবে পতিত হয়।—উক্ত প্রমাদাদি বিঘ্ন ঘটিলে, ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগাদি, শান্তিসুখাদি, এমন কি, জ্ঞান চৈতন্য পর্য্যন্ত লুপ্ত হওয়ায়, ঐহিক পারত্রিক সমস্ত নষ্ট হইবে ॥ ৪২ ॥

কুলঘাতীদিগের এই বর্ণসঙ্কর দোষ হইতেই চিরকালের জন্য জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। হে জনার্দ্দন! যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, আমি শুনিয়াছি, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয়।—দেহধর্ম্ম বিনাশ

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৪॥
অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্য সুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতা॥ ৪৫॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণেহন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৬॥

২ উৎসন্ন-কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং—যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের; ১ জনার্দ্দন! ৪ নরকে; ৩ নিয়তং; ৫ বাসঃ+ভবতি+ইতি+অনুশুশ্রুম—বাস হয় ইহা শুনিয়াছি॥ ৪৪॥

১ অহো! বত; ৩ মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ—মহাপাপ করিতে মনস্থ করিয়াছি; +২ বয়ং—আমরা; ৪ যৎ+রাজ্য সুখলোভেন—যেহেতু রাজ্য ও সুখের লোভে; ৬ হন্তুং—বিনাশ করিতে; ৫ স্বজনং+৭ উদ্যতাঃ—উদ্যত হইয়াছি॥ ৪৫॥

১ যদি; ৫ মাম্+৪ অপ্রতীকারম্+অশস্ত্রং—প্রতিবিধানে বিরত, এবং নিরস্ত্র আমাকে; ২ শস্ত্রপাণয়ঃ—সশস্ত্র; ৩ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ+৬ রণে হন্যুঃ—যুদ্ধে বিনাশ

করা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ; নিষ্কামকার্য্য করিবে, তাই বলিয়া একেবারে ইন্দ্রিয়কার্য লোপ হয়, এমন কথা কখনই নহে; কিন্তু যোগাভ্যাস করিতে গিয়া পাছে দেহধর্ম্মের বিনাশ হয়, ইহাই প্রথম আশঙ্কা॥ ৪৩-৪৪॥

হায়! আমরা রাজ্য ও সুখলোভে স্বজন ধ্বংশ করিতে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম॥ ৪৫॥

যদি আমি অশস্ত্র ও প্রতিহিংসা পরাঙ্মুখ হইয়া শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কর্ত্তৃক রণে নিহত হই, তাহাও ভাল।—

এতিদপেক্ষা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করত মৃত্যু ভাল॥ ৪৬॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যেরথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

করে; ৭ তৎ+মে ৬ক্ষেমতরং ভবেৎ—তাহা আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হয় ॥ ৪৬ ॥

৩এবং+উক্ত্বা—এইরূপ বলিয়া; +২ অর্জ্জুনঃ; ৪ সংখ্যে—যুদ্ধে; ৭ রথ+উপস্থে +উপাবিশৎ—রথোপরি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন; ৬ বিসৃজ্য—ত্যাগ করিয়া; ৫ সশরং চাপং—শর সংযুক্ত ধনু; ১ শোকসংবিগ্ন মানসঃ—শোকাকুল চিত্ত ॥ ৪৭ ॥

ইতি অর্জ্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে এই বলিয়া, শোক সন্তপ্ত চিত্তে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করত রথপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন।—ভক্ত, সংশয়রূপ চিত্তবিক্ষেপক অন্তরায় কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন ও যোগানুষ্ঠানে বিঘ্ন দর্শনে হীনতেজ হইয়া, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করত ক্রিয়াক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এতদবস্থাপন্ন হইল। প্রথমে এইরূপ বিঘ্ন ও সন্দেহ সকল উপস্থিত হয়। ক্রমে ভগবৎপ্রসাদে ভক্তের মনে যথার্থ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে, তাহাই ক্রমশঃ এই গীতায় বলিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ ভগবদ্গীতা নামক যোগশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বাকশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

৫ তং—তাঁহাকে; ২ তথা—সেইরূপ; ৩ কৃপয়া+আবিষ্টং+অশ্রুপূর্ণ+আকুল+ঈক্ষণং—কৃপাযুক্ত, অশ্রুপূর্ণ, এবং আকুলিত নেত্র; ৪ বিষীদন্তং—বিষাদকারীকে+৬ ইদং বাক্যম্+উবাচ—এই কথা বলিয়াছিলেন; ১ মধুসূদন ॥ ১ ॥

২ কুতঃ—কোথা হইতে,+৩ ত্বা—তোমাকে; ৭ কশ্মলং—মোহ,+৫ ইদং—এই; ৪ বিষমে=সঙ্কট সময়ে; ৮ সমুপস্থিতম্; ৬ অনার্য্যজুষ্টম্—আর্য্যগণের অসেবিত; +অস্বর্গ্যম্+অকীর্ত্তিকরম্+১ অর্জ্জুন ॥ ২ ॥

মধুসূদন, তাদৃশ কৃপাবিশিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুলিতনেত্র, বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে তোমার আর্য্যগণের অসেবিত, অস্বর্গ হেতু, ও অকীর্ত্তিকর মোহ কিরূপে হইল? তুমি ক্লীবভাবাপন্ন হইও না, ইহা তোমার অযোগ্য; হে পরন্তপ! এই সামান্য চিত্ত-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করত উত্থিত হও।

ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি সংশয় ভাবাপন্ন হইলে, ভগবৎকৃপায় জ্ঞানের বিকাশ

মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

৩ মা ২ ক্লৈব্যং, ৪ গচ্ছ=ক্লীবভাব প্রাপ্ত হইও না ; ১ কৌন্তেয়! ৭ ন=না,+৫ এতৎ+৬ ত্বয়ি=তোমাতে+৮ উপপদ্যতে=উপযুক্ত হয় ; ১০ ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা+উত্তিষ্ঠ=তুচ্ছ চিত্তের দুর্ব্বলতাকে ত্যাগ করিয়া উঠ ; ৯ পরন্তপ!=শত্রুতাপন (অর্জ্জুন) ॥ ৩ ॥

৮ কথং=কিরূপে ; ৬ ভীষ্মম্+৩ অহং ; ৪ সংখ্যে=যুদ্ধে ; ৭ দ্রোণম্+চ ; ২ মধুসূদন! ৯ ইষুভিঃ=শরদ্বারা ; ১০ প্রতিযোৎস্যামি=প্রতিযুদ্ধ করিব ; ৫ পূজার্হৌ =পূজনীয়দ্বয়কে,+১ অরিসূদন!=শত্রুনাশক (অর্জ্জুন!) ॥ ৪ ॥

হওয়ায় বোধ হয়, যে প্রবৃত্তি রোধের চেষ্টা না করা সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল হেতুক মোহমাত্র, এবং ইহা পৌরুষহীনতার পরিচায়ক ; যে হেতু, পুরুষ-স্বরূপ ব্রহ্মময় হইতে পারা যাইবে না, অথচ সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি সুখভোগে রত থাকিয়া প্রাকৃতিক স্বভাবাপন্ন থাকিতেও ক্লেশ বোধ করিবে, সুতরাং না সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক স্বভাবযুক্ত, না পুরুষ-স্বরূপে লীন হওয়ায়, ক্লীববৎ হইয়া থাকা অযোগ্য ; এভাব পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার দৃঢ়বীর্য্য হওয়া আবশ্যক ॥ ১-৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অরিহন্তা মধুসূদন! আমি রণে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে অস্ত্র দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? ৪ ॥

গুরূনহত্বাহি মহানুভাবান্ শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥৫॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদিবা নোজয়েয়ুঃ।
যানেবহত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।৬।

৩ গুরূন্+অহত্বা=গুরুগণকে বধ না করিয়া; ১ হি=যেহেতু; ২ মহানুভাবান্; ৭ শ্রেয়ঃ+৬ ভোক্তুং=ভোগ করা; ৫ ভৈক্ষ্যং+অপি=ভিক্ষান্নও+৪ ইহলোকে; ১০ হত্বা=বধ করিয়া, ১৩ অর্থকামান্+৮ তু; ৯ গুরূন্; ১১ ইহ + এব= ইহলোকেই; ১৫ ভুঞ্জীয়=ভোগ করিতে হইবে; ১৪ ভোগান্; ১২ রুধির প্রদিগ্ধান্=শোণিত লিপ্ত॥৫॥

৬ ন, ৫ চ+৪ এতৎ+৭ বিদ্মঃ=জানি; ২ কতর+১ নঃ+৩ গরীয়ঃ=কি আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ; ৮ যৎ+বা, জয়েম=জয় করি; যদি বা, নঃ+জয়েয়ুঃ= আমাদিগকে জয় করে; ৯ যান্=যাহাদিগকে+এব হত্বা, ন জিজীবিষাম=বাঁচিতে ইচ্ছা করি না; +১০ তে=তাহারা+১৩ অবস্থিতাঃ; ১২ প্রমুখে; ১১ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥৬॥

মহানুভব গুরুদিগকে নিহত না করিয়া সংসারে ভিক্ষান্ন ভোজনও শ্রেয়ঃ, কিন্তু গুরুগণকে বধ করিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ কাম উপভোগ করিতে হইবে।—

আর এক সমস্যা উপস্থিত, বাসনাদি পরিত্যাগ করা যোগের উদ্দেশ্য, কিন্তু ইন্দ্রিয় দমন করিব, বাসনা ত্যাগ করিব, কৈবল্যপদে সংস্থিত হইব ইত্যাদিও ত বাসনা। অতএব ঐ সমস্ত লাভও কামনালব্ধ ফল! রুধির শব্দ কামার্থক রুধ্‌ধাতু হইতে। ইহ শব্দে এই দেহেই। রুধির লিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়দিগকে বিক্ষেপ শূন্য করিয়াও কামনালব্ধ ফল ভোগ করিতে হইবে॥৫॥

আমাদিগের জয় এবং পরাজয় এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥

১ কার্পণ্য দোষ+উপহত স্বভাবঃ; ৪ পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করি; ৩ ত্বাং=তোমাকে; ২ ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতাঃ—ধর্ম্ম বিষয়ে মূঢ়মতি; ৫ যৎ+শ্রেয়ঃ স্যাৎ+৭ নিশ্চিতং; ৮ ব্রূহি+বল; ৬ তৎ+মে—তাহা আমাকে; ১১ শিষ্যঃ+ ১০ তে+ ৯ অহং; ১৪ শাধি—শিক্ষা দেও; ১৩ মাং; ১২ ত্বাং প্রপন্নং—তোমার শরণাগত(কে) ॥ ৭ ॥

জানি না; যাহাদিগকে বধ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই সম্মুখে অবস্থিত।—

চিত্ত সংশয়াদি যুক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় রোধ করত যোগানুষ্ঠান শ্রেয়ঃ অথবা ইন্দ্রিয়াদি উপভোগই কর্ত্তব্য? এ সকল যোগবিঘ্ন প্রথমতঃ হয়।—(পাতঞ্জল ১—৩০) ॥ ৬ ॥

কার্পণ্য দোষাভিভূত-স্বভাব ও ধর্ম্ম বিষয়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল, এবং শিক্ষা দেও।—

ইন্দ্রিয় সুখ বর্জ্জনে কৃপণতা জন্মিতেছে, কি কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে না, অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার শরণাপন্ন এবং শাসনাধীনকে জ্ঞান দেও। আদৌ ভক্তি না হইলে মুক্তিপথ দেখিতে পায় না, হরির কৃপা না হইলে অগাধ পাণ্ডিত্যই থাকুক, আর দ্বারে দ্বারে জ্ঞান ভিক্ষা করিয়াই বেড়াও, ভ্রান্তি ঘুচিবে না, সৎপথ পাইবে না; সুতরাং ভগবানে নির্ভর আবশ্যক ॥ ৭ ॥

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্‌ ।
অবাপ্যভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূবহ ॥ ৯ ॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারতঃ ।
সেনায়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

১৩ ন ; হি ; প্রপশ্যামি—দেখিতেছি ; ৭ মম+১২ অপনুদ্যাৎ—অপনোদন করে ; ১১ যৎ+১০ শোকং ;+৯ উচ্ছোষণং+৮ ইন্দ্রিয়াণাং=ইন্দ্রিয় শোষক ; ৬ অবাপ্য—পাইয়া ; ১ ভূমৌ+অসপত্নং+ঋদ্ধং=পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধ ; ২ রাজ্যং ; ৩ সুরাণাং+৫ অপি, চ+৪ আধিপত্যং ॥ ৮ ॥

৪ এবং উক্ত্বা—এই বলিয়া ; ৩ হৃষিকেশং ; ২ গুড়াকেশঃ ১ পরন্তপঃ ৫ ন যোৎস্য—যুদ্ধ করিব না, ইতি গোবিন্দং উক্ত্বা, তূষ্ণীং=মৌনী ; ৬ বভূবহ=হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

৪ তম্‌+৭ উবাচ ; ২ হৃষিকেশঃ ; ৫ প্রহসন্‌=ইব+যেন সহাস্যে ; ১ ভারত ! ৩ সেনয়োঃ+উভয়োঃ+মধ্যে বিষীদন্তং ; ৬ ইদং বচঃ=এই বাক্য ॥ ১০ ॥

পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং সুরগণের অধিপতি হইলেও, ইন্দ্রিয়-শোষক-শোকাপনোদনকারী কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৮ ॥

পরন্তপ পার্থ হৃষীকেশকে এই সমস্ত বলিয়া বলিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিব না', এবং তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

উভয় সেনামধ্যে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে হৃষীকেশ সহাস্যে বলিলেন। —ব্রহ্মকৃপায় জ্ঞান হইতে আরম্ভ হইল ; সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠাতেই কৈবল্য হইতে পারে, কি অগ্নিহোত্রাদি বেদ-

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

২ অশোচ্যান্‌+অন্বশোচঃ=শোকের অযোগ্যের জন্য অনুশোচনা করিতেছ; ১ ত্বং; ৩ প্রজ্ঞাবাদান্‌+চ ভাষসে=প্রজ্ঞাযুক্ত বাক্যও বলিতেছ; ৫ গতাসূন্‌+অগতাসূন্‌+চ ন অনুশোচন্তি; ৪ পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

বিহিত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানানুষ্ঠান আবশ্যক? কিরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য? কর্ম্মত্যাগই বা কি রূপ? যোগানুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়? বৈরাগ্য কি রূপ? আত্মসংযম কাহাকে বলে? প্রকৃত জ্ঞানই বা কি? ব্রহ্মজ্ঞানই বা কি রূপ? রাজযোগই বা কি? যোগবিভূতিই বা কাহাকে বলে? আত্মদর্শন কি? এবং ভক্তি কাহাকে বলে? পুরুষ ও প্রকৃতি এবং সত্বাদি-গুণ সমূহ কি? ইত্যাদি জ্ঞান ক্রমশঃ হইতেছে॥ ১০ ॥

অতঃপর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কারণ, পরের উক্তি সমূহ ভগবদনুকম্পায় জ্ঞানের বিকাশই হউক, বা ভগবানের উপদেশই হউক, তাহাতে যায় আসে না; সুতরাং অতঃপর শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝাইতেছি।

শ্রীভগবানের উক্তি;—যাহা শোকের অবিষয়, তুমি তজ্জন্য শোক করিতেছ, অথচ জ্ঞানের কথাও বলিতেছ! পণ্ডিতেরা গতাসু অথবা অগতাসু কাহারও জন্য শোক করেন না।

যাহা গিয়াছে তজ্জন্য শোক বৃথা, আর যাহা যায় নাই, তজ্জন্য শোক হইতেই পারে না ॥ ১১ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

৩ ন তু+এব+২ অহং; ১ জাতু=কদাচিৎ; ৪ ন+আসম্=ছিলাম না; ৫ ন ত্বং; ৬ ন+ইমে জনাধিপাঃ=এই রাজারাও নহেন; ১০ ন চ+এব ন ভবিষ্যামঃ =হইব না এমনও নহে; ৮ সর্ব্বে; ৭ বয়ম্=আমরা; ৯ অতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

২ দেহিনঃ+৩ অস্মিন্=দেহীদিগের এই; ১ যথা; ৪ দেহে; ৫ কৌমারং যৌবনং জরা; ৬ তথা; ৭ দেহান্তর প্রাপ্তিঃ+ ৯ ধীরঃ+ ৮ তত্র=তাহাতে ১০ ন মুহ্যতি= মোহিত হন না ॥ ১৩ ॥

তুমি, আমি, এবং এই রাজারা যে কখনও ছিলাম না, এবং পরে হইব না এমত নহে; দেহী ব্যক্তির এই দেহেই যেমন কৌমার, যৌবন, জরাদি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ, সুতরাং ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুগ্ধ হন না।—আত্মা অবিনাশী, চিরকাল সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত; দেহাভিমানী জীবের এই স্থূলদেহ, সূক্ষ্ম দেহের অনুরূপ মাত্র, আত্মা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের সুখ দুঃখাদি আত্মাকে স্পর্শ করে না। এই স্থূল দেহ, ইহার ইন্দ্রিয়াদি, শৈশব যৌবনাদি অবস্থা সমূহ, জন্ম-জরা-মৃত্যু, সমস্তই দেহাভিমানী জীবের; এই স্থূল দেহের বিনাশ হইলেও, ঐ ইন্দ্রিয় ভোগাদির সংস্কার যায় না। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ইহ জন্মে আছে, এই জন্যই পাতঞ্জল বলেন, "সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্"। এই সংস্কার কি? যে কার্য্য কর, ক্রমে তাহা অভ্যাস পাইয়া যাইবে। স্বভাব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ

মাত্রাস্পর্শাস্তুকৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

২ মাত্রাস্পর্শাঃ+তু=ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ; ১ কৌন্তেয়! ৩ শীত+উষ্ণ সুখ-দুঃখদাঃ ৪ আগমা+অপায়িণঃ+অনিত্যাঃ=আইসে, যায়, এবং অনিত্য; ৬ তাং তিতিক্ষস্ব=তাহা সহ্য কর; ৫ ভারত! ॥ ১৪ ॥

নহে। পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত কার্য্য অভ্যাস পাইয়া প্রকৃতিগত হইয়াছে, স্থূল শরীরের বিনাশ হইলেও সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করত ইহজন্মে সেই সকল সংস্কার আসে। আবার ইহজন্মে যাহা অভ্যাস করিবে, ক্রমে তাহাও সংস্কারগত হইবে, পূর্ব্বসংস্কারও যেমন অনায়াসে যায় না, নূতন অভ্যাস করিতেও তেমনই আয়াস আবশ্যক। এক্ষণে, যদি ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সংস্কারগত হয়, এবং জন্ম জন্মান্তরে বার বার হইতেছে ও দেহের সঙ্গে লোপ পাইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া কর্ম্মবশে নূতন দেহাধিকার করিতেছে, তবে এই সমস্তের জন্য শোক করা অজ্ঞের কার্য্য। আর এই দেহ বিনাশেই বা চিন্তা কি? দেহ ভোগায়তন; বাল্যকালে বালকের ভোগোপযোগী থাকে, যৌবনে সে দেহ গিয়া নূতন দেহ হয়, আবার বার্দ্ধক্যেও যুবার দেহ থাকে না। কেবল ক্রমে ক্রমে দেহের পরিবর্ত্তন হয়, এবং স্মৃতি থাকে। সেইরূপ, জন্মান্তরেও এ দেহ গিয়া বাসনার অনুরূপ দেহ হইবে। তবে স্মৃতির বিনাশ হয় এই প্রভেদ। এই স্মৃতি বিনষ্ট না হইলে, লোকে জন্ম জন্মান্তরের মায়ামোহে জড়িত হইয়া বিষম বিপদে পড়িত ॥ ১২—১৩ ॥

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগই শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখের হেতু, এ সকল অনিত্য, একবার হয়, আবার পরক্ষণেই যায়।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষম্পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায়কল্পতে॥ ১৫॥

২ যং—যাহাকে; ৬ হি ন ব্যথয়ন্তি=কষ্ট দেয় না; +৫ এতে=ইহারা; ৪ পুরুষং; ১ পুরুষর্ষভ=হে পুরুষবর! ৩ সম দুঃখ সুখং ধীরং; ৭ সঃ+অমৃতত্বায় কল্পতে=সে অমৃত স্বরূপে গণ্য॥ ১৫॥

অতএব এ সকলে হর্ষ বিষাদাদি যেন না হয়।—শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ-ভোগ, ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান মাত্র। যে বধির, সে কর্কশ শব্দ অথবা অপ্রিয় বাক্যাদি শ্রবণ জন্য ক্লেশ ভোগ, বা প্রিয় শ্রুতিমধুর বাক্যাদি শ্রবণ জন্য সুখভোগ করে না, অন্ধব্যক্তিও সুন্দর অথবা কুৎসিত পদার্থ দর্শন জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না। এস্থলে ইন্দ্রিয়ের অনুভব শক্তির অভাবে বিষয় সংস্পর্শ ঘটিল না; কিন্তু শ্রবণ শক্তি আছে, পার্শ্বে ঘড়ি বাজিল, সে শব্দ কর্ণে গেল, অথচ পর মুহূর্ত্তে, কয়টা বাজিল, অন্যমনস্ক থাকায় বলিতে পারিলাম না, সেখানে মন অন্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকায় সে শব্দ গ্রহণ হইল না, কেহ গালি দিলেও হয়ত শুনিলাম না, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংস্পর্শই সুখ দুঃখের হেতু, সুখদুঃখদায়ক বিষয়ের কোনও সার্থকতা নাই। চিত্তকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট রাখিলে কোনও বিষয়ই সুখ দুঃখ দিতে পারে না॥ ১৪॥

হে পুরুষপ্রবর! যে সুখ দুঃখে সমদর্শী ধীর পুরুষকে এই শীতোষ্ণাদি ব্যথিত না করে, তাহাকেই অমৃত বলিয়া বিবেচনা করা যায়।—আত্মাই দুঃখ সুখাদি বিকারস্পর্শশূন্য এবং অমর; আত্মজ্ঞান হইলে, অর্থাৎ আপনাকে আত্মা মাত্র বলিয়া জানিলে, ব্রহ্ম-স্বরূপে চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং বাহ্যিক শীতোষ্ণাদির অনুভব কেন হইবে? ১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুদ্ধস্ব ভারত॥ ১৮॥

৩ ন; ১ অসতঃ=যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার; ৪ বিদ্যতে=থাকে; ২ ভাবঃ=অস্তিত্ব; ৭ ন+৬ অভাবঃ+৮ বিদ্যতে; ৫ সতঃ=যেসৎ অর্থাৎ যে আছে তাহার; ১১ উভয়োঃ+অপি=উভয়েরই; ১৩ দৃষ্টঃ+১২অন্তঃ ১০ অনয়োঃ=এই; ৯ তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬॥
৭ অবিনাশি, ৬ তু ৫ তৎ, +৮ বিদ্ধি=জানিবে; ১ যেন=যাঁহার দ্বারা; ৩ সর্ব্বম্ +২ ইদং; ৪ ততং=ব্যাপ্ত; ১২ বিনাশং+১১ অব্যয়স্য+১০ অস্য; ১৪ ন; ৯ কশ্চিৎ — কেহই; ১৩ কর্ত্তুং=করিতে; ১৫ অর্হতি=যোগ্য হয়॥ ১৭॥
৫ অন্তবন্তঃ=নশ্বর; ৪ ইমেদেহাঃ=এই দেহ সকল; ২ নিত্যস্য,+৬ উক্তাঃ=কথিত আছে; ৩ শরীরিণঃ=দেহীর; ১ অনাশিনঃ+অপ্রমেয়স্য=অবিনাশি ও অনুপম; ৮ তস্মাৎ+যুদ্ধস্ব=অতএব যুদ্ধ কর; ৭ ভারত!॥ ১৮॥

অসতের সদ্ভাব এবং সতের অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শিগণ এতদুভয়ের এই পরিণাম দর্শন করিয়াছেন।—সৎস্বরূপ আত্মা অবিনাশী, তাহার অভাব অসম্ভব, মায়িক জড়জগৎ অস্তিত্বশূন্য, কল্পনায় অবস্থিত মাত্র, জ্ঞানিগণই একথা জানেন। সুতরাং সৎস্বরূপ ত্যাগ করিয়া অসৎস্বরূপে নিবিষ্টচিত্ত হন না॥ ১৬॥

যৎকর্ত্তৃক এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে, কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ নহে॥ ১৭॥

এই ভঙ্গুর দেহ, অবিনাশী, অপ্রমেয়, ও নিত্য আত্মারই, অতএব হে

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি নহন্যতে ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতাবানভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ংপুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

১ যঃ+এনং=যে ইহাকে; ৩ বেত্তি=জানে; ২ হন্তারং=বিনাশ কর্ত্তা স্বরূপ; ৪ যঃ+চ+এনং; ৬ মন্যতে=মনে করে; ৫ হতং; ৮ উভৌ=উভয়েই; ৭ তৌ=তাহারা; ৯ ন বিজানীতো=জানে না; ১১ ন+১০ অয়ং+১২ হন্তি=সে বধ করে না; ১৩ ন হন্যতে=হত হয় না ॥ ১৯ ॥

৩ ন জায়তে ম্রিয়তে বা=জন্মে না অথবা মরে না; ২ কদাচিৎ+৪ ন+১ অয়ং; ৫ ভূত্বা, ভবিতা বা ন ভূয়ঃ=উৎপন্ন হইয়া থাকে না, অথবা পুনরায় জন্মিবে না; ৭ অজঃ=জন্ম রহিত; নিত্যঃ শাশ্বতঃ+৬ অয়ং; ৮ পুরাণঃ ১১ ন হন্যতে; ১০ হন্যমানে ৯ শরীরে=দেহ নষ্ট হইলে ॥ ২০ ॥

ভারত! যুদ্ধ কর।—আত্মা অবিনাশী, অপরিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি; দেহ, ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মারই, ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয় উপভোগে, স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে থাকিলে, আত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ॥ ১৮ ॥

এই আত্মাকে যে হন্তা, বা যে হত মনে করে, তাহারা কেহই আত্মাকে জানে না, ইনি হননও করেন না, হতও হন না। যেহেতু আত্মা নির্লিপ্ত; এবং অবিনশ্বর ॥ ১৯ ॥

আত্মা কখনও জন্মেন না, মরেন না, ইনি হন নাই, হইবেন না অথবা হইতেছেন না। নিয়ত জন্ম রহিত, নিত্য, পুরাণ, এবং দেহ হত

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্‌ ॥ ২১ ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

৬ বেদ=জানে+৪ অবিনাশিনং নিত্যং ; ২ যঃ=যে+৩ এনম্‌+৫ অজং+অব্যয়ং ; ৮ কথং= কেন ; ৭ স পুরুষঃ ; ১ পার্থ! ৯ কং ঘাতয়তি=কাহাকে বধ করাইবেন ; ১১ হন্তি ; ১০ কং=কাহাকে ॥ ২১ ॥

৪ বাসাংসি=বস্ত্র সকলকে ; ৩ জীর্ণানি ; ১ যথা ; ৫ বিহায়=ত্যাগ করিয়া ; ৭ নবানি ; ৮ গৃহ্লাতি=গ্রহণ করে ; ২ নরঃ+৬ অপরাণি ; ৯ তথা ; ১২ শরীরাণি ; ১৩ বিহায় ; ১১ জীর্ণানি+১৪ অন্যানি ; ১৬ সংযাতি=গ্রহণ করে ; ১৫ নবানি ; ১০ দেহী ॥ ২২ ॥

হইলেও বিনাশ শূন্য।—স্থূল কথা, কায়েন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে কে জন্মে এবং মরে, তাহা পরে (২২ শ্লোকে) বলিতেছেন ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি এই অব্যয়, জন্মরহিত অবিনাশী ও নিত্য আত্মাকে জানেন, হে পার্থ! সেই পুরুষ কি জন্য এবং কাহাকে বধ করিবেন বা করাইবেন? —আত্মজ্ঞানী, আপনাকেও এই আত্মা মাত্র জানিয়া, ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবর্জিত হন। তিনি সুখ-দুঃখ-ভোগে রত বা বিরত নহেন। প্রয়োজনাভাবে তিনি কাহাকেও বধ করেন না এবং সংকল্পরহিতত্বহেতু কর্ম্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করে না। অপিচ সকলই এক আত্মার রূপান্তর মাত্র। সুতরাং কে কাহাকে বধ করে? ॥ ২১ ॥

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে,

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

৩ ন+১ এনং=ইহাকে; ৪ ছিন্দন্তি=ছেদন করে; ২ শস্ত্রাণি; ৭ ন+৫ এনং; ৮ দহতি; ৬ পাবকঃ=অগ্নি; ৯ ন+চ+১১ এনং, ১২ ক্লেদয়ন্তি=নষ্ট করে না+ ১০ আপঃ=জল; ১৪ ন শোষয়তি=বিশুষ্ক করে না; ১৩ মারুতঃ=বায়ু ॥ ২৩ ॥

২ অচ্ছেদ্যঃ+১ অয়ং+৪ অদাহ্যঃ+৩ অয়ং+৫ অক্লেদ্যঃ+অশোষ্যঃ+ ৬ এব চ; ৮ নিত্যঃ; ৯ সর্ব্বগতঃ; ১০ স্থাণুঃ=বৃক্ষকাণ্ডবৎ নিস্পন্দ+ ১১ অচলঃ+ ৭ অয়ং; ১২ সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

দেহীও তদ্রূপ জীর্ণ দেহাদি পরিত্যাগ করত নূতন দেহে প্রবিষ্ট হয়। —ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেহ ভোগায়তন মাত্র। কর্ম্মফল-ভোগের অনুরূপ দেহ ধারণ করিতে হইবে; যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে, তাহা পরিধান করিলে আর চলে না বলিয়া, লোকে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ, যখন এ দেহে আর সঞ্চিত কর্ম্মফলের ভোগ হইতে পারে না, তখনই নূতন দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহী স্বপ্রয়োজনানুসারে এই দেহের পরিবর্ত্তন করেন, আত্মা নহে; কারণ, তিনি নির্লিপ্ত, তাঁহার প্রয়োজনাভাব ॥ ২২ ॥

এই আত্মাকে শস্ত্র নষ্ট করিতে পারে না, এবং বায়ু বিশুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, এবং নিত্য, সর্ব্বগত, সমভাবে স্থিত, অচল, ও অনাদি ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥
অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসেমৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

২ অব্যক্তঃ+১ অয়ং+৪ অচিন্ত্যঃ+৩ অয়ং+৬ অবিকার্য্যঃ=নির্ব্বিকার+৫ অয়ং +৭ উচ্যতে=কথিত হয়; ৮ তস্মাৎ=সেই হেতু+১০ এবং=এইরূপ; ১১ বিদিত্বা=জানিয়া+৯ এনং; ১২ ন+অনুশোচিতুং+অর্হসি=অনুশোচনা করা অনুপযুক্ত ॥ ২৫ ॥

১ অথ, চ+এনং নিত্যজাতং; ৩ নিত্যং, ২ বা, ৫ মন্যসে=মনে কর; ৪ মৃতং; ৭ তথাপি ত্বং; ৬ মহাবাহো! ৯ ন+ ৮ এনং ১০ শোচিতুং+ ১১ অর্হসি ॥ ২৬ ॥

২ জাতস্য; ১ হি; ৪ ধ্রুবঃ=নিশ্চয়+৩ মৃত্যুঃ+৮ ধ্রুবং; ৭ জন্ম ৬ মৃতস্য ৫ চ; ৯ তস্মাৎ+১১ অপরিহার্য্যে,+অর্থে=বিষয়ে; ১২ ন ১০ ত্বং; ১৩ শোচিতুং +অর্হসি ॥ ২৭ ॥

ইনি অব্যক্ত (বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য), অচিন্ত্য, এবং বিকার-বিরহিত বলিয়া উক্ত। সুতরাং, আত্মাকে এরূপ জানিয়া অনুশোচনা অকর্ত্তব্য।—॥ ২৫ ॥

আর যদি এই আত্মাকে নিত্যজাত এবং নিত্যমৃত (অর্থাৎ দেহাদির সহিত বারংবার জাত এবং মৃত) মনে কর, তাহা হইলেও, হে মহাবাহো! তোমার অনুশোচনা অকর্ত্তব্য; যেহেতু জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চয়, এবং মরিলেও জন্ম অপরিহার্য্য; তবে সেই অলঙ্ঘনীয় বিষয়ের জন্য শোকের প্রয়োজন

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥
আশ্চর্য্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

৩ অব্যক্ত+আদীনি=অলক্ষিতমূল; ২ ভূতানি=বস্তুমাত্র; ৪ ব্যক্তমধ্যানি; ১ ভারত! ৫ অব্যক্ত নিধনানি+এব; ৬ তত্র=তাহাতে, ৮ কা ৭ পরিদেবনা= শোক কি? ॥ ২৮ ॥

২ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি=আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখে; ১ কশ্চিৎ+এনং+৪ আশ্চর্য্যবৎ, +বদতি=বলে; ৩ তথা+এব চ+অন্যঃ; ৮ আশ্চর্য্যবৎ+৬চ+৭ এনং+৫ অন্যঃ ৯ শৃণোতি=শুনিয়া থাকে; ১২ শ্রুত্বা+অপি—শুনিয়াও ১৫ এনং, ১৬ বেদ=জানে; ১৩ ন ১১ চ+১৪ এব; ১০ কঃ+চিৎ=কেহই ॥ ২৯ ॥

কি?—আত্মার ক্ষয়োদয় কল্পনা করিলেও, দেহের অবশ্যম্ভাবী জন্ম ও বিনাশের সঙ্গে যদ্যপি আত্মারও জন্ম এবং বিনাশ হয়, তবে সে, আত্মার স্বরূপ বিকারের জন্য আর সুখ দুঃখ কি? ক্ষণভঙ্গুর দেহের সঙ্গে যদি স্বল্প কাল মধ্যে আত্মার বিনাশ হয়, তবে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাহা হইলে ত পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মফল ভোগাদি কিছুই থাকে না ॥ ২৬—২৭ ॥

হে ভারত! ভূতগ্রাম প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যে ব্যক্ত হয়, এবং পরে নিধনেও অব্যক্ত হয়, অতএব সে জন্য আর শোক কি? ॥ ২৮ ॥

কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করেন, কেহবা আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করেন, কেহবা আশ্চর্য্য স্বরূপে শ্রবণ করেন, আবার কেহবা শুনিয়াও

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

৫ দেহী, ৬ নিত্যং + অবধ্যঃ + ৪ অয়ং ৩ দেহে ২ সর্ব্বস্য ১ ভারত! ৭ তস্মাৎ = তজ্জন্য; ৯ সর্ব্বাণি ভূতানি; ১০ ন ৮ ত্বং = তুমি ১১ শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

১ স্বধর্ম্মং + অপি চ, + অবেক্ষ্য = দৃষ্টি করিলেও; ৩ ন ২ বিকম্পিতুং = কম্পিত হইতে + ৪ অর্হসি; ৭ ধর্ম্ম্যাৎ + ৫ হি ৮ যুদ্ধাৎ + শ্রেয়ঃ + অন্যৎ; ৬ ক্ষত্রিয়স্য; ৯ ন বিদ্যতে = নাই ॥ ৩১ ॥

জানেন না।—যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন, বর্ণনাকারী এবং তৎশ্রবণকারিগণের আশ্চর্য্য বোধ করা বিচিত্র নহে; যাহারা মন্দভাগ্য তাহারা শুনিয়াও জানে না ॥ ২৯ ॥

হে ভারত! সকলের দেহে এই দেহী, অর্থাৎ দেহগত আত্মা, নিত্য ও অবিনাশী, অতএব ভূতগ্রামের জন্য তোমার শোক করা অনুচিত।—পূর্ব্বে যে আত্মার বিনাশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে, কল্পনা মাত্র ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে, কারণ, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম্যযুদ্ধ হইতে আর কিছুই শ্রেয়ঃ নহে।

স্বধর্ম্ম কি? "ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ"; তাহাতে যুদ্ধাদির প্রয়োজন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম। রাজ্যপালন, অরিদমন প্রভৃতি কর্ম্ম সঞ্চয় করত ক্ষত্রিয় দেহ ধারণ করিয়াছ, তাহা না করিয়া ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন বর্ণের ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে কর্ম্মক্ষয় হইবে না, অপিচ নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় হইবে।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

৪ যদৃচ্ছয়া—অযাচিত হইয়া; ৫ চ+উপপন্নং=উপস্থিত; ৩ স্বর্গদ্বারম্+২ অপাবৃতং=উদ্‌ঘাটিত, ৬ সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ, ১ পার্থ! ৯ লভন্তে=প্রাপ্ত হয়; ৮ যুদ্ধং+ ৭ ঈদৃশং=এরূপ যুদ্ধ ॥ ৩২ ॥

১ অথ, ২ চেৎ=যদি+৩ ত্বং+ইমং; ৪ ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং, ৫ ন করিষ্যসি=না কর; ৬ ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং+চ, হিত্বা=পরিত্যাগ করিয়া, ৭ পাপং+অবাপ্স্যসি=পাপগ্রস্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥

এই শ্লোকে কর্ত্তব্য নির্ণয় অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়ের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জ্ঞাতি বধ করিতে বলিতেছেন; অনেকের ইহা ভাল লাগে না। কিন্তু অর্জ্জুন কি করিবে? ক্ষত্রিয় গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্যপালন, দুষ্ট দমন, শত্রু নিধন ভিন্ন অন্য কোন্ কর্ম্ম করিবে? ইহা করিতেই সে জন্মিয়াছে, নহিলে কর্ম্মক্ষয় হয় না। এ জন্মে না হয় পর জন্মেও তাহাই করিতে হইবে। এক্ষণকার ক্ষত্রিয় গৃহে জন্মিলে বলা যাইত, যে চাষ করিয়া, না হয় দ্বারবান্ হইয়া কর্ম্মক্ষয় করিবে। কিন্তু সে সময়ের ক্ষত্রিয় যেরূপ কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য করাই তাহার ধর্ম্ম। অন্যরূপ অনুষ্ঠান তাহার পক্ষে 'পরধর্ম্ম ও ভয়াবহ' ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বার যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্ষত্রিয়দিগের ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ হয়, তাহারাই সুখী ॥ ৩২ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্যযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি-

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪ ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫ ॥

৪ অকীর্ত্তিং+চ+অপি, ১ ভূতানি; ৫ কথয়িষ্যন্তি=বলিবে; ২ তে=তোমার+ ৩ অব্যয়াং=অক্ষয়; • সম্ভাবিতস্য=মান্য ব্যক্তির; ৬ চ=এবং; ৮ অকীর্ত্তিঃ,+মরণাৎ =মৃত্যু অপেক্ষা, অতিরিচ্যতে=অধিকতর হয়॥ ৩৪ ॥

৩ ভয়াৎ+রণাৎ+উপরতং মংস্যন্তে=ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে; ২ ত্বাং=তোমাকে; মহারথাঃ ৬ যেষাং=যাহাদিগের (নিকট)+৪ চ, ৫ ত্বং =তুমি; ৭ বহুমতোভূত্বা=গৌরবান্বিত হইয়া; ৯ যাস্যসি ৮ লাঘবং=হীন হইবে॥ ৩৫ ॥

বিহীন হইয়া পাপগ্রস্ত হইবে; তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি সর্ব্বভূতে ঘোষণা করিবে, উপযুক্ত অর্থাৎ সক্ষম ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক।—কর্ম্মক্ষয়ের সুযোগ পাইয়াছ, তাহা করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হও, বর্দ্ধিত হইবে; না হও, অবনতি হইবে; সমভাবে কখনই থাকিতে পারিবে না; সংসারের নিয়মই এই, যতদূর অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত থাক না কেন, সেই স্থান হইতেই অধোগতির প্রারম্ভ হইবে। অতএব এরূপ বিরতি তোমার অযোগ্য, এবং অনিষ্টকর॥ ৩৩-৩৪ ॥

মহারথগণ তোমাকে, ভয় প্রযুক্ত রণ-বিমুখ মনে করিবে, যাহাদিগের নিকট মানিত ছিলে, তাহাদিগের নিকট তোমার লাঘব হইবে॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

৬ অবাচ্য বাদান্+চ—অকথ্য বাক্যসকলও ; ৫ বহূন্ ৭ বদিষ্যন্তি=বলিবে ; ৪ তব +অহিতাঃ—তোমার শত্রুগণ ; ৩ নিন্দন্তঃ—নিন্দাকারী ; ১ তব, ২ সামর্থ্যং ; ৮ ততঃ —তাহা অপেক্ষা ; ১১ দুঃখতরং ; ১০ নু ; ৯ কিম্ ॥ ৩৬ ॥

১ হতঃ বা, ৩ প্রাপ্স্যসি=পাইবে ; ২ স্বর্গং, ৪ জিত্বা বা, ৬ ভোক্ষ্যসে—ভোগ করিবে ; ৫ মহীং=পৃথিবী ; ৭ তস্মাৎ+১০ উত্তিষ্ঠ—উত্থানকর ; ৮ কৌন্তেয় ! ৯ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ —যুদ্ধের নিমিত্ত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া ॥ ৩৭ ॥

১ সুখদুঃখে, ৪ সমে=সমান ; ৫ কৃত্বা—করিয়া ; ২ লাভালাভৌ ৩ জয়াজয়ৌ ; ৬ ততঃ ৭ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব—যুদ্ধের নিমিত্ত নিযুক্ত হও ; ৯ ন+৮এবং ৯ পাপং+ ১১ অবাপ্স্যসি—এরূপে পাপগ্রস্ত হইবে না ॥ ৩৮ ॥

তোমার শত্রুগণ অনেক অকথ্য কথা বলিবে, ও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ; ইহা অপেক্ষা দুঃখকর আর কি আছে ? ইহাতে লোকতঃও নিন্দার্হ হইবে ॥ ৩৬ ॥

হত হইলে স্বর্গভোগ করিবে, আর জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে, অতএব হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।—যুদ্ধে হত হইলেও কর্ম্মক্ষয় হইবে, অধিকন্তু জয়ী হইলে রাজ্য ভোগও ঘটিবে॥৩৭॥

(৺বঙ্কিমবাবু ৩৪—৩৭ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।)

সুখ দুঃখ, লাভালাভ, ও জয়াজয় সমজ্ঞান করত যুদ্ধে নিযুক্ত

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধের্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

৩ এষা = ইহা ; ২ তে + ৫ অভিহিতা - তোমাকে বলা হইল ; ৪ সাংখ্যে ; ৮ বুদ্ধি-যোগে, ৭ তু + ৬ ইমাং ; ৯ শৃণু = শ্রবণ কর ; ১১ বুদ্ধ্যা ১২ যুক্তঃ + ১০ যয়া ; ১ পার্থ ! ১৩ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি = কর্ম্মবন্ধনাশ করিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

৩ ন + ১ ইহ + ২ অভিক্রম নাশঃ = প্রারম্ভের বিনাশ + ৪ অস্তি ; ৫ প্রত্যবায়ঃ = বিঘ্ন + ন বিদ্যতে; ৭ স্বল্পং + অপি + ৬ অস্য ধর্ম্মস্য; ৯ ত্রায়তে = ত্রাণ করে; ৮ মহতঃ + ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

৩ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ + একা + ২ ইহ = এই সংসারে ; ১ কুরুনন্দন ! ৭ বহুশাখা ৫ হি + ৯ অনন্তাঃ + ৮ চ ; ৬ বুদ্ধয়ঃ + বুদ্ধি সকল + ৪ অব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥

হও, তাহা হইলে তোমাকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না—নির্লিপ্ত হইয়া কার্য্য করিলে পাপ স্পর্শিবে না ॥ ৩৮ ॥

এই তোমাকে সাংখ্যযোগের কথা বলিলাম, অতঃপর যে বুদ্ধিযোগ-যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধ ছেদনক্ষম হয়, সেই বুদ্ধিযোগের কথা শ্রবণ কর।

আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের কথা বলিয়া, অতঃপর যদ্দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে, সেই কথা বলিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

ইহার প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ইহাতে বিঘ্ন ঘটে না, এবং ইহার স্বল্পমাত্রও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে (গীতা ৬ অধ্যায়, ৪০ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥৪০॥

হে কুরুনন্দন ! ঈশ্বরে অনিবিষ্ট নানাপথগামিগণের বুদ্ধি অনন্ত ও বহু শাখা বিশিষ্টবৎ হইলেও, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

৭ যাং+ইমাং পুষ্পিতাং—যে এই পুষ্পিত অর্থাৎ সুফলপ্রদানোন্মুখ; ১০ বাচং—বাক্য; ১১ প্রবদন্তি—বলে+৬ অবিপশ্চিতঃ=মূঢ়গণ; ২ বেদবাদরতাঃ—শাস্ত্রবাক্যানুগামী; ১ পার্থ! ৩ নান্যৎ+অস্তি+ইতি বাদিনঃ—আর কিছু নাই এইরূপ উক্তিকারী, ৪ কাম+আত্মানঃ—বাসনাপূর্ণ; ৫স্বর্গপরাঃ—স্বর্গভোগেচ্ছু; ৮ জন্ম কর্ম্মফলপ্রদাং ৯ ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং, ভোগ+ঐশ্বর্য্য গতিং প্রতি; ১৩ ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং; ১২ তয়া+অপহৃতচেতসাং ১৪ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪২—৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ কামনাপূর্ণ, সুতরাং স্বর্গাদিকেই পুরুষার্থ বোধ করত বেদোক্ত সকাম কর্ম্মফলশ্রুতিবাক্যে রত, ও উহা ভিন্ন আর কিছু নাই বলিয়া, ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের সাধক, জন্মকর্ম্মরূপ ফলপ্রদ ও পুষ্পিতবৎ আপাততঃ রমণীয়, যে বাক্য বলিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা জ্ঞানাপহৃত চিত্ত, ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তিগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না।—বেদাদি শাস্ত্র সমূহ, জ্ঞানশূন্য সকাম সংসারী লোকের জন্য, সুতরাং তাহাতে স্বর্গাদি ফলপ্রদ বিষয়েরই উল্লেখ আছে; নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তের নিকট সে সকল অকিঞ্চিৎকর। তাদৃশ ব্যক্তি বেদাদিতে আস্থাশূন্য এবং নিয়ম-নিষেধাদির অতীত। গীতায় বেদাদিকে যে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

৩ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—ত্রিগুণাত্মকবিষয়পূর্ণ; ২ বেদাঃ=বেদ সকল; ৪ নিস্ত্রৈগুণ্যঃ—ত্রিগুণাতীত ৬ ভব=হও + ১ অর্জ্জুন। ৫ নির্দ্বন্দ্বঃ + নিত্যসত্ত্বস্থঃ + নির্য্যোগক্ষেমঃ + আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

৩ যাবান্ + অর্থঃ—যে অভিপ্রায় (সিদ্ধ হয়); ২ উদপানে=জলপান সম্বন্ধে (তড়াগাদিতে) ১—সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে=মহাসমুদ্রে (জলপ্লাবনে); ৬ তাবান্=তদ্রূপই; ৫ সর্ব্বেষু বেদেষু; ৪—ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ=জ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠের ॥ ৪৬ ॥

ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, একস্থানে নয়, বহুস্থানেই এইরূপ আছে ॥ ৪২-৪৪ ॥

বেদাদি শাস্ত্র সমূহ, সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিষয়ক, (অর্থাৎ সকাম কর্ম্মফল প্রতিপাদক) হে অর্জ্জুন! তুমি ত্রিগুণাতীত, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজ্ঞানশূন্য, সত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত, অলব্ধ বস্তুলাভে ও লব্ধবস্তু রক্ষায় যত্নশূন্য ও আত্মবিৎ হও ॥ ৪৫ ॥

নানা ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নান, পানাদিতে যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, একমাত্র সাগরবারিই যেমন ঐ সমস্ত কার্য্য সাধনক্ষম, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রার্থ ফলপ্রদ।—সমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট অপর সমস্ত জ্ঞানই কূপ-তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়বৎ। ব্রহ্মকে জানিলে, সকল জ্ঞান আপনা হইতেই হয়। ৺বঙ্কিমবাবু এইরূপ অর্থ করেন, "সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, উদপানে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ-

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

২ কর্ম্মণি+এব+অধিকারঃ ; ১ তে=তোমার ; ৪ মা=না ; ৩ ফলেষু কদাচন ; ৫ মা কর্ম্মফলহেতুঃ+ভূঃ+৯ মা ৬ তে ৮ সঙ্গঃ,+১০ অস্তু=হউক ; ৭ অকর্ম্মণি= নিষ্কর্ম্মে ॥ ৪৭ ॥

৪ যোগস্থঃ ৬ কুরু ৫ কর্ম্মাণি ২ সঙ্গংত্যক্ত্বা=আসক্তি ত্যাগ করিয়া ; ১ ধনঞ্জয় ! ৩ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ+ভূত্বা=সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে তুল্যভাবাপন্ন হইয়া ; ৭ সমত্বং যোগ উচ্যতে=সাম্যভাবকেই যোগ বলে ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। বঙ্কিমবাবুর এই অর্থ নিতান্ত সঙ্গত, এবং এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয় ॥ ৪৬ ॥

তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কর্ম্মফলে কখনই নহে, কর্ম্মফলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিও না, অথচ কর্ম্মহীনও থাকিও না।—কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চিন্তা আসিবে, তাহাতে কর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, সুতরাং তাহা অনিষ্টকর ॥ ৪৭ ॥

সিদ্ধি অথবা অসিদ্ধি, উভয়ে সমভাবাপন্ন হওয়া রূপ সাম্যকেই যোগ বলে। হে ধনঞ্জয়! উক্ত সাম্যরূপ যোগস্থ ও নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম কর।—সমস্ত কর্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া করা কর্ত্তব্য, ইহা সহজে হয় না, ক্রমশঃ বিচার ও অভ্যাস দ্বারা সুখদুঃখে অনাসক্তি সংস্কারগত হইলে, ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত কর্ম্ম অভ্যস্ত হয় ; ইহাই সার যোগ, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ আর কিছুই নাই। ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করত উদাসীনভাবে যদৃচ্ছাগত কর্ম্ম কর ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

৫ দূরেণ = বিস্তর; ২ হি + ৬ অবরং = হীন ৩ কর্ম্ম ৪ বুদ্ধিযোগাৎ + ১ ধনঞ্জয়! ৭ বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ = জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর; ৯ কৃপণাঃ ৮ ফল হেতবঃ = ফলাকাঙ্ক্ষিগণ দীনভাবাপন্ন হয় ॥ ৪৯ ॥

২ বুদ্ধিযুক্তঃ, + ৪ জহাতি = বিনাশ করে, + ১ ইহ, ৩ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে = ভাল ও মন্দ উভয় কর্ম্মকে; তস্মাৎ = ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

৪ কর্ম্মজং ২ বুদ্ধিযুক্তাঃ + ১ হি ৫ ফলং ত্যক্ত্বা ৩ মনীষিণঃ; ৬ জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ = জন্ম বন্ধ বিমুক্ত হইয়া; ৮ পদং = স্থান; ৯ গচ্ছন্তি + ৭ অনাময়ং = নিষ্পাপ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা, কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট, কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষিগণ দীন ভাবাপন্ন হয়, অতএব হে ধনঞ্জয়! তুমি বুদ্ধিযোগেই ভগবচ্ছরণাপন্ন হও। —এখানে কর্ম্ম অর্থে ফলাকাঙ্ক্ষা সমন্বিত কর্ম্ম ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই ইহ জগতে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কে পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি যোগমার্গ অবলম্বন কর, সকল কর্ম্ম মধ্যে যোগই কুশলপ্রদ—যোগ কর্ম্মের কৌশল, কর্ম্ম করিব, অথচ তাহার ভালমন্দ ফলে বিচলিত হইব না ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযোগ যুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করত জন্মজরামরণাদি ক্লেশ বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরমপদে গমন করেন।—তাহাতে সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হইল, অথচ কর্ম্ম সঞ্চয় হইল না ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

১ যদা তে—যখন তোমার; ৩ মোহকলিলং—মোহরূপ গহনকে; ২ বুদ্ধিঃ+ ৪ ব্যতিতরিষ্যতি=অতিক্রম করিবে; ৫ তদা, ১০ গন্তা+অসি=যাইবে; ৯ নির্ব্বেদং= বৈরাগ্যভাব; ৬ শ্রোতব্যস্য, ৮ শ্রুতস্য ৭ চ ॥ ৫২ ॥

৩ শ্রুতিবিপ্রতিপন্না=শাস্ত্রাদিশ্রবণ জন্য বিক্ষিপ্ত; ২ তে—তোমার; ১ যদা, ৭ স্থাস্যতি=থাকিবে; ৪ নিশ্চলা; ৬ সমাধৌ+অচলা—সমাধিতে অচলা; ৫ বুদ্ধিঃ= ৮ তদা, ৯ যোগম্+অবাপ্স্যসি=যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

এই বুদ্ধিযোগে যখন তোমার মোহময় দুর্গম গহন অতিক্রান্ত হইবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য অর্থের প্রতি নির্ব্বেদ যুক্ত হইবে॥ ৫২ ॥

যখন তোমার শ্রুত্যাদি কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট ও সমাধিতে নিশ্চল থাকিবে, তখনই যুক্ত হইবে, অর্থাৎ যোগ সিদ্ধি হইবে।—এই পর্য্যন্ত যোগের সার জ্ঞানযোগের কথা হইল। সংসারে সংসারীবৎ অথচ নির্লিপ্ত থাকিয়া, যখন যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিত হইবে, অনাসক্ত চিত্তে তাহা করিয়া যাইবে। বিরক্তিকর অথবা আনন্দজনক কার্য্যে ইতর বিশেষ জ্ঞান করিবে না, কার্য্যের ফল যাহাই হউক, তাহাতে বিচলিত-চিত্ত হইবে না, এবং "আমি ইহা করিলাম, করিব" ইত্যাদি অভিমান ত্যাগ করিবে। কথা কয়েকটি শুনিতে অল্প, কিন্তু কার্য্যে করা যার পর নাই কঠিন। ইহা হইলে পরম যোগ সাধন হইল। যাহার ভগবানে একান্ত ভক্তি নাই, তাহার পক্ষে অসাধ্য। ভক্ত ব্যক্তি যদি বিচার দ্বারা অভিলষিত সকল বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫॥

৩ স্থিতপ্রজ্ঞস্য=স্থিরবুদ্ধি (ব্যক্তির); ৪ কা ভাষা—কি লক্ষণ? ২ সমাধিস্থস্য= সমাহিত ব্যক্তির; ১ কেশব! ৫ স্থিতধীঃ—স্থিরবুদ্ধি; ৬ কিংপ্রভাষেত—কিরূপ কথা কহেন; ৭ কিং+আসেত=কিরূপে অবস্থান করেন; ৯ ব্রজেত=বিচরণ করেন; ৮ কিং =কিরূপে॥ ৫৪॥

৬ প্রজহাতি=ত্যাগ করে, ২ যদা ৫ কামান্, ৩ সর্ব্বান্ ১ পার্থ! ৪ মনোগতান্;

করত তাহাতে বীতস্পৃহ হন, ও এইরূপে নিয়ত বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ক্রমে তাহা সংস্কারগত হইয়া সহজ হইয়া আসিবে। ইহাই জ্ঞানযোগের কার্য্য। এই কার্য্য ও ফলের কথা উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকে বলা লইল, এক্ষণে লক্ষণাদি বলিবেন। শাস্ত্র কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গাদি ভোগ রূপ অনিত্য সুখকর বিষয়ের উল্লেখপূর্ণ অসার শাস্ত্র পাঠে চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়, পরে যখন সার বিষয় বোধ হয়, তখন চিত্ত স্থির হইয়া আইসে, এবং লৌকিক শাস্ত্রে আস্থা থাকে না॥ ৫৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কিরূপ কথন, উপবেশন, বা গমন করেন? ॥৫৪॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যখন লোকে মনোগত কামনা সকল

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

৮ আত্মনি এব + ৭ আত্মনা = আপনাতেই আপনি ; ৯ তুষ্টঃ ১১ স্থিতপ্রজ্ঞঃ + ১০ তদা ; ১২ উচ্যতে = উক্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

১ দুঃখেষু + অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু, বিগতস্পৃহঃ = ইচ্ছাশূন্য ; ২ বীতরাগভয়ক্রোধঃ = ইচ্ছা ভয় এবং কোপশূন্য ; স্থিতধীঃ + মুনি উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

১ যঃ সর্ব্বত্র, + অনভিস্নেহঃ = স্নেহশূন্য ; + ২ তৎ তৎ, ৪ প্রাপ্য, ৩ শুভাশুভং ; ৫ ন + অভিনন্দতি = আনন্দিত হন না ; ইত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

১ যদা, ৭ সংহরতে ২ চ + ৪ অয়ং ; ৩ কূর্ম্মঃ + অঙ্গানি + ইব ৬ সর্ব্বশঃ ৫ ইন্দ্রিয়াণি + ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ + ৮ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

পরিত্যাগ করে ও আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকে, তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, বীতরাগ, নির্ভয়, ও অক্রোধকেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায় ॥ ৫৬ ॥

যিনি সকল বিষয়ে স্নেহ মমতা শূন্য, শুভ বা অশুভ যথাপ্রাপ্ত বিষয়ে না আনন্দিত, না বিদ্বেষযুক্ত হন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

কূর্ম্ম যেমন মুখ চরণাদি সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি হইতে যাঁহার চিত্ত সংযত, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥
যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

২ বিষয়াঃ,+৪ বিনিবর্ত্তন্তে=নিবৃত্ত হয়; ১ নিরাহারস্য দেহিনঃ; ৩ রসবর্জ্জং=বিষয়রসভোগাভাবে; ৬ রসঃ+অপি=বিষয়রসভোগেচ্ছাও; ৫ অস্য=উহার (ব্রহ্মজ্ঞের); ৭ পরং দৃষ্ট্বা=পরব্রহ্মকে জানিয়া; নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥
৩ যততঃ+২ হি+৪ অপি=যত্ন করিলেও; ১ কৌন্তেয়! ৬ পুরুষস্য, ৫ বিপশ্চিতঃ=বিপরীতগামী; ৮ ইন্দ্রিয়াণি, ৭ প্রমাথীনি=প্রমথনকারী; ১১ হরন্তি; ১০ প্রসভং=বলপূর্ব্বক; ৯ মনঃ॥ ৬০॥
২ তানি সর্ব্বানি সংযম্য=সেই সকলকে সংযত করিয়া; ১ যুক্তঃ+৪ আসীত ৩ মৎপরঃ; ৭ বশে ৫ হি ৬ যস্য+ইন্দ্রিয়াণি ৮ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

নিরাহারী ব্যক্তির নিকট বিষয় নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ রোগাদি জন্য ইন্দ্রিয়-কর্ত্তৃক বিষয় গ্রহণ হয় না বটে, কিন্তু তাহাদিগের বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু পরব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, স্থিতপ্রজ্ঞের ঐ বাসনাই নিবৃত্ত হয়॥ ৫৯॥

হে কৌন্তেয়! বিপরীতগামী পুরুষ, সুযত্ন হইলেও তাঁহার মনকে, প্রমথনকারী ইন্দ্রিয় সকল বলপূর্ব্বক হরণ করে। ঐ সকল ইন্দ্রিয় সংযম করত, যোগযুক্ত ও মৎপরায় হও, কারণ, যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬০-৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তেকামঃকামাৎক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

২ ধ্যায়তঃ+১ বিষয়ান্—বিষয় ধ্যানকারীর, ৩ পুংসঃ=পুরুষের, ৫ সঙ্গঃ+৪ তেষু+৬ উপজায়তে ; ৮ সঙ্গাৎ ৯ সংজায়তে ৭ কামঃ ; ১১ কামাৎ ১০ ক্রোধঃ+১২ অভিজায়তে =জন্মে ; ১৪ ক্রোধাৎ+ভবতি ১৩ সংমোহঃ, ১৫ সংমোহাৎ ইত্যাদি স্পষ্ট ॥ ৬২-৬৩ ॥

৩ রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ+১ তু ; ৬ বিষয়ান্+৫ ইন্দ্রিয়ৈঃ,+৭ চরন্=উপভোগকরত ; ৪ আত্মবশ্যৈঃ, ২ বিধেয়াত্মা=বিজিতাত্মা ; ৮ প্রসাদম্+অধিগচ্ছতি—প্রসন্নতাপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

বিষয়-চিন্তারত পুরুষেরই বিষয় সঙ্গ হয়, ঐ সঙ্গ হইতেই অভিলাষ বা কামনা সঞ্জাত হয়, এবং কামনা হইতেই ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই বিনষ্ট হইতে হয়।--বিষয় চিন্তা হইতেই আসক্তি জন্মে, ক্রমে বাসনা উত্তরোত্তর জাত ও বর্দ্ধিত হয়, আর বাসনা বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ সঞ্জাত হয়। ক্রোধ হইলে, জ্ঞানশূন্য হওয়ায়, কার্য্যাকার্য্য বিচারশক্তি থাকে না, সুতরাং যথেচ্ছাচার দ্বারা বিনাশ সমুপস্থিত হয় ॥ ৬২-৬৩ ॥

রাগ-দ্বেষ-বিহীন বশী কৃতচিত্ত পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয়ানুভব করত আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন।—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই বিষয় উপভুক্ত হয়, অথচ ঐ উপভোগ কালে বিষয়ে প্রীতি বা বিরতি না থাকিলে প্রসন্নতা লাভ হইবে ॥৬৪॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

১ প্রসাদে ৩ সর্ব্ব দুঃখানাং ৪ হানিঃ+২ অস্য+৫ উপজায়তে ৭ প্রসন্নচেতসঃ=প্রসন্ন চিত্তের, ৬ হি+৯ আশু, ৮ বুদ্ধিঃ, ১০ পর্য্যবতিষ্ঠতে=স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

৩ নাস্তি ২ বুদ্ধিঃ+১ অযুক্তস্য; ৪ ন চ+অযুক্তস্য ভাবনা, ৬ ন+চ+৫ অভাবয়তঃ=ভাবনাহীনের; ৭ শান্তিঃ+৮ অশান্তস্য; ১০ কুতঃ=কোথায়, ৯ সুখং ॥ ৬৬ ॥

৩ ইন্দ্রিয়াণাং হি ২ চরতাং=বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে; ৪ যৎ=যাহার প্রতি;

ঐ আত্মপ্রসাদ হইলে সর্ব্ব দুঃখ নাশ করে এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

যাহার চিত্ত সংযত নহে, তাহার বুদ্ধি অপ্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার আত্মচিন্তা নাই; আত্মচিন্তা-বিহীনের শান্তি অসম্ভব, এবং শান্তিবিহীন লোকের সুখও নাই।

ভাবনা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ও পরব্রহ্মের চিন্তা; বিষয়চিন্তা নহে। বিষয়-চিন্তা শান্তি লাভের বিরোধী, কিন্তু যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আপনার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ, এবং তাহার অনিত্যতা অনুভব না করে, সে বিষয়ের প্রতি কিরূপে বীতরাগ হইতে পারিবে? সুতরাং সর্ব্বদা বাঞ্ছিত ভোগের অসা-রতা প্রতিপন্ন করত ভগবানকেই সার জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাধন ॥ ৬৬ ॥

বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে, মন যেটীর অনুসরণ করে, সেইটির দ্বারাই,

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

১ মনঃ+৫ অনুবিধীয়তে=অনুধাবন করে, ১০ তৎ+অস্য ১২ হরতি ১১ প্রজ্ঞাং ৮ বায়ুঃ+৭ নাবং=নৌকাকে+৯ ইব+৬ অম্ভসি=জল মধ্যে ॥ ৬৭ ॥

২ তস্মাৎ+যস্য ১ মহাবাহো! ৬ নিগৃহীতানি, ৪ সর্ব্বশঃ ৩ ইন্দ্রিয়াণি,+ ৫ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ=বিষয় হইতে,+৭ তস্যাদি ॥ ৬৮ ॥

১ যা ৩ নিশা ২ সর্ব্ব ভূতানাং ৪ তস্যাং=তাহাতে; ৬ জাগর্ত্তি ৫ সংযমী; ৭ যস্যাং=যাহাতে; ৯ জাগ্রতি ৮ ভূতানি; ১০ সা ১২ নিশা ১১ পশ্যতঃ+মুনেঃ =আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির (পক্ষে) ॥ ৬৯ ॥

বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রস্থিত তরণীবৎ, প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত সর্ব্বপ্রকারে বিষয়-বাসনা হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।—সকল ইন্দ্রিয় বশ করিয়াও, যদি একটি মাত্রকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই একটিই সর্ব্বনাশ করে ॥ ৬৭-৬৮ ॥

যাহা সর্ব্ব ভূতের পক্ষে নিশা, সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন, এবং যাহাতে সর্ব্বভূত জাগ্রত, তাহাই সংযমী মুনির নিকট রজনীবৎ।—এই জীবন স্বপ্নবৎ মায়ার বিকার মাত্র, যাহা জাগ্রতে করিতেছি বা দেখিতেছি, সমুদয়ই অনিত্য, জ্ঞানোদয় হইলে এ সমস্ত স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইবে। সুতরাং এই সাংসারিক কার্য্য, লোকের মহৎ প্রিয়, আবশ্যক, এবং আগ্রহের বিষয় হইলেও, স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে কিছুই নহে; এবং যে পরম

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

২ আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্ = যাহা নদ্যাদি দ্বারা পূরিত হইতেছে, এবং সমভাবে অবস্থিত, এতাদৃশ; ৩ সমুদ্রং + ১ আপঃ = জল সকল; ৫ প্রবিশন্তি; ৪ যদ্বৎ; ৬ তদ্বৎ ৯ কামাঃ = বাসনা সকল; ৭ যং = যাহাতে; ১০ প্রবিশন্তি, ৮ সর্ব্বে; ১১ স ইত্যাদি ॥ ৭০ ॥

৬ বিহায় = ত্যাগ করত; ৫ কামান্ ১ যঃ ৪ সর্ব্বান্ ৩ পুমান্ + ৭ চরতি = বিচরণ করেন; ২ নিস্পৃহঃ; নির্ম্মমাদি; স ইত্যাদি ॥ ৭১ ॥

জ্ঞান, অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকের নিকট অপ্রকাশিত, আত্মানন্দ উপভোগী, স্থিরচিত্ত সংযমী, সেই পরমানন্দ উপভোগে তৃপ্ত থাকেন ॥ ৬৯ ॥

অচলভাবে স্থিত, জলরাশিময় মহাসমুদ্রে, যেমন জল প্রবেশ করিয়া তাহাতে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহাতে কামনা সকল বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; কামনাযুক্ত ব্যক্তি উক্ত শান্তিলাভে অসমর্থ ॥ ৭০ ॥

যে নিস্পৃহ পুরুষ সমগ্র বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করেন, এবং অহঙ্কার ও মমতা শূন্য, অর্থাৎ আমি ও আমার এতৎ জ্ঞান বর্জ্জিত, তিনিই শান্তিলাভ করেন ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি সাঙ্খ্যযোগোনাম দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

২ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ=ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা; ১ পার্থ+৪ ন+৩ এনাম্+প্রাপ্য=ইহাকে পাইয়া; ৫ বিমুহ্যতি=বিমোহিত হয়; ৮ স্থিত্বা+৭ অস্যাম্+৬ অন্তকালে+অপি=ইহাতে অন্তকালেও থাকিলে; ৯ ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃৎ-ঋচ্ছতি=ব্রহ্ম পদে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মপদে স্থিতি, এতদবস্থাপন্ন লোক বিমোহিত হন না; অন্তিম কালেও এইপদে অবস্থান করিতে পারিলে, ব্রহ্মপদে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

৫ জ্যায়সী=শ্রেষ্ঠ; ২ চেৎ=যদি, ৪ কর্ম্মণঃ=কর্ম্ম অপেক্ষা, + ৬ তে মতা=তোমার অভিপ্রায় হয়, ৩ বুদ্ধিঃ + ১ জনার্দ্দন! ৮ তৎ কিং=তবে কি জন্য; ১০ কর্ম্মণি; ৯ ঘোরে =ভয়ঙ্কর, ১১ মাং ১২ নিয়োজয়সি ৭ কেশব ॥ ১ ॥

১ ব্যামিশ্রেণ + এব বাক্যেন=বিমিশ্র বাক্যে; ৩ বুদ্ধিং, ৪ মোহয়সি + ইব=যেন বিমোহিত করিতেছ, ২ মে ৫ তৎ + একং ৭ বদ ৬ নিশ্চিত্য=ঠিক করিয়া, ৮ যেন ১০ শ্রেয়ঃ + ৯ অহম্ + ১১ আপ্নুয়াম্=পাই ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন;—হে জনার্দ্দন! যদি আপনার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে ঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছেন? সংশয়জনক বিমিশ্র বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতেছে, অতএব এরূপ একটি বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলুন, যদ্দারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি।—যদি জ্ঞানই কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে এই ভীষণ কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা কি? জ্ঞানমার্গই অবলম্বন করি না কেন? ॥ ১—২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
নহি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

৩ লোকে+২ অস্মিন্=ইহ লোকে, ৪ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৫ পুরা-পূর্ব্বে ৭ প্রোক্তা ৬ ময়া+১ অনঘ!=হে পাপ শূন্য (অর্জ্জুন); ৮ জ্ঞান ইত্যাদি ॥ ৩॥

৩ ন; ২ কর্ম্মণাম্+অনারম্ভাৎ+নৈষ্কর্ম্ম্যং=কর্ম্মব্যতিরেকে, কর্ম্মহীনত্ব ১ পুরুষঃ+৪ অশ্নুতে=ভোগ করে; নচ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

৬ ন ১ হি ২ কশ্চিৎ ৪ ক্ষণং+অপি; ৩ জাতু=কদাচিৎ; ৭ তিষ্ঠতি=৫ অকর্ম্মকৃৎ;

ভগবান্ কহিতেছেন; হে অনঘ! আমি এই সংসারে দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি; জ্ঞানযোগে সাংখ্যদিগের, এবং কর্ম্মযোগে যোগীদিগের। কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে, লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না, এবং সন্ন্যাসমাত্র দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় না।—অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত স্থির কর, যদি তাহা না করিয়া কর্ম্মে বিরত হও, তাহা হইলে তোমার সংস্কার, মনকে কর্ম্মের দিকে টানিবে এবং কর্ম্ম সঞ্চয় করাইবে, অথচ কর্ম্মক্ষয় হইবে না। সুতরাং নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর, তাহাতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে, এবং চিত্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না, ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাসে শান্তি হইবে॥ ৩—৪ ॥

কেহ কথনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

১২ কার্য্যতে ১০ হি+অবশঃ ১১ কর্ম্ম ৮ সর্ব্বঃ ৯ প্রকৃতিজৈঃ+ গুণৈঃ=স্বাভাবিক গুণ সমূহ দ্বারা ॥ ৫ ॥

২ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য; ১ যঃ+৪ আস্তে=থাকে; ৩ মনসা স্মরন্; ৬ ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা=বিষয় ভোগে আত্মবঞ্চনাকারী; ৭ মিথ্যাচারঃ ৫ সঃ ৮ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

৩ যঃ+২ তু+৫ ইন্দ্রিয়াণি+৪ মনসা, ৬ নিয়ম্য=সংযত করিয়া; ১০ আরভতে=

সকলেই (সাত্ত্বিকরাজসাদি) স্বাভাবিক গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।—সকলেই কায়িক অথবা মানসিক কার্য্যে নিয়ত রত আছে, মন প্রসবশূন্য হইলে মানসিক কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া আসিবে বটে, কিন্তু দেহ থাকিতে কায়িক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার না ॥ ৫ ॥

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে স্মরণ করেন, সেই আত্মবঞ্চনাকারী ভোগবিরত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়।—যদি বল, কোনও কার্য্য করিব না, স্থির হইয়া থাকিব, তাহা হইবে না। হস্ত, পদাদি সঞ্চালন না করা কথঞ্চিৎ সাধ্যায়ত্ত বটে, কিন্তু মনস্থির হয় নাই, চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণ করিতে পারিবে না, মনে মনে নানা রূপ ভাবনা উদয় হইবে। এরূপ নিষ্কর্ম্ম ব্যক্তিকে কপটাচারী বলা যায়, কারণ, সে আপনাকেও প্রবঞ্চনা করিতে নহে ॥ ৬ ॥

যিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, অনাসক্তভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মযোগে নিযুক্ত করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতর ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥
যজ্ঞার্থাৎকর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

আরম্ভ করেন+১ অর্জ্জুন! ৮ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ; ৯ কর্ম্মযোগং+৭ অসক্তঃ; ১১ সঃ+ বিশিষ্যতে=সেই শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৭ ॥

২ নিয়তং ৪ কুরু ৩ কর্ম্ম, ১ ত্বং, ৭ কর্ম্ম ৮ জ্যায়ঃ+৫ হি+৬ অকর্ম্মণঃ; ১১ শরীর যাত্রা+অপি চ, ১০ তে, ১২ ন প্রসিধ্যেৎ=সিদ্ধ হইবে না+৯অকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

১ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ+অন্যত্র, ৩ লোকঃ+২ অয়ং ৪ কর্ম্ম বন্ধনঃ; ৭ তদর্থং, কর্ম্ম ৫ কৌন্তেয়! ৬ মুক্ত সঙ্গঃ=নিঃসঙ্গ হইয়া; ৮ সমাচর=কর ॥ ৯ ॥

৩ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা; ২ পুরা+৪ উবাচ, ১ প্রজাপতিঃ, ৫ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্=

তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, যেহেতু নৈষ্কর্ম্ম্য হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; এমন কি, কর্ম্মহীন হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত হইবে না।—সংস্কার বশে আহারাদিও ত করিতে হইবে, তবে কর্ম্মত্যাগ হইল কি প্রকারে? (যোগবাশিষ্ঠে চূড়ালার উপাখ্যান দেখ) ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধনের হেতু; অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থেই কর্ম্ম কর।—যজ্ঞই বিষ্ণু ইহা বেদবাক্য। যে কর্ম্ম ভগবানের প্রীতির জন্য না কর, অর্থাৎ যাহার ফল তাঁহাতে অর্পণ না কর, তাহাই বন্ধনের হেতু। লোকের যজ্ঞাদি কি তাহা পরে বলা যাইতেছে। (১৩ শ্লোকার্থ দেখ) ॥ ৯ ॥

প্রজাপতি পূর্ব্বে যজ্ঞসহ প্রজাসৃষ্টি করত বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্‌ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

এতদ্দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; +৭ এষঃ=ইহা+৬ বঃ=তোমাদের+৯ অস্তু=হউক+৮ ইষ্টকামধুক্=অভীষ্ট ফল দাতী ॥ ১০ ॥

২ দেবান্ ভাবয়ত=দেবগণকে সম্বৰ্দ্ধিত কর+১ অনেন; ৩ তে দেবাঃ ৫ ভাবয়ন্তু ৪ বঃ; ৬ পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ ৮ শ্রেয়ঃ ৭ পরম্+৯ অবাপ্স্যথ=প্রাপ্ত হও ॥ ১১ ॥

৫ ইষ্টান্ ভোগান্ ৪ হি ৩ বঃ+২ দেবাঃ+৬ দাস্যন্তে; ১ যজ্ঞভাবিতাঃ যজ্ঞদ্বারা সম্বর্দ্ধিত; ৮ তৈঃ+দত্তাঃ=তাহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত+১০ ন প্রদায়=না দিয়া+৯ এভ্যঃ=ইহাদিগকে+৭ যঃ+১১ ভুংক্তে=ভোগ করে; ১৩ স্তেনঃ+এব=চোরই; ১২ সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞ দ্বারাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, ইহাই তোমাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ হউক। ইহা দ্বারা দেবগণ বৰ্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে সম্বৰ্দ্ধিত করুন। এইরূপে পরস্পর সম্বৰ্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়োলাভ করিবে ॥ ১০-১১ ॥

যজ্ঞবৰ্দ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সকল দান করিবেন, তাঁহাদিগের দত্ত তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করায় চৌর্য্যবৃত্তি হয়। যজ্ঞাবশেষ-ভোক্তা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, যাহারা কেবল আত্ম-কারণে পাক করে, সেই পাপাত্মারা পাপভোগ করিয়া থাকে।—সকলের যজ্ঞ সমান নহে, “আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃ স্যুর্হবির্যজ্ঞা বিশঃস্মৃতা। পরিচার-যজ্ঞা শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ” (মৎস্যপুরাণ ১৭৮ অধ্যায়) পশু হিংসা অধর্ম্মযজ্ঞ (ঐ ১১৯ অ) শান্তিপর্ব্ব মোক্ষ ধর্ম্মের ২৩৭ অধ্যায়েও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ব্বর্ণের বিভিন্ন যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে (১১৫অ)

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যোযজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥

১ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ=যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজী হইয়া; ৩ মুচ্যন্তে, ২ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ=সকল পাপ হইতে; ৯ ভুঞ্জতে, ৮ তে তু,+অঘং=পাপ; ৫ পাপাঃ ৪ যে=যে পাপিগণ; ৭ পচন্তি=পাক করে+৬ আত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

১ অন্নাৎ+৩ ভবন্তি ২ ভূতানি; ৫ পর্জ্জন্যাৎ=মেঘ হইতে;+৪ অন্ন ৬ সম্ভবঃ; ৭ যজ্ঞাদি স্পষ্ট ॥ ১৪-১৫ ॥

অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, ভৌতিকযজ্ঞ বলি, এবং মানবযজ্ঞ অতিথিপূজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ মাত্রই কর্ম্ম, অতএব সকলে নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া যাউক, যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাই করা তাহার যজ্ঞ। এবং ইহাই সঙ্গত কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে নিজ নিজ কর্ম্ম না করাই বন্ধন। এবং স্বধর্ম্ম পালনই সকলের পক্ষে কল্যাণকর। তবে সুখ দুঃখের আশা পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে করিতে হইবে। যে কার্য্য কর, যাহা কিছু উপভোগ কর, নির্লিপ্ত হইয়া করিবে, তাহাতে কোনও দোষ জন্মিবে না, নচেৎ ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র জন্য যাহা করিবে, তাহা নিজের জন্য অপহরণস্বরূপ, এবং তাহাতে ক্ষতি হয় ॥১২-১৩॥

অন্ন হইতে ভূতগ্রাম, ও পর্জ্জন্য হইতে অন্ন সমুৎপন্ন; ঐ পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভব। কর্ম্ম, ব্রহ্ম হইতে, এবং

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

৩ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং ন+অনুবর্ত্তয়তি+২ ইহ ১ যঃ; ৬ অঘায়ুঃ+ইন্দ্রিয়ারামঃ,+ ৭ মোঘং=বৃথা; ৪ পার্থ! ৫ সঃ+৮ জীবতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভব; সুতরাং সর্ব্ব-গত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। —যজ্ঞ, অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, এই কর্ম্ম হইতেই হয়; যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হইবে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রাদিত্ব বা তির্য্যক্ জাতিত্ব, সমস্তই কর্ম্ম জন্য হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মই উক্ত অধিকার-ভেদের হেতু। এই অধিকার হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন উৎপন্ন। অন্নশব্দে ভোগ, পর্জ্জন্য শব্দে হেমন্তে অন্ন-সম্ভব তুষারাদি বর্ষণকারী ব্রহ্মসম্ভব মেঘশ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ পর্জ্জন্য, অন্নাদি ভোগের উপায়ভূত প্রাকৃতিক নিয়ম; সেই নিয়ম বলে ভোগ্য পদার্থাদি উৎপন্ন হইতেছে। যাহার যেরূপ অধিকার সে তদনুযায়ী ভোগ করিয়া থাকে, এবং ক্ষিত্যাদি ভূতগ্রাম সমস্তই ভোগ্যরূপে সৃষ্ট। বাসনা হইতেই সংসার ও ভোগাদি; এই বাসনা, কর্ম্ম ও অধিকারজনিত প্রকৃতির অনুরূপই হইয়া থাকে। এই কর্ম্ম, অক্ষর-সমুদ্ভব ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ নির্ব্বিকার চিন্ময়ের ব্রহ্মাণ্ড সিসৃক্ষুভাব হইতে উৎপন্ন, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানা কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন, কর্ম্মমাত্রও তাঁহার, একই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, অধিকার ও ভোগ হয়, ইহা চমৎকার রহস্য। তবে দেখা যাইতেছে যে, স্বধর্ম্ম পালন রূপ যজ্ঞই ভগবানের অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন, এবং তাহা ভিন্ন আর যজ্ঞ নাই। ইহাই প্রত্যক্ষ যজ্ঞ, অপর সমুগ্রই কল্পিত মাত্র এবং অসার। কালিকা পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে ॥ ১৪-১৫ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্ত্তিত সংসারচক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, হে

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥

২ যঃ+১ তু ৪ আত্মরতিঃ+এব ৭ স্যাৎ+৬ আত্মতৃপ্তঃ+৫ চ ৩ মানবঃ; ৮ আত্মনি +এব চ ৯ সন্তুষ্টঃ+১০ তস্যাদি॥ ১৭॥

৪ ন+এব ২ তস্য, ৩ কৃতেন—অনুষ্ঠিত কর্ম্মে+৫ অর্থঃ—ফলাভিলাষ; ৮+ন+৬ অকৃতেন,+১ ইহ, ৭ কশ্চন—কিছু মাত্র; নচাদি॥ ১৮॥

পার্থ! সেই ইন্দ্রিয়ভোগকারী পাপজীবন ব্যক্তি বৃথা জীবনধারণ করে।—ইহাই সংসার চক্র; এই রহস্যভেদে সমর্থ ব্যক্তি চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদন করত অনাসক্তভাবে উপস্থিতমত কার্য্য করিয়াই কালপ্রতীক্ষায় দিন যাপন করিয়া শান্তিসুখ লাভ করিতে পারেন; নচেৎ অজ্ঞানতাবশতঃ ইন্দ্রিয়-ভোগাদিতে লিপ্ত থাকিলে, অথবা কল্পিত পথে সুখ শান্তি লাভাকাঙ্ক্ষায় এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নানারূপ অবিধির অনুষ্ঠান করিলে, অনন্তকাল সংসারাবর্ত্তে অকারণ ভ্রান্ত হইতে হয়; ভ্রান্ত ব্যক্তির জীবন বৃথা বলিয়া, পরে, চক্রানুবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞের ভাব এবং ব্যাপারাদি বলিতেছেন;॥ ১৬॥

কিন্তু যে মানব আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই তুষ্ট, তাঁহার কোনও কার্য্যই নাই। তাঁহার ইহ সংসারে কোনও কার্য্যই করিবার বা না করিবার প্রয়োজন নাই, এবং কোনও কারণেই সর্ব্বভূতের মধ্যে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না॥ ১৭-১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্‌কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

১ তস্মাৎ ইত্যাদি। সমাচর=কর; ৪ অসক্তঃ=অনাসক্তভাবে+২ হি+৬ আচরন্; ৫ কর্ম্ম; ৭ পরম্+আপ্নোতি=পরমপদ পায়, ৩ পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

৩ কর্ম্মণা+এব=কর্ম্ম দ্বারাই, ১ হি; ৪ সংসিদ্ধিম্+আস্থিতাঃ=সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; ২ জনক+আদয়ঃ; ৫ লোক ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

২ যৎ+যৎ+আচরতি; ১ শ্রেষ্ঠঃ+৪ তৎ+তৎ+এব+৩ ইতরোজনঃ, ৫ স ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, কারণ, পুরুষ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

জনকাদি জীবন্মুক্ত সাধু ব্যক্তিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; অতএব অন্ততঃ লোকসংগ্রহ জন্যও কর্ম্মানুষ্ঠান কর।—জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট কোনও অনুষ্ঠানেরই আবশ্যকতা নাই, সমাধির অনুষ্ঠানও বন্ধন, (অষ্টাবক্রে ১ অ, ১৪ শ্লোঃ) জনকাদি রাজ্য পালন করিয়াও মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বীতরাগ মনুষ্যেরও, লোকের জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। কেবল নিজ কর্ম্মক্ষয় নহে, অপরের জন্য উদাহরণ স্বরূপ হওয়াও মহতের কার্য্য। যেহেতু— ॥ ২০ ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করেন, ইতর ব্যক্তিগণও তাহাই করিয়া

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

৬ ন ২ মে, ১ পার্থ!+৭ অস্তি, ৫ কর্ত্তব্যং, ৩ ত্রিষু লোকেষু=ত্রিলোকে; ৪ কিঞ্চন=কিছুমাত্র; ৮ ন নাই, + অনবাপ্তং+অবাপ্তব্যং=অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য, ১১ বর্ত্তে+এব =রত আছি; ১০ চ, ৯ কর্ম্মণি=কর্ম্মে ॥ ২২ ॥

১ যদি; হি+অহং, ৫ ন বর্ত্তেয়ং=না প্রবৃত্ত থাকি, ২ জাতু; ৪ কর্ম্মণি; +

থাকে, শ্রেষ্ঠব্যক্তির যাহা প্রামাণ্য, সাধারণ লোকে তদনুবর্ত্তীই হয়।—এ কথার যাথার্থ্য সকলেই অনুভব করেন, সকলেরই কার্য্য ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অজ্ঞানাবৃত মানব সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠের অনুকরণ করিতে উৎসুক। প্রজা রাজার, পুত্র পিতার, ভৃত্য প্রভুর, সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ জন্য লালায়িত; অনুকরণপ্রিয়তা অজ্ঞান মানবের "স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যদি মহানুভবগণ সকল বিষয়ে বিরাগী হইয়া অলসভাবে সাধারণ সমক্ষে অবস্থান করেন, তবে সকলে তাঁহাদের অনুকরণ করিলে সংসারের কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হয়! অতএব সংসারে সন্ন্যাসীবৎ আচরণ প্রদর্শন করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে, এবং এরূপ আচরণকারী লোক কখনই অনুকরণীয় নহে। স্বয়ং চৈতন্যদেব পরে ইহা বুঝিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে সংসারী করেন।" উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কি বলিতেছেন দেখ॥ ২১ ॥

হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন কর্ম্মই করিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

৩ অতন্দ্রিতঃ = নিরলসভাবে ; ৯ মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে = আমার পথানুসারী হয়, ৭ মনুষ্যাঃ ৬ পার্থ! ৮ সর্ব্বশঃ; ১৫ উৎসীদেয়ুঃ = উৎসন্ন হইবে, + ১৪ ইমে লোকাঃ + ১২ ন, ১৩ কুর্য্যাং ১১ কর্ম্ম, ১০ চেৎ = যদি + অহং ; ১৭ সঙ্করস্য = বর্ণ সঙ্করের; ১৬ চ, ১৮ কর্ত্তাস্যাম্ + ২০ উপহন্যাম্ = বিনাশ করিব + ১৯ ইমাঃ প্রজাঃ = এই সমস্ত লোক ॥ ২৩-২৪ ॥

৪ সক্তাঃ = আসক্ত হইয়া ; ৩ কর্ম্মণি + ২ অবিদ্বাংসঃ + ৫ যথা কুর্ব্বন্তি ; ১ ভারত! ১১ কুর্য্যাৎ + ৮ বিদ্বান্, + ১০ তথা, + ৯ অসক্তঃ = অনাসক্ত হইয়া + ৭ চিকীর্ষুঃ = করিতে ইচ্ছুক হইয়া, + ৬ লোক সংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকি। হে পার্থ! যদি আমি নিরলস হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে লোকে সর্ব্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিবে ; আমি কর্ম্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক কর্ম্ম না করায়, ধর্ম্মলোপ হেতু উৎসন্ন, এবং আমার জন্য বর্ণসঙ্করত্ব ও মলিনত্ব প্রাপ্ত হইবে।—এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা সংসারে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়ান তাঁহারা কতদূর অসার। প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা শ্রম করিতে ভীত, অথবা গৃহে কোনও কষ্ট পাইয়া তাহা সহ্য করিতে অক্ষম, তাহারাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, তাহাদের উদাহরণও অনিষ্টকর। অনেকে এইরূপ লোককেই সাধু জানিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত। প্রকৃত জ্ঞানীরা কি করেন দেখ ॥ ২২-২৪ ॥

হে ভারত! কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম্মাচরণ করিয়া

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

৪ ন ৩ বুদ্ধিভেদং ৫ জনয়েৎ+ ২ অজ্ঞানাং ১ কর্ম্মসঙ্গিনাং; ১০ যোজয়েৎ=নিযুক্ত করিবে; ৮ সর্ব্বকর্ম্মাণি ৭ বিদ্বান্, ৬ যুক্তঃ=যোগস্থ; ৯ সমাচরন্=অনুষ্ঠান করিয়া ॥ ২৬ ॥

২ প্রকৃতেঃ=স্বভাবের; ৫ ক্রিয়মাণানি=কৃত; ৩ গুণৈঃ, ৬ কর্ম্মাণি, ৪ সর্ব্বশঃ, ১ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা: ৮ কর্ত্তা+৭ অহং,+৯ ইতি=ইহা, ১০ মন্যতে=মনে করে;

থাকে, লোক-সংগ্রহাভিলাষী হইয়া, অনাসক্ত জ্ঞানীলোকেরাও তদনুরূপ কার্য্যই করেন।—জ্ঞানী ব্যক্তিও বাহ্যব্যাপারে ঠিক সংসারীর ন্যায় সাংসারিক কার্য্য করেন, তবে তাহাতে আসক্ত হন না, এইমাত্র প্রভেদ ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভ্রংশ করা উচিত নহে, স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করত তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখাই কর্ত্তব্য।

তাহাদিগের ধারণার উপযোগী সৎকর্ম্ম করিলে, তাঁহারা তদনুকরণ করিয়া উন্নত হইতে পারে, নচেৎ বিপরীত ফল হয়। এই জন্য জ্ঞানিগণ অনাসক্ত-চিত্ত হইয়াও পূর্ণ সংসারিবৎ বিচরণ করেন। তবে তাঁহারা কাহারও অনিষ্ট বা কোন মন্দকার্য্য কখনই করেন না। সদুদাহরণ দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ॥ ২৬ ॥

প্রাকৃতিক গুণসমূহ কর্ত্তৃক কৃত কর্ম্ম সকলকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে আপনার কার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু হে

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

১৪ তত্ত্ববিৎ+১১ তু ; ১২ মহাবাহো ! ১৩ গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ, ১৫ গুণা ইত্যাদি, মত্বা =মনে করিয়া ॥ ২৭-২৮ ॥

১ প্রকৃতেঃ+গুণসংমূঢ়া=প্রাকৃতিক গুণসমূহের বিষয়ে অজ্ঞগণ ; ৩ সজ্জন্তে=আসক্ত হয় ; ২ গুণকর্ম্মসু=গুণের কর্ম্মে ; ৫ তান্+অকৃৎস্নবিদঃ +মন্দান্=সেই সকল অজ্ঞ ও মন্দ [illegible]দিগকে ; ৪ কৃৎস্নবিৎ=সকল বিষয়জ্ঞ ব্যক্তি+৬ ন বিচালয়েৎ=বিচালিত করিবে না ॥ ২৯ ॥

মহাবাহো ! গুণ ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদিকেই বিষয়ভোক্তা জানিয়া তাহাতে আসক্ত হন না।—সাধারণ লোকে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীকে একই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখিলেও, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একজন অভিমানী ও আসক্ত, অপর ব্যক্তি অনাসক্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ। সাধু পুরুষকে এই জন্যই কার্য্যদ্বারা সহজে চিনিতে পারা যায় না। আত্মাভিমানী আপনাকে কর্ত্তা মনে করে, জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাকৃতিক গুণসমূহের কার্য্য জানিয়া অনাসক্ত থাকেন ॥ ২৭-২৮ ॥

সত্ত্বাদি প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা সংমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে, সেই স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে, বিচলিত করা জ্ঞানীর উচিত নহে।—অজ্ঞের পরিষ্কার বোধশক্তি না থাকায়, সে জানে যে, সেই কর্ত্তা, সুখ দুঃখ তাহাকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং সে সর্ব্বভেদদর্শী সাধুর বাক্যের সম্যক্ অর্থবোধে অক্ষম ; তাহাদিগকে জ্ঞানের নিগূঢ় উপদেশ দিলে কোন লাভ নাই, বরং বিপরীত ফলই ঘটিবার সম্ভাবনা ॥ ২৯ ॥

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

৩ ময়ি=আমাতে; ২ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি; ৪ সংন্যস্য=সমর্পণ করত+১ অধ্যাত্মচেতসা; ৫ নিরাশীঃ+নির্ম্মমঃ=আশা ও মমত্বশূন্য;+৭ ভূত্বা=হইয়া; ৮ যুধ্যস্ব=যুদ্ধ কর, ৬ বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

১ যে=যাহারা, ৪ মে=আমার; ৬ মতং+৫ ইদং; ৭ নিত্যং+অনুতিষ্ঠন্তি=সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করে; ৩ মানবাঃ; ২ শ্রদ্ধাবন্তঃ+অনসূয়ন্তঃ=শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য+৯ মুচ্যন্তে ৮ তে+অপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

২ যে, ১ তু+৩ এতৎ,+অভ্যসূয়ন্তঃ=ঈর্ষাকারী+৫ ন+অনুতিষ্ঠন্তি, ৪ মে মতং; ৭ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্+৬ তান্; ১০ বিদ্ধি=জানিবে, ৯ নষ্টান্+অচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞানে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করত, মঙ্গলেচ্ছা ও মমত্ব-শূন্য হইয়া নির্বিকার চিত্তে যুদ্ধ কর।—আমি কর্ত্তা নহি, সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, তিনিই করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞান মনে জাগরূক রাখিয়া স্বকার্য্য সাধন কর ॥ ৩০ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতানুযায়ী কার্য্যের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা অসূয়া-পরবশ হইয়া আমার মতানুযায়ী কার্য্য না করে, সেই সকল সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় অজ্ঞদিগকে নষ্টপ্রায় জানিবে ॥ ৩১-৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

৩ সদৃশং=অনুরূপ; ৪ চেষ্টতে; ২ স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ=নিজ স্বভাবের; ১ জ্ঞানবান্+অপি; ৬ প্রকৃতিং যান্তি, ৫ ভূতানি, ৭ নিগ্রহঃ=ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

২ ইন্দ্রিয়স্য+১ ইন্দ্রিয়স্য,+অর্থে=বিষয়ে; ৩ রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ; ৪ তয়োঃ=তাহাদের,+৬ ন ৫ বশং+৭ আগচ্ছেৎ+৯ তৌ ৮ হি,+১০ অস্য পরিপন্থিনৌ=ইহার প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্ব-স্বভাবানুরূপ কার্য্যকারী; সকলেই স্ব-স্বভাবানুবর্ত্তী, অতএব নিষেধাদি করায় ফল কি?—অনেকে জানিয়া শুনিয়াও বিপরীত কার্য্য করে। কেন? যাহার শরীরে রাজসিকাদি যে গুণ প্রবল, তাহার সেইরূপ প্রকৃতি, সে অবশ হইয়াও সেইরূপ কার্য্য করিবে। তুমি তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইলে কি হইবে? ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদিতে ইন্দ্রিয়াদির অনুরাগ বা বিরাগ আছে, অতএব ঐ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হওয়া উচিত নহে, কারণ উহারা শত্রুবৎ।—ইন্দ্রিয়মাত্রেরই বিষয়-বিশেষে অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ আছে। কোন বস্তু প্রিয় কোনটি অপ্রিয়, কিন্তু ঐ প্রিয়াপ্রিয়তা কাহার? আমার না ইন্দ্রিয়ের? যে ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী তাহার নিজের; যে ইন্দ্রিয়বশ নহে, তাহার ইন্দ্রিয়ের ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

৫ শ্রেয়ান্ ৪ স্বধর্ম্মঃ+৩ বিগুণঃ ২ পরধর্ম্মাৎ=পরধর্ম্ম অপেক্ষা ; ১ সু+অনুষ্ঠিতাৎ=সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ; ৬ স্বধর্ম্মে ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

২ অথ ৬ কেন প্রযুক্তঃ=কাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া+৩ অয়ং ; ৮ পাপং+চরতি ; ৪ পুরুষঃ ; ৫ অনিচ্ছন্+অপি=অনিচ্ছুক থাকিলেও ; ১ বার্ষ্ণেয় !=বৃষ্ণিকুল সম্ভূত ! ৭ বলাৎ+ইব নিয়োজিতঃ=যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া ॥ ৩৬ ॥

স্বধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়ানক।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, নির্লিপ্ত ভাবে নিজ কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই প্রধান সাধন। তাহাই উপসংহারে বলিতেছেন যে, যদি এই স্বধর্ম্ম পালনে সম্যক্‌রূপে নির্লিপ্ত না হওয়া যায়, অথবা অঙ্গহীন হয়, তাহাও অবিধি কার্য্য করা অপেক্ষা ভাল। কারণ, তাহাতে দ্বিগুণ কর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। অপিচ অপরের কার্য্য করায় বিশেষ দোষ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন ; হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত ! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণ করায় ; ঐ পাপের প্রবর্ত্তক কে ? ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

৪ কামঃ+১ এষঃ, ৮ ক্রোধঃ+৫ এষঃ; ২,৬ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ; ৩,৭ মহাশনঃ+মহাপাপ্মা ১২ বিদ্ধি +১০ এনম্+৯ ইহ, ১১ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

৩ ধূমেন, +৫ আব্রিয়তে=আবৃত হয়; ২ বহ্নিঃ+১যথা,+৪ আদর্শঃ=দর্পণ+মলেন চ; ৬ যথা+৮উল্বেন=জরায়ু দ্বারা+আবৃতঃ+৭ গর্ভঃ+৯ তথা; ১১ তেন+১০ ইদম্ +১২ আবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, ইহারা রজোগুণ-সমুদ্ভব কাম ও ক্রোধ, ইহ জগতে ইহাদিগকে মহাভোগী ও মহাপাপযুক্ত বৈরী স্বরূপ জানিবে।—বাসনা স্বয়ং, সংসারের সর্ব্ব ভোগেই নিয়ত আকৃষ্ট করে, এবং উহা প্রতিহত হইলে, ক্রোধ উৎপাদন করত একেবারে জ্ঞানের বিলোপ করে ॥ ৩৭ ॥

যেমন ধূম দ্বারা আদর্শ, এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, তদ্রূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে।—জীব মাত্রই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ; জীবের এই প্রকাশশীল জ্ঞান, বাসনা-জনিত চাঞ্চল্য দ্বারা নিয়ত আচ্ছন্ন থাকে, চিত্ত বাসনা-শূন্য ও স্থির হইলেই মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় সেই জ্ঞান পূর্ণবিকাশিত হইবে। তখন আদর্শে প্রতিবিম্ববৎ যথার্থ তত্ত্ব আপনিই জানিতে পারিবে ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

৯ আবৃতং ২ জ্ঞানং+৩ এতেন, ৭ জ্ঞানিনঃ+নিত্যবৈরিণা; ৮ কামরূপেণ; ১ কৌন্তেয়! ৪ দুষ্পূরেণ+৬ অনলেন, ৫ চ ॥ ৩৯ ॥

১ ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ+বুদ্ধিঃ+অস্য,+অধিষ্ঠানং=স্থান,+উচ্যতে; ৩ এতৈঃ,+৬ বিমোহয়তি=বিমুগ্ধ করে+২ এষঃ,+৪ জ্ঞানম্+আবৃত্য=জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া; ৫ দেহিনং ॥ ৪০ ॥

২ তস্মাৎ+ত্বম্+৪ ইন্দ্রিয়াণি+৩ আদৌ, ৫ নিয়ম্য=সংযত করিয়া; ১ ভরতর্ষভ! ৭ পাপ্মানং=পাপকে, ৮ প্রজহি=বিনাশ কর; হি+৬ এনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥

"হে কৌন্তেয়! এই অপূরণীয়, অনিবার্য্য অনলতুল্য, জ্ঞানিগণের নিত্য শত্রু, কাম কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠানভূত বলা যায়; এবং এই সকলের দ্বারাই উহা জ্ঞানকে আবৃত করত দেহীকে মোহিত করে।—দর্শন, শ্রবণ, মননাদি দ্বারা কাম সঞ্জাত হয়; ঐ কাম, ইন্দ্রিয়াদি ভোগেচ্ছা দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে॥ ৪০ ॥

অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করত এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশক কামরূপ পাপকে বিনাশ কর।—ইন্দ্রিয় সমূহ বাসনার অধিষ্ঠানভূত, অগ্রে যে উপায়ে ইহারা সংযত হয় তাহা কর, ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১ ইন্দ্রিয়াণি, পরাণি + আহুঃ = শ্রেষ্ঠ স্বরূপে উক্ত; ৩ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং = ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ২ মনঃ; ৬ মনসঃ = মন অপেক্ষা + ৫ তু, ৭ পরা, ৪ বুদ্ধিঃ + যঃ + ১০ বুদ্ধেঃ + ১১ পরতঃ + ৮ তু + ১২ সঃ ॥ ৪২ ॥

৩ এবং = এইরূপে, ২ বুদ্ধেঃ + পরং = বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকে, ৪ বুদ্ধা = বুঝিয়া, ৬ সংস্তভ্য = সংযত করিয়া; + ৫ আত্মানম্ + আত্মনা = আপনাকে আপনি; ৯ জহি = নাশ কর; ৮ শত্রুং ১ মহাবাহো! ৭ কামরূপং দুরাসদং = কামস্বরূপ দুরাত্মাকে ॥ ৪৩ ॥

ইতি কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রবল থাকিলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, দেখিবে—বাসনাও গিয়াছে, এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত, এ সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতেও সেই পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ।—মন, সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা, বুদ্ধি মনের নিয়ন্তা এবং নিশ্চয়াত্মিকা, আত্মা পরাৎপর ॥ ৪২ ॥

হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি হইতেও পরতর আত্মাকে জানিয়া, এবং আত্মাতেই চিত্ত সংযত করত, কামরূপ দুর্নিবার্য্য শত্রুকে বিনাশ কর।—যদি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ পরাৎপরের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, তাহা হইলে তুচ্ছতম ইন্দ্রিয়বশ কেন হইবে? তখন সহজেই আত্মসংযম ও বাসনার বিনাশ করা যাইবে ॥ ৩৩ ॥

ইতি কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

১ ইমং=এই; ৫ বিবস্বতে=সূর্য্যকে; ৩ যোগং, ৬ প্রোক্তবান্=বলিয়াছি+ ৪ অহং+২ অব্যয়ং; ৭ বিবস্বান্ ইত্যাদি ॥ ১ ॥

৮ ৩ এবং=এইরূপে, পরম্পরা প্রাপ্তং+ইমং; ২ রাজর্ষয়ঃ,+৪ বিদুঃ=জানিয়াছিলেন; ৫ সঃ=তাহা+৯কালেন+৭ ইহ, ৮ মহতা, ৬ যোগঃ+১০ নষ্টঃ, ১ পরন্তপ! ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাগত হইয়া রাজর্ষিগণ ইহা জানিয়াছিলেন; হে পরন্তপ! দীর্ঘকাল ক্রমে ঐ যোগ বিলুপ্ত হইয়াছে, তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এবং ইহা অতি সুন্দর নিগূঢ় তত্ত্ব, এজন্য এই পুরাতন যোগ তোমাকে বলিলাম।

এই বুদ্ধিযোগ ভগবান্ প্রথমে বলিয়াছিলেন, তিনি কাহাকেও কথা কহিয়া বলেন না, ভক্তের চিত্ত স্থির হইলে জ্ঞান-সূর্য্য স্বতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভাবে জ্ঞান মাত্র ছিল, ক্রমশঃ বিষয়ে আসক্তি হওয়ায়

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

১ সঃ+এব+অয়ং=সেই এই, ৫ ময়া=মৎকর্ত্তৃক, ৪ তে=তোমাকে+অদ্য ৩ যোগঃ, ৬ প্রোক্তঃ=বলা হইল; ২ পুরাতনঃ ৯ ভক্তঃ+১১ অসি, ৮ মে=আমার ১০ সখা, ১৪ চ+১২ ইতি, ১৬ রহস্যং—নিগূঢ় বিষয়, ৭ হি+১৩ এতৎ+১৫ উত্তমম্ ॥৩॥

২ অপরং=পশ্চাৎ, ১ ভবতঃ+জন্ম=আপনার জন্ম; ৫ পরং=অগ্রে, ৪ জন্ম, ৩ বিবস্বতঃ; ৮ কথং=কিরূপে+৬ এতৎ,+৯ বিজানীয়াং=জানিব, ৭ ত্বং+আদৌ প্রোক্তবান্=তুমি অগ্রে বলিয়াছ, +ইতি=ইহা ॥ ৪ ॥

জ্ঞান আবৃত হইয়া আসিয়াছে। জীব মায়া-মোহাচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অহঙ্কারকে আশ্রয় করত ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। পরাভক্তি দ্বারাই সেই মোহ দূর হয় ॥ ১—২৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন;—অগ্রে বিবস্বানের, এবং পরে তোমার জন্ম হয়, তবে যে তুমিই পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, তাহা কি প্রকারে জানিব?—বর্ত্তমান মন্বন্তরের মনু বিবস্বানের পুত্র, তাঁহার জ্ঞান তোমা হইতে কিরূপে সম্ভব? মোহাচ্ছন্ন জীবের স্মৃতি বিলোপাদির মীমাংসা হইতেছে ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥

৪ বহূনি, ২ মে, ৬ ব্যতীতানি=বিগত হইয়াছে, ৫ জন্মানি; ৩ তব চ,+১ অর্জ্জুন! ৯ তানি=সেই সকলকে+৮ অহং, ১১ বেদ=জানি, ১০ সর্ব্বাণি, ১৩ ন ১২ ত্বং, ১৪ বেত্থ=জান, ৭ পরন্তপ!॥ ৫॥

২ অজঃ=জন্ম রহিত,+অপি, ৩ সন্+১ অব্যয়+ আত্মা; ৪ ভূতানাং+ঈশ্বরঃ+ অপি সন্=ভূতগ্রামের প্রভু হইয়াও; ৬ প্রকৃতিং, ৫ স্বাং=নিজের+৭ অধিষ্ঠায়; ৯ সম্ভবামি=জন্মগ্রহণ করি+৮ আত্মমায়য়া॥ ৬॥

ভগবান্ বলিলেন; হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু-জন্ম অতীত হইয়াছে, সে সমস্ত আমি জানি, কিন্তু তুমি জান'না।—জীবের জন্ম-মৃত্যু কতবার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, জন্মান্তরের স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় লোকে পূর্ব্বপূর্ব্ব জীবনের সাংসারিক মোহ বন্ধনাদি হইতে নিষ্কৃতি পায়। নচেৎ মায়ামুগ্ধ জীবের বড়ই বিপদ হইত। কিন্তু যে মোহমুক্ত, তাহার সে বিপদের আশঙ্কা নাই, সুতরাং জ্ঞানোদয় হইলে জন্মান্তরের অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব, অগ্রপশ্চাদ্দৃষ্টির অভাবে, তাহা দেখিতে পায় না, কিন্তু চিত্ত স্থির হইলেই দিব্যজ্ঞান জন্মে॥ ৫॥

আমি জন্ম ও ক্ষয় রহিত, এবং ভূতগ্রামের ঈশ্বর হইয়াও স্বমায়া-প্রভাবে স্ব-স্বরূপাপ্রকৃতি অবলম্বন করত জন্ম গ্রহণ করি॥ ৬॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

৩ যদা যদা=যে যে সময়ে; ২ হি; ৪ ধর্ম্মস্যগ্লানিঃ+৭ ভবতি; ১ ভারত। ৬ অভ্যুত্থানম্+৫ অধর্ম্মস্য, ৮ তদা+১০ আত্মানং সৃজামি+৯ অহম্ ॥ ৭ ॥

২ পরিত্রাণায় ১ সাধূনাং, ৪ বিনাশায় ৫ চ ৩ দুষ্কৃতাং, ৬ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়=ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিবার জন্য, ৮ সম্ভবামি, ৭ যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়েই আমি আত্মসৃজন করি।—ভ্রান্ত জীব সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া কালস্রোতে বারংবার বিপথগামী হইয়া থাকে; ক্রমে পাপ-স্রোত বর্দ্ধিত হইলে, ঈশ্বর নররূপে আবির্ভূত হওয়ায় সে স্রোত পুনরায় ফিরিতে থাকে। ভগবান্ ত সর্ব্বভূতে বিরাজিত, তাঁহার ব্যক্তি-বিশেষে আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব? জীব মাত্রই তাঁহার অবতার, তবে প্রত্যেকের কার্য্য বিভিন্নরূপ। যিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া আবির্ভূত হন, তিনিই ভগবানের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, যেহেতু তাঁহার কার্য্য সর্ব্বতোভাবে ভগবানের কার্য্যের অনুরূপ, কোন স্থানে ক্রটী বা ভ্রম নাই। ন্যায়ের পোষণ ও অন্যায়ের দমন পূর্ব্বাপর শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য, ইহাই তাঁহার অবতারত্বের সার্থকতা, নচেৎ ইচ্ছাময়ের অংশভূত জীব মাত্রই অল্প বিস্তর কর্ম্ম লইয়া অবতীর্ণ হয়, ও কর্ম্ম শেষ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭ ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ, ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।—যুগে যুগে অর্থাৎ কালে কালে, এখানে, একটী সামাজিক বিপ্লব হইতে অন্য বিপ্লব পর্য্যন্ত একযুগ ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

৫ জন্ম, ৭ কর্ম্ম ৬ চ ২ মে, ৪ দিব্যং=অলৌকিক+৩ এবং=এইরূপ, ৮ যঃ+ ১০ বেত্তি=যে জানে ; ৯ তত্ত্বতঃ, ১৩ ত্যক্ত্বা=ত্যাগ করত, ১২ দেহং+১৪ পুনর্জন্ম, ন+এতি=পায় না, মাম্+এতি=আমাকে পায় ; ১১ সঃ+১ অর্জ্জুন ! ॥ ৯ ॥

২ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ=ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন ব্যক্তিগণ ;+মন্ময়াঃ মামুপাশ্রিতাঃ ; ১ বহবঃ,=বিস্তর+৩ জ্ঞানতপসা পূতাঃ=জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পবিত্র,+মদ্ভাবমাগতাঃ= আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়॥ ১০ ॥

১ যে=যাহারা, ৩ যথা=যেরূপে, ২ মাং=আমাকে, ৪ প্রপদ্যন্তে=ভজনা করে ; ৬ তান্+তথা+এব ভজামি=তাহাদিগকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করি ;+৫ অহং ; ৭ মম ইত্যাদি (৩য় অঃ, ২৩ শ্লোক দেখ) ॥ ১১ ॥

হে-অর্জ্জুন ! আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যে ব্যক্তি যথার্থতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করত পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং আমাকে প্রাপ্ত হন।—এই প্রাকৃতিক রহস্য যিনি প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞানে বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে কেন ? তিনি পূর্ণ জ্ঞানী ও প্রত্যক্ষদর্শী ॥ ৯ ॥

অনেকেই জ্ঞান যোগে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জিত এবং মৎপরায়ণ হইয়া, পবিত্র ও মদ্ভাবাপন্ন হন ॥ ১০ ॥

হে পার্থ ! যাহারা আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে

কাঙ্ক্ষতঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

২ কাঙ্ক্ষতঃ=আকাঙ্ক্ষাকারীর, ১ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং; ৫ যজন্তঃ=অর্চ্চনাকারীর ; ৩ ইহ, দেবতাঃ, ৮ ক্ষিপ্রং=সত্বর ; ৬ হি, ৭ মানুষে লোকে ; ১০ সিদ্ধিঃ+ভবতি, ৯ কর্ম্মজা ॥১২॥
৩ চাতুর্ব্বর্ণ্যং, ১ ময়া ৪ সৃষ্টং, ২ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ=গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ ক্রমে ; তস্য কর্ত্তারং+অপি মাং ৭ বিদ্ধি+৬ অকর্ত্তারং+অব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

তদ্রূপেই কৃপা করি ; কারণ, মনুষ্যগণ সর্ব্ব প্রকারে আমারই অনুসরণ করে।—সংসারে ভোগ, মোক্ষাদি যাহা চাহ, তাহাই পাইবে। বিশ্ব বহ্মাণ্ডের সকলই তাঁহারই মূর্ত্তি, সুতরাং ধন, মান, পরিজনাদিও তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এতৎ প্রার্থীর নিকট তিনি সেই মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ১১ ॥

ইহলোকে মনুষ্যেরা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া দেবতাদিগকে যজন করে ; কারণ, নরগণের, ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে, সত্বরেই সিদ্ধি লাভ হয়।—মায়াময় সংসারে ধর্ম্মার্থকাম-জনিত মায়িকভোগ বা স্বর্গসুখাদি অল্পায়াসসাধ্য ফল আকাঙ্ক্ষা কর, সহজেই পাইবে, সংসার চক্রের গতিই এই ; সমস্তই বাসনার ঘনীভূত অবস্থা ; যাহার যেরূপ বাসনা, সে অনুরূপ ভোগ নিজেই সৃষ্টি করে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ; সুতরাং ভগবানই তাহার কর্ত্তা। নির্লিপ্ত মোক্ষার্থী মুক্ত হইবে, ভোগার্থী মায়াবশে অজ্ঞান হইয়া সংসারে বদ্ধ থাকিবে। তবে কেহই চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে না। ॥ ১২ ॥

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগক্রমে আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি,

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বদ্ধ্যতে ॥ ১৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

২ ন ১ মাং কর্ম্মাণি, ৩ লিম্পন্তি=স্পর্শ করে; ৬ ন, ৫ মে, ৪ কর্ম্মফলে ৭ স্পৃহা; ৯ ইতি ৮ মাং, ১০ যঃ+অভিজানাতি=যে জানে; ১২ কর্ম্মভিঃ+ন, ১১ সঃ,+ ১৩ বদ্ধ্যতে=আবদ্ধ হয় ॥ ১৪ ॥

৪ এবং জ্ঞাত্বা=ইহা জানিয়া; ৬ কৃতং ৫ কর্ম্ম, ১ পূর্ব্বৈঃ+৩ অপি; ২ মুমুক্ষুভিঃ, ১০ কুরু, ৯ কর্ম্ম+এব, ৭ তস্মাৎ+৮ ত্বং ১১ পূর্ব্বৈঃ ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

আমি উহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিবে।—ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তমঃ, ও তমোগুণের প্রাধান্য হেতুজাত; এবং তদনুযায়ী নিষ্কাম সাত্ত্বিক অথবা রাজসিকাদি কর্ম্মের পার্থক্য হেতু বিভিন্নরূপে পরিচিত, নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণগত প্রভেদ নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাদের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ত্রিগুণাতীত, নির্লিপ্ত। এই চতুর্ব্বর্ণাদি সৃষ্টির জন্য ভগবান্ কর্ম্মবদ্ধ নহেন। তাঁহার ভাগবতী-মায়া-প্রভাবে সমস্ত হইতেছে মাত্র ॥ ১৩ ॥

কর্ম্ম আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না এবং আমার কর্ম্মফলেও স্পৃহা নাই, যে আমাকে এবংবিধ জানে, সে কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না।—এই গূঢ় ভাব যাহার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়, সে নিষ্কাম কর্ম্ম কিরূপ তাহা জানে, সুতরাং তদ্রূপ অনুষ্ঠানে বদ্ধ হয় না ॥ ১৪ ॥

মুমুক্ষু পুরাণ পুরুষেরা এইরূপ জানিয়াই যথোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছিলেন; অতএব তুমিও কর্ম্মানুষ্ঠান কর।—সকলকেই নিজ নিজ

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অত্র কবয়ঃ অপি=এবিষয়ে মনীষিগণও; অশুভাৎ মোক্ষ্যসে=অমঙ্গল হইতে নিস্তার পাইবে ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণঃ=কর্ত্তব্যকর্ম্মের সম্বন্ধে; বোদ্ধব্যং=জানা আবশ্যক; বিকর্ম্মণঃ বোদ্ধব্যং= অযথা কর্ম্ম সম্বন্ধে জানা আবশ্যক; অকর্ম্মণঃ=কর্ম্মহীনতা সম্বন্ধে; কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা=কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

২ কর্ম্মণি+অকর্ম্ম=কর্ম্মেতে কর্ম্মশূন্যতা; ১ যঃ ৬ পশ্যেৎ=দেখে+৪ অকর্ম্মণি

অধিকার ও গুণানুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে। আমিও কর্ম্ম করিতেছি, জন্ম গ্রহণ করিতেছি। অতএব নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্ম কর। এক্ষণে কিরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

কি কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কি কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, এবিষয়ে বিজ্ঞগণও ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, অতএব যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইতে পার, তোমাকে সেই কর্ম্মের বিষয় বলিব ॥ ১৬ ॥

প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্মের, ভ্রান্তিবশতঃ বিপরীতানুষ্ঠিত কর্ম্মের, এবং কর্ম্মহীনতার ভাব ও ফলাদির মর্ম্মজ্ঞান আবশ্যক, কারণ কর্ম্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

যিনি অনুষ্ঠিত কর্ম্মেও কর্ম্মহীনতা, এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলেও

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

চ ৫ কর্ম্ম ৩ যঃ ৭ সঃ+৯ বুদ্ধিমান্ ৮ মনুষ্যেষু ১০ সঃ+১২ যুক্তঃ ১১ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ =সর্ব্বকর্ম্মকারী ॥ ১৮ ॥

১ যস্যাদি ; ৪ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং ৩ তম্+৬ আহুঃ=বলিয়াছেন ; ৫ পণ্ডিতং ২ বুধাঃ=জ্ঞানিগণ ! ১০ ত্যক্ত্বা=ত্যাগ করত, ৯ কর্ম্মফল+আসঙ্গং =কর্ম্মফলে আসক্তি ; ৮ নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ ১১ কর্ম্মণি+অভিপ্রবৃত্তঃ+ অপি=কর্ম্মেপ্রবৃত্ত হইলেও ; ১৪ ন+১৩ এব ১২ কিঞ্চিৎ, ১৫ করোতি ; ৭ সঃ ॥ ১৯-২০ ॥

তাহাতে কর্ম্ম দর্শন করেন, মনুষ্যমধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং তিনি সমগ্র কর্ম্ম করিলেও যোগী।—বাসনাবিরহিত কর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাহার ফলভোগ না থাকায় তাহা অননুষ্ঠিতবৎ, অথচ কর্ম্মহীনাবস্থাতেও বাসনা মাত্রই কর্ম্মফলপ্রদ, ইহা যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই কর্ম্মশূন্য এবং যোগী ॥ ১৮ ॥

যাঁহার সমস্ত কর্ম্মারম্ভ বাসনা-বর্জ্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানরূপ বহ্নি-দ্বারা কর্ম্ম-দগ্ধকারীকেই পণ্ডিত বলিয়াছেন। তিনি কর্ম্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করত, নিত্যতৃপ্ত ও অবলম্বন-বিহীন হইয়া, কর্ম্মরত হইলেও কিছুই করেন না।—যেহেতু তিনি মনে মনে কোনরূপ বিষয়-চিন্তা অবলম্বন করিয়া থাকেন না ॥ ১৯-২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥

নিরাশীঃ=আশাবিহীন, কিল্বিষং ন আপ্নোতি=পাপগ্রস্ত হয় না॥ ২১॥
যদৃচ্ছাদি অনুবাদ দ্রষ্টব্য॥ ২২-২৩॥

মঙ্গলেচ্ছা-বিহীন, সংযত চিত্ত, সর্ব্ব-বিষয়াদি-পরিগ্রহত্যাগী ব্যক্তি, কেবল মাত্র শারীরিক কর্ম্ম করিয়া দোষগ্রস্ত হন না।—দেহ থাকিতে দৈহিক কর্ম্ম অত্যজ্য; অপিচ, তাহা কর্ম্মক্ষয়ের উপায় মাত্র, তাহাতে মনকে কলুষিত হইতে না দিলেই দোষ স্পর্শে না॥ ২১॥

যদৃচ্ছাগত পদার্থ লাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাব-বিহীন, শত্রুতা-শূন্য, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি কার্য্য করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হন না॥ ২২॥

বিষয়-সঙ্গবিবর্জ্জিত, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির যজ্ঞের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ; তাহাও অনাসক্তভাবে করিতে হইবে। এক্ষণে কত প্রকার যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন॥ ২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্ম + অর্পণং = ব্রহ্মই অর্পণ, ব্রহ্ম হবিঃ = ব্রহ্মই যজ্ঞঘৃত, + ব্রহ্ম + অগ্নৌ = ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে, ব্রহ্মণাহুতং ; তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং, ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

৩ দৈবং + এব + ১ অপরে, ৪ যজ্ঞং ; ২ যোগিনঃ ৫ পর্য্যুপাসতে ; ৯ + ব্রহ্ম + অগ্নৌ + ৬ অপরে, ৮ যজ্ঞং ৭ যজ্ঞেন + এব, ১০ উপজুহ্বতি = আহুতি দেন, ১৩ শ্রোত্রাদীনি + ইন্দ্রিয়াণি = শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণকে + ১১ অন্যে = অপরে, ১২ সংযম + অগ্নিষু = সংযমরূপ অগ্নিতে ; ১৪ জুহ্বতি = হোম করে ; ১৬ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ + ১৫ অন্যে ; ১৭ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৫-২৬ ॥

ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্ম-কর্তৃক অর্পণরূপ ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিদ্বারা গন্তব্য পদও ব্রহ্ম ।—যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াদি সমস্তই ব্রহ্মময় জানিয়া, ব্রহ্মের জন্যই ব্রহ্মময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি শূন্য হইয়া ভগবান্‌কেই কর্ত্তা ও ভোক্তা জ্ঞানে নির্লিপ্ত ভাবে সর্ব্ব-কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৪ ॥

অপর যোগিগণ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেহ যজ্ঞ দ্বারাই ব্রহ্মাগ্নিতে হোম-যজ্ঞ করেন । অন্য কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন, কেহ বা শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম করেন ।—কেহ অভীষ্ট দেবাদির প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করেন, কেহ বা সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন ; অন্য কেহ সংযম দ্বারা

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

২ সর্ব্বাণি+ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণি চ +১ অপরে ৪ আত্মসংযম যোগাগ্নৌ, ৫ জুহ্বতি, ৩ জ্ঞানদীপিতে=জ্ঞান কর্ত্তৃক জ্বালিত ॥ ২৭ ॥

৩ দ্রব্যযজ্ঞাদি, ১ অপরে ৪ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, ২ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ=ধৃতব্রত যতিগণ ॥ ২৮ ॥

৪ অপানে=গুহ্যস্থিত অপানবায়ুতে; ৭ জুহ্বতি, ৫ প্রাণং=হৃদিস্থিত প্রাণবায়ুকে; ৬ প্রাণে+অপানং, ১তথা+অপরে, ৩ প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা; ২ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ · ৮ অপরে ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে তদুপভোগ্য বিষয়াদি হইতে সংযত করিয়া প্রত্যাহার রূপ ক্রিয়াযজ্ঞ করেন ॥ ২৫-২৬ ॥

অপর কেহ সমগ্র ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বালিত আত্মসংযম-রূপ অগ্নিতে হবন করেন।—অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযম করেন ॥ ২৭ ॥

সংশিতব্রতযতিগণ দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী।—নিষ্কাম পূজা-হোমাদি, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

অপর কেহ প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

২ সর্ব্বে+অপি+১ এতে, ৩ যজ্ঞবিদঃ,+যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ=এবং যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণ-পাপ; ৪ যজ্ঞশিষ্ট+অমৃত ভুজঃ=যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজী (হইয়া)+৭ যান্তি; ৬ ব্রহ্ম ৫ সনাতনং ॥ ৩০ ॥

৪ ন,+৩ অয়ং লোকঃ=ইহ লোক+৫ অস্তি+২ অযজ্ঞস্য ৭ কুতঃ=কোথায়? ৬ অন্যঃ ১ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

করত প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন, অপর কেহ নিয়মিতাহার হইয়া প্রাণ-বায়ুতেই পঞ্চপ্রাণের হবন করেন।—প্রাণায়াম-দ্বারা বায়ুর সাম্যভাব হইয়া চিত্ত স্থির হয়। ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ-বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত সাধনগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে ক্রমে পর পর নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। অধিকারী-ভেদে সকলগুলিই চিত্ত স্থিরীকরণোপায় (পাতঞ্জলে প্রক্রিয়া দেখ) ॥ ২৯ ॥

ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ, যজ্ঞদ্বারা দোষশূন্য, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজী হইয়া, সনাতন ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হন।—প্রবৃত্তি, অধিকার ও শক্তি অনুসারে উক্ত জ্ঞান, ভক্তি ও ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন করিতে পার ॥ ৩০ ॥

কিন্তু হে কুরুসত্তম (অর্জুন)! যজ্ঞবিহীন ব্যক্তির, অন্যলোকের কথা কি, ইহলোকও নাই।--কিছু মাত্র না করায় অনেক দোষ ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্বিদ্ধি তান্‌সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥
শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪॥

১ এবং বহুবিধাযজ্ঞাঃ,+৩ বিততাঃ=বিহিত; ২ ব্রহ্মণঃ+ মুখে; ৫ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি=কর্ম্মজ জানিবে; ৪ তান্ সর্ব্বান্, ৬ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥
৫ শ্রেয়ান্ ৪ দ্রব্যময়াৎ+যজ্ঞাৎ+৩ জ্ঞান যজ্ঞঃ; ১ পরন্তপ! ৭ সর্ব্বং কর্ম্ম+৬ অখিলং=সমগ্র কর্ম্ম; ২ পার্থ! ৮ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥
১ তৎ+৩ বিদ্ধি ২ প্রণিপাতেনাদি; ৮ উপদেক্ষ্যন্তি=উপদেশ দিবেন; ৬ তে; ৭ জ্ঞানং ৫ জ্ঞানিনঃ ৪ তত্ত্ব দর্শিনঃ॥ ৩৪।

এই সকল বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে প্রকাশিত, এবং ঐ সকলকে কর্ম্মজ বলিয়া, জানিয়া মোক্ষলাভ কর।—উক্ত সকল ক্রিয়াতেই কর্ম্মানুষ্ঠান আছে, এবং এ সকলের সাধনাদি জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। ভক্তিবলে, প্রথমে স্বতঃ জ্ঞান অভ্যুদিত হয়। ক্রমে, যোগ হইতে যোগের জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৩২॥

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কারণ, হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।—পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, সকল প্রকার ক্রিয়াযোগ অপেক্ষা প্রথমোক্ত জ্ঞানযোগই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহাই চরম ফল॥ ৩৩॥

অতএব সেবা, প্রণিপাত, ও প্রশ্ন দ্বারা সেই জ্ঞানযোগ অবগত হও,

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

২ যৎ+জ্ঞাত্বা, ৬ ন ৩ পুনঃ+৫ মোহং,+৪ এবং=এইরূপ, ৭ যাস্যসি, ১ পাণ্ডব। ৮ যেন ভূতানি+১০ অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি=৯+আত্মনি +অথময়ি ॥ ৩৫ ॥

৪ অপি ১ চেৎ,+৬ অসি=হও; ৩ পাপেভ্যঃ ২ সর্ব্বেভ্যঃ=সকল পাপী হইতে, ৫ পাপকৃৎ+তমঃ=পাপিশ্রেষ্ঠ; ৭ সর্ব্বং, জ্ঞানপ্লবেন=জ্ঞানতরী-দ্বারা,+এব; বৃজিনং =অনায়াসে, সন্তরিষ্যসি=পার হইবে ॥ ৩৬ ॥

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন।—স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত সাধুর সাক্ষাৎ পাও, জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন। জ্ঞানী গুরু, ভগবৎ-পরায়ণ বিশুদ্ধচিত্তের নিকট স্বতঃ আগত হন. অজ্ঞানী ফলকামীর সদ্‌গুরু লাভ অসম্ভব ॥ ৩৪ ॥

হে পাণ্ডব! জ্ঞানলাভ করিলে, পুনরায় এ প্রকার মোহযুক্ত হইবে না, এবং তদ্দ্বারা অশেষ ভূতগ্রামকে তোমাতে অর্থাৎ আত্মাস্বরূপ এবং আমাতেই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত দেখিবে ॥ ৩৫ ॥

যদি তুমি সকল পাপী হইতেও নিতান্ত পাপাচারী হও, তথাপি সর্ব্ব পাপ হইতে জ্ঞানতরী আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হইবে।—জ্ঞানোদয়ে সমস্ত ব্রহ্মময় হইলে, পাপ পুণ্য কিছুই থাকে না ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

২ যথা, +৪ এধাংসি = কাষ্ঠ সকলকে ; ৩ সমিদ্ধঃ + অগ্নিঃ + ৫ ভস্মসাৎ কুরুতে +১ অর্জ্জুন! ৭ জ্ঞানাগ্নিঃ ইত্যাদি ; ৬ তথা ॥ ৩৭ ॥

৪ ন, ১ হি, ৩ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং = জ্ঞানের ন্যায় বিশুদ্ধ, +২ ইহ, ৫ বিদ্যতে, ৯ তৎ ৭ স্বয়ং ৬ যোগ সংসিদ্ধঃ, ৮ কালেন, +১০ আত্মনি বিন্দতি = আপনাতেই জানিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

২ শ্রদ্ধাবান্ + ৪ লভতে ৩ জ্ঞানং ১ তৎপরঃ = ভগবৎপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ ; ৫ জ্ঞানং লব্ধ্বা, ৭ পরাংশান্তিম্ + ৬ অচিরেণ, + ৮ অধিগচ্ছতি = প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন! যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি, কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ, জ্ঞানাগ্নিও কর্ম্মমাত্রকে ভস্মসাৎ করে ॥ ৩৭ ॥

সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই, যোগসিদ্ধব্যক্তি যথাকালে আপনিই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।—ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জ্ঞানীর সেবা দ্বারা অবগত হও, কিন্তু জ্ঞানী কোথায় পাইবে? সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তবে কি কেহ মুক্ত হইবে না? প্রথমে জ্ঞানী কোথা হইতে আসিল? ভগবানের আরাধনা কর, একান্ত তৎপরায়ণ হও, জ্ঞান স্বতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে ; তাহাই পরেও বলিতেছেন, ফলতঃ অজ্ঞানতঃ অযোগ্য পাত্রকে গুরুপদে বরণ করত অযথা পথে নীত হইও না ॥ ৩৮ ॥

তদেকনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করে, এবং জ্ঞানলাভ করত অচিরে পরম শান্তিলাভ করে। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥
ইতি জ্ঞানবিভাগ যোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

১ অজ্ঞশ্চ + অশ্রদ্ধধানশ্চ ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

২ যোগ ইত্যাদি, ৩ আত্মবন্তং; ৫ ন, ৪ কর্ম্মাণি, ৬ নিবধ্নন্তি = বদ্ধ করে, ১ ধনঞ্জয়! ॥ ৪১ ॥

২ তস্মাৎ + ৫ অজ্ঞানসম্ভূতং, ৬ হৃৎস্থং; ৮ জ্ঞানাসিনা = জ্ঞান খড়্গের দ্বারা + ৪ আত্মনঃ, ৯ ছিত্ত্বা + ৩ এনং ৭ সংশয়ং; ১০ যোগম্ + আতিষ্ঠ = যোগাবস্থিত হও + ১১ উত্তিষ্ঠ; ১ ভারত! ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

কিন্তু যে ব্যক্তি, অজ্ঞ, শ্রদ্ধাবিহীন ও সংশয়যুক্ত, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়যুক্ত মানবের সুখ, ইহকাল এবং পরকালে, কোথাও নাই।—সকল বিষয়েই, সন্দিগ্ধচিত্ত, ইতস্ততঃ জ্ঞানান্বেষণে ধাবিত ব্যক্তির কিছুই হয় না। মনে মনে সন্তোষ অবলম্বন করত ব্রহ্ম-পরায়ণ হইলে, অবশ্যই শুভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগপ্রভাবে ঈশ্বরে সমর্পিতকর্ম্মা, জ্ঞান-প্রভাবে ছিন্নসংশয়, এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্যক্তিকে কর্ম্ম আবদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভারত! উত্থিত হও, জ্ঞানখড়্গ দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত এই সংশয়কে ছিন্ন করত যোগানুষ্ঠান কর ॥ ৪২ ॥

ইতি জ্ঞানকর্ম্মন্যাসযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তুকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

২ সন্ন্যাসং; ৩ কর্ম্মণাং, ১ কৃষ্ণ! ৪ পুনঃ + যোগং + চ ৫ শংসসি = বলিতেছ; ৷ যৎ + ৯ শ্রেয়ঃ, + ৬ এতয়োঃ = ইহাদের মধ্যে + ৮ একং ১০ তৎ + মে ১২ ব্রূহি ১১ সুনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

১ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ + চ, ৩ নিঃশ্রেয়সকরৌ + ২ উভৌ = উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে; ৫ তয়োঃ—তাহাদের মধ্যে + ৪ তু ৬ কর্ম্ম ইত্যাদি ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন;—হে কৃষ্ণ! পুনর্ব্বার সন্ন্যাসযোগ ও কর্ম্মযোগের কথা বলিলে, অতএব এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল।—কর্ম্মত্যাগ করত যোগাদির অনুষ্ঠান, ও নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করত, কর্ম্মক্ষয় করার কথা বলায় পুনর্ব্বার সংশয়যুক্ত হইতেছেন। ১॥

ভগবান্ বলিতেছেন;—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই সমান হইলেও কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ ভাল ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতেফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎসাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপিগম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

৩ জ্ঞেয়ঃ ২ সঃ+নিত্যসন্ন্যাসী, ১ যঃ ইত্যাদি; ৬ নির্দ্বন্দ্বঃ=শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাব শূন্য; +৪ হি, ৫ মহাবাহো! ৮ সুখং ৭ বন্ধাৎ, ৯ প্রমুচ্যতে=মুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

২ সাংখ্য যোগৌ পৃথক্,+১ বালাঃ=বালকেরা, ৬ প্রবদন্তি=বলে, ন পণ্ডিতাঃ; ৪ একম্+অপি,+৬ আস্থিতঃ=অবস্থিত হইলে, ৫ সম্যক্+৭ উভয়োঃ,+৯ বিন্দতে=অবগত হয়, ৮ ফলং ॥ ৪ ॥

২ যৎ, ১ সাংখ্যৈঃ, ৪ প্রাপ্যতে ৩ স্থানং ৬ তৎ+৫ যোগৈঃ+অপি ৭ গম্যতে ১০ একং ৯ সাংখ্যং+চ যোগং+চ ৮ যঃ ১১ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যিনি বিদ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য, তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যেহেতু, হে মহাবাহো! দ্বন্দ্বভাব-বিরহিত ব্যক্তিই সহজে মুক্ত হন।—রাগদ্বেষাদি শূন্য ব্যক্তি, কর্ম্মাচরণ করিলেও তাহাতে আসক্তি না থাকায়, সন্ন্যাসী ও মুক্ত, শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাব ॥ ৩ ॥

জ্ঞান ও যোগকে পণ্ডিতেরা পৃথক্ বলেন না, পরন্তু বালকেরাই পৃথক্ বলে; যেহেতু উভয়ের মধ্যে একটিরও সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে উভয়ের ফলই লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

সাংখ্যযোগেও যে স্থান লাভ হয়, ক্রিয়াযোগেও সেই পদই প্রাপ্তি হয়; অতএব এতদুভয়কে যিনি একই দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী।—যোগবাশিষ্ঠে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত আছে ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈবকিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্বিসৃজন্ গৃহ্লন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

৪ সন্ন্যাসঃ+১ তু ২ মহাবাহো! ৫ দুঃখং+আপ্তুং=দুঃখ পাইবার জন্যই হয়,+৩ অযোগতঃ=যোগ ব্যতিরেকে; ৬ যোগযুক্তঃ+মুনিঃ+৮ ব্রহ্ম, ৭ ন চিরেণ=অচিরে+৯ অধিগচ্ছতি=জ্ঞাত হয় ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তঃ ইত্যাদি, কুর্ব্বন্+অপি=করিয়াও ॥ ৭ ॥

৬ ন+এব ৫ কিঞ্চিৎ, ৭ করোমি+ইতি=আমি করি এই রূপ, ২ যুক্তঃ+৮ মন্যেত=মনে করে; ১ তত্ত্ববিৎ; ৩ পশ্যন্ ইত্যাদি, ৪ ইন্দ্রিয়াণি+ইন্দ্রিয়ার্থেষু=ইন্দ্রিয় সকল তত্তৎ-বিষয়ে, ইত্যাদি ॥ ৮-৯ ॥

কিন্তু হে মহাবাহো! যোগব্যতিরেকে যে সন্ন্যাস, তাহা দুঃখেরই হেতু হয়, যোগানুষ্ঠানকারী মুনি অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন।

চিত্ত-বিক্ষেপ শূন্য না হইলে কর্ম্মত্যাগ করায়, সুখদুঃখাদিবিকারহেতু কর্ম্মহীনতাজনিত দুঃখ অতিরিক্ত হয় ॥ ৬ ॥

ভগবানে যুক্তচিত্ত, বিশুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, জিতাত্মা, আত্মবৎ সর্ব্বভূতদর্শী ব্যক্তি, কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

তত্ত্বদর্শী ভগবদ্গত-চিত্ত ব্যক্তি, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার,

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

৩ ব্রহ্মণি+আধায়=ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, ২ কর্ম্মাণি, ৪ সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি=আসক্তি শূন্য হইয়া করে; ১ যঃ; ১০ লিপ্যতে, ৯ ন ৫ সঃ+৮ পাপেন, ৭ পদ্ম পত্রং+ইব;+৬ অম্ভসা=জলদ্বারা ॥ ১০ ॥

৪ কায়েন ইত্যাদি; ১ যোগিনঃ ৫ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, ৩ সঙ্গংত্যক্ত্বা+২আত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

গমন, নিদ্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ত্যাগ ও গ্রহণ, প্রলাপ, নিমেষ ও উন্মেষ করিয়াও, আমি কিছু করিতেছি না, মনে করেন; তাঁহার এরূপ ধারণা থাকে, যে ইন্দ্রিয়সমূহ তত্তৎ বিষয়াদিতে নিবিষ্ট মাত্র ॥ ৮-৯ ॥

যিনি নির্লিপ্ত ভাবে ব্রহ্মে ফলার্পণ করত-কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, জল দ্বারা অস্পৃষ্ট পদ্মপত্রবৎ তিনি পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

যোগিগণ কেবল আত্মশুদ্ধির জন্যই নিঃসঙ্গভাবে, কায়মনোবুদ্ধিতে, ইন্দ্রিয়মাত্র দ্বারাই কার্য্য করেন।—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, যতদিন তাহা না শেষ হইবে ততদিন নিস্তার নাই। সেই জন্যই যোগসিদ্ধ সাধুপুরুষেরা সংসারে লোকবৎ আচারাদি করিয়া, এবং মনে মনে নিঃসঙ্গ থাকায় নূতন কর্ম্মানুষ্ঠানে অপ্রবৃত্ত থাকিয়া, কাল-প্রতীক্ষায় অবস্থান করেন। বাসনাজাত কর্ম্মই বিপদের মূল, অতএব অগ্রে তৎসঞ্চয় নিবারণ না করিয়া কর্ম্মত্যাগ করা অনর্থ মূলক। কর্ম্মক্ষয়ই আত্মশুদ্ধি ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥

১ যুক্তাদি, ৩ শান্তিম্+আপ্নোতি, ২ নৈষ্ঠিকীং=পরম; ৪ অযুক্তঃ ইত্যাদি॥ ১২॥
২ সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য—সকল কর্ম্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া+৪ আস্তে=থাকেন; ৩ সুখং—সুখে; ১ বশী=আত্মবশকারী; ৫ নবাদি॥ ১৩॥
৩ ন ইত্যাদি, ২ লোকস্য; ৫ সৃজতি, ১ প্রভুঃ, ৪ ন কর্ম্মফল সংযোগং; ৭ স্বভাবঃ+৬ তু, ৮ প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়॥ ১৪॥

যুক্তচিত্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করত পরমা শান্তি লাভ করেন, কিন্তু যোগবিহীন ব্যক্তি, বাসনা-জনিত কর্ম্মফলে আসক্ত থাকায়, বদ্ধই থাকে॥ ১২॥

ইন্দ্রিয়বশকারী ব্যক্তি, সমস্ত কর্ম্মই মনে মনে ত্যাগ করত সুখে অবস্থান করেন, নবদ্বারযুক্ত শরীরে দেহী কিছু করেনও না এবং অন্যদ্বারাও করান না।—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারী আত্মতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বতঃ জানেন, যে দেহী ব্রহ্ম, তিনি নির্লিপ্ত, সুতরাং কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন॥ ১৩॥

ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফলসংযোগ সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই ঐ সকলে প্রবৃত্ত করে।—সত্ত্বাদি গুণ প্রধান নর, স্বীয় প্রকৃতিবশে কার্য্য করে, আত্মা তাহাতে লিপ্ত হন না॥ ১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎপাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

৩ ন আদত্তে=লন না; ২ কস্যচিৎ পাপং—কাহারও পাপ, ৪ ন চ+এব সুকৃতং; ১ বিভুঃ—ঈশ্বর, ৬ অজ্ঞানেন+আবৃতং, ৫ জ্ঞানং ৭ তেন; ৯ মুহ্যন্তি—মোহিত হয়, ৮ জন্তবঃ—জীব সকল ॥ ১৫ ॥

৪ জ্ঞানেন, ১ তু ৫ তৎ+অজ্ঞানং, ২ যেষাং—যাহাদের ৬ নাশিতং+৩ আত্মনঃ, ৭ তেষাং+আদিত্যবৎ ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

১ তদ্বুদ্ধয়ঃ ইত্যাদি, ৪ গচ্ছন্তি+৩ অপুনরাবৃত্তিং=পুনরাগমন করে না, ২ জ্ঞান নির্দ্ধূতকল্মষাঃ=জ্ঞান দ্বারা ধৌত পাপ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর কাহারও পাপ বা সুকৃত গ্রহণ করেন না, অজ্ঞানাবৃত হওয়াতেই জীব মুগ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহাদের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত দেশবৎ তাহাদের জ্ঞান ঝটিতি প্রকাশিত হয় ॥ ১৬ ॥

তদ্গতবুদ্ধি, তদ্গতাত্ম, তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, জ্ঞানবিধৌত-পাপ ব্যক্তি কখন আর সংসারে পুনরাগমন করেন না।—আত্মজ্ঞানী, কর্ম্ম ও তৎফল-ভোগ শূন্য হওয়ায়, জীবন্মুক্ত, তাঁহার আর পুনর্জন্ম কেন হইবে? ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

২ বিদ্যাদি, ৩ শুনি=কুক্কুরে, চ+এব, শ্বপাকে=চণ্ডালে ; চ ; ১ পণ্ডিতাঃ ৪ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

৫ ইহ+এব ৪ তৈঃ+৭ জিতঃ, ৬ স্বর্গঃ+১ যেষাং=যাহাদের ; ৩ সাম্যেস্থিতং ২ মনঃ ৯ নির্দ্দোষং ৮ হি, ১১ সমং ১০ ব্রহ্ম, ১২ তস্মাৎ+১৪ ব্রহ্মণি, ১৩ তে ১৫ স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

৩ ন প্রহৃষ্যেৎ=হৃষ্ট হন না, ২ প্রিয়ং প্রাপ্য, ৬ ন+উদ্বিজেৎ=উদ্বিগ্ন হন না, ৫ প্রাপ্য=পাইয়া, ৪ চ+অপ্রিয়ং ১ স্থির বুদ্ধি ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

(এতাদৃশ) পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্নব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, গো, হস্তী অথবা কুক্কুর সকলই সমান।—সকলই ব্রহ্মময়, সুতরাং এ সকলের মধ্যে প্রভেদ নাই ॥ ১৮ ॥

যাঁহাদিগের মন সাম্যভাবাপন্ন, তাঁহারা ইহলোকেই স্বর্গ জয় করিয়াছেন, নির্দ্দোষ ব্যক্তি ব্রহ্মভাবাপন্ন, সুতরাং তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মপদে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, অসংমূঢ়ব্যক্তি, প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট অথবা অপ্রিয়ে উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্‌।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

১ বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা=স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি, ৩ বিন্দতি=জানিতে পারেন, +২ আত্মনি যৎসুখং, ৪ সঃ+ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা ৬ সুখং+৫ অক্ষয়ং; +৭ অশ্নুতে=উপভোগ করেন ॥ ২১ ॥

২ যে হি সংস্পর্শজাঃ+ভোগাঃ=ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংস্পর্শ-জনিত যে সকল ভোগ, +৫ দুঃখ যোনয়ঃ=দুঃখজনক+৬ এব ৩ তে; ৪ আদ্যন্তবন্তঃ=আদি ও অন্ত যুক্ত; ১ কৌন্তেয়! ৯ ন ৮ তেষু ১০ রমতে ৭ বুধঃ ॥ ২২ ॥

৬ শক্নোতি=পারে, +২ ইহ+এব; ১ যঃ, ৫ সোঢ়ুং=সহ্য করিতে, ৩ প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ=দেহত্যাগের পূর্ব্বে; ৪ কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং, ৭ সঃ+যুক্তঃ সঃ+৯ সুখী, ৮ নরঃ ॥ ২৩ ॥

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতেই পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অক্ষয় সুখভোগ করেন ॥ ২১ ॥

বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত ভোগমাত্রই দুঃখের হেতু; কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ সেই উৎপত্তি-বিনাশশীল ভোগসুখে রত হন না।—সুখ ও দুঃখ পরস্পর এমন ভাবে সম্বদ্ধ যে, সুখের অবসানে দুঃখ, এবং দুঃখাবসানে সুখ, প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় এবং পার্থিব সুখদুঃখাদি কিছুই স্থায়ী নহে; সুতরাং পরিণামদর্শী জ্ঞানিগণ তাহাতে হতশ্রদ্ধ ॥ ২২ ॥

যিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহ সংসারেই কামক্রোধাদি-জনিত উদ্বেগ

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

১ যঃ+অন্তঃসুখঃ ইত্যাদি ; ২ সঃ+৪ যোগী, ৫ ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্, ৩ ব্রহ্মভূতঃ, +৬ অধিগচ্ছতি=প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

৫ লভন্তে=লাভ করে, ৪ ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্+৩ ঋষয়ঃ, ১ ক্ষীণ কল্মষাঃ=পাপ হীন ; ২ ছিন্ন দ্বৈধা=দ্বিধাশূন্যাদি ॥ ২৫ ॥

১ কাম ক্রোধ বিমুক্তাণাং ; ৪ যতীনাং, ২ যতচেতসাং=সংযতচিত্ত (গণের) ; ৫ অভিতঃ=উভয় লোকে+৬ ব্রহ্মনির্ব্বাণম্+বর্ত্ততে; ৩ বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী এবং মনুষ্য মধ্যে তিনিই সুখী। ঔদাসীন্যতেই শান্তি, এবং শান্তিতেই সুখ ॥ ২৩ ॥

যাঁহার অন্তরে সুখ, অন্তরে আনন্দ, ও অন্তরে জ্যোতিঃ আছে, সেই ব্রহ্মময় যোগী ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।—বাহ্যবিষয়াদি-জনিত আনন্দাদি বিনশ্বর, সুতরাং দুঃখজনক। আত্মানন্দ-জনিত আন্তরিক সুখ, শান্তি এবং জ্ঞানজ্যোতিঃ অনন্তকাল স্থায়ী. এবং মুক্তির স্বরূপ ॥ ২৪ ॥

কলুষ-শূন্য, দ্বিধাশূন্য, সংযতাত্মা, সর্ব্বভূত-হিতরত ঋষিগণ, ব্রহ্মপদেই নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধাদি বিমুক্ত, সংযত চিত্ত, আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন যতিগণের ইহ

স্পর্শান্‌কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

৮ স্পর্শান্‌=স্পর্শাদিকে ; ১০ কৃত্বা=করিয়া ; ৯ বহিঃ=বাহিরে ;+৭ বাহ্যান্‌=বাহ্য বিষয় সকলকে,+১১ চক্ষুঃ+চ+এব ;+১৩ অন্তরে=মধ্যে, ১২ ভ্রুবোঃ=ভ্রূদ্বয়ের ১৫ প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা ; ১৪ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ=নাসার মধ্যে বিচরণকারী ২ যতেন্দ্রিয়-মনঃ+বুদ্ধিঃ=ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযম-কারী ;+৫ মুনিঃ ;+৪ মোক্ষ পরায়ণঃ ;+৩ বিগত+ইচ্ছা ভয় ক্রোধঃ ;+১ যঃ, ৬ সদা ; ১৮ মুক্তঃ+১৭ এব ১৬ সঃ=সেই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

ও পরকালেই নির্ব্বাণ মুক্তি হয়।—তাঁহারা ইহকালেই জীবন্মুক্ত, সুতরাং দেহাবসানে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ২৬ ॥

আর যে সংযতেন্দ্রিয়, মোক্ষপরায়ণ ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধশূন্য মুনি, স্পর্শাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়-কার্য্য পরিত্যাগ ও চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করত নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণাপান বায়ুদ্বয়কে সমভাবে রক্ষা করেন, তিনিও মুক্ত হন।—প্রথমে সাংখ্য যোগের কথা বলিয়া, পরে প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগেও চিত্ত স্থির হইতে পারে" বলিলেন। প্রাণায়ামকালে, ভ্রূদ্বয় মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করত চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া প্রাণাপানের গতি নাসাভ্যন্তর পর্য্যন্ত সঞ্চারী অর্থাৎ ক্রমে প্রায় রোধ করত প্রাণায়াম করিলে ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হইয়া মুক্তিলাভ হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় পরে বলিতেছেন ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি কর্ম্মসন্ন্যাস যোগোনাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

২ ভোক্তারং, ১ যজ্ঞ তপসাং, ৩ সর্ব্বলোক মহেশ্বরং ; ৫ সুহৃদং, ৪ সর্ব্ব ভূতানাং ; ৭ জ্ঞাত্বা = জানিয়া ; ৬ মাং = আমাকে. ৮ শান্তিমৃচ্ছতি = শান্তি লাভ করে ॥ ২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

যজ্ঞ ও তপঃফল ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর, সুর্ব্বভূতের সুহৃদ্-স্বরূপ আমাকে জানিয়া শান্তিলাভ করে।—ভগবানকে জানিলে মুক্তি হয়। তাঁহাকে কিরূপ জানিবে ? সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকলের প্রভু ও সকলের বন্ধু বলিয়া জানিবে। পরম ভক্তকে তিনি দিব্য জ্ঞান দেন, তাহাই মুক্তি-প্রদ, এবং এই সাধনই সহজ সাধন্ ॥ ২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
নহ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

৩ অনাশ্রিতঃ, ২ কর্ম্মফলং, ৪ কার্য্যং কর্ম্ম, করোতি=কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে; ১ যঃ, ৫ স ইত্যাদি, ন নিরগ্নিঃ+ন চ+অক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

২ যং সন্ন্যাসং+ইতি প্রাহুঃ=যাহাকে সন্ন্যাস বলে;+৪ যোগং, ৩ তং ৫ বিদ্ধি=জানিবে, ১ পাণ্ডব! ৮ ন হি,+৬ অসংন্যস্ত সঙ্কল্পঃ=সংকল্প ত্যাগ বিহীন+৯ যোগী ভবতি; ৭ কশ্চন=কেহই ॥ ২ ॥

যিনি কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, এবং যোগী; নিরগ্নি অর্থাৎ ক্রিয়াবিহীনকে এরূপ বলা যায় না।—অর্থান্তর—তিনি নিরগ্নি বা অক্রিয় নহেন। স্থূলকথা—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানকারীই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী ॥ ১ ॥

হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই যোগ বলা যায়; বাসনা পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, কেহই যোগী হইতে পারে না ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

২ আরুরুক্ষোঃ+মুনেঃ+১ যোগং=যোগারোহণেচ্ছু মুনির; ৪ কর্ম্ম, ৩ কারণম্—(যোগারোহণের) হেতু; +৫ উচ্যতে=কথিত হয়; ৬ যোগারূঢ়স্য তস্য+৮এব, ৭ শমঃ ৯ কারণম্+উচ্যতে ॥ ৩ ॥

২ যদা=যৎকালে, ১ হি, ৩ ন+ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মসু+অনুসজ্জতে—ইন্দ্রিয় বিষয়ে, অথবা কর্ম্মে আসক্ত হয় না; ৫ সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী=সকলবাসনাত্যাগী, যোগারূঢ়ঃ, ৪ তদা=তৎকালে, ৭ উচ্যতে ॥ ৪॥

২ উদ্ধরেৎ+১ আত্মনা+আত্মানাং, ৪ ন+৩ আত্মানং+৫ অবসাদয়েৎ=আপনাকে অবসন্ন করিবে না; ৭ আত্মা+এব, ৬ হি+ ৮ আত্মনঃ বন্ধুঃ+আত্মা এক; ১০ রিপুঃ+৯ আত্মনঃ ॥ ৫ ॥

যোগারোহণেচ্ছু ব্যক্তির, কর্ম্মই যোগারোহণের কারণ (অর্থাৎ তদুপায়-ভূত), যোগারূঢ় ব্যক্তির শান্তি (অর্থাৎ নিবৃত্তিই) কারণ স্বরূপে উক্ত হয়।—যতক্ষণ না জ্ঞান দ্বারা পরমাশান্তি লাভ হয়, ততক্ষণ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে,পরে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থান করাই সাধুযোগ্য কার্য্য ॥৩॥

যখন ইন্দ্রিয়ার্থভূত বিষয়াদিতে, এবং কর্ম্মে আর আসক্তি থাকে না, তখনই সর্ব্ববাসনাত্যাগী যোগারূঢ় হওয়া যায়।—মনে মনে বিষয়ে আসক্তি থাকিতে কর্ম্মত্যাগী হইলে বাসনা-শূন্য যোগী হয় না ॥ ৪ ॥

আপনাকে আপনিই উদ্ধার করিবে. কখন আপনাকে অবসন্ন করিবে

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

৯ বন্ধুঃ+৭ আত্মা+৮ আত্মনঃ=আপনার,+৫ তস্য=তাহার, ১ যেন=যৎকর্ত্তৃক,+৩ আত্মা+৬ এব+২ আত্মনা, ৪ জিতঃ; ১১ অনাত্মনঃ+১০ তু, ১৩ শত্রুত্বে বর্ত্তেত=শত্রুরূপে অবস্থান করে;+১২ আত্মা+এব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

১ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য, ৩ পরমাত্মা সমাহিতঃ ২ শীতোষ্ণাদি ॥ ৭ ॥

১ জ্ঞানাদি; ৪ যুক্তঃ+ইতি+উচ্যতে; ৩ যোগী; ২ সমলোষ্ট্র+অশ্ম কাঞ্চন=লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং কাঞ্চনে সমভাবযুক্ত ॥ ৮ ॥

না; আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার রিপু।—আপনিই কর্ম্মবলে আপনাকে উন্নত অথবা অবনত করা যায়। তাহা পরে বলিতেছেন ॥ ৫ ॥

যিনি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছেন, তিনিই আপনার বন্ধু; যিনি রিপু-স্বরূপ আপনাকে জয় করিতে পারেন নাই তিনিই আপনার শত্রু।—ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করায় আত্মজয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে বশ না করিয়া যথেচ্ছাচারী হইতে দিলে আপনার শত্রুতা করা হয় ॥ ৬ ॥

জিতাত্মা প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এবং মান ও অপমান সকল অবস্থাতেই পরমাত্মাতে সমাধিযুক্ত থাকেন ॥ ৭ ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত, কূটস্থ স্বরূপে অবস্থিত, জিতেন্দ্রিয় যোগী ব্যক্তি লোষ্ট্র,

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনোমধ্যস্থোদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে॥ ৯॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০॥

১ সুহৃৎ+মিত্র+অরি+উদাসীনঃ=স্বভাবজাত বন্ধু, পরস্পর উপকারিতা গুণে মিত্র ও শত্রুর প্রতি ইতর-বিশেষ-শূন্য; + ৩ মধ্যস্থঃ=তুল্য, + ২ দ্বেষ্যবন্ধুষু=শত্রু ও মিত্রে; ৪ সাধুষু ইত্যাদি, বিশিষ্যতে=শ্রেষ্ঠ হয়॥ ৯॥

১ যোগী, ৫ যুঞ্জীত=যোগযুক্ত করিবে; ৪ সততং+আত্মানং, ২ রহসিস্থিতঃ=নির্জ্জনে থাকিয়া; ৩ একাকী ইত্যাদি॥ ১০॥

প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি এবং যুক্ত বলিয়া কথিত হন। কূট=স্বর্ণকারাদির "নাই" যাহাতে রাখিয়া অলঙ্কারাদি গঠিত হয়, অথচ কূট সমভাবে থাকে। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেও ভূত-গ্রাম উৎপন্ন হইলেও, তিনি নির্ব্বিকার অতএব কূটস্থ চৈতন্য॥ ৮॥

সুহৃৎ, মিত্র, অরির প্রতি উদাসীন, শত্রু ও বন্ধুর পক্ষে মধ্যস্থ স্বরূপ, সাধু এবং পাপীর প্রতি সমভাবাপন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ॥ ৯॥

যোগীব্যক্তি, সর্ব্বদা একান্তে অবস্থিত, নিঃসঙ্গ, সংযত চিত্ত, সংযতাত্মা, মঙ্গলেচ্ছা-বিহীন ও পরিগ্রহ-শূন্য হইয়া যোগানুষ্ঠান করিবেন।—অগ্রে জ্ঞানের কথা বলিয়া, পরে যোগ-সাধনাদির কথা বলিতেছেন। অগ্রে যম, ও নিয়ম; অহিংসাদি দ্বারা কায়মন সংযত করত শৌচাদি নিয়মানুষ্ঠান করিবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগকে হঠযোগ বলে॥ ১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

৫ শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য=বিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া; ৩ স্থিরম্+৪ আসনম্ +২ আত্মনঃ, ১ ন+অতি+উচ্ছ্রিতং=অধিক উন্নত নহে, ন+অতি নীচং; চেল+অজিন কুশ +উত্তরং; ৬ তত্র+৮ একাগ্রং ৭ মনঃ ৯ কৃত্বা; ১০ যতচিত্ত+ইন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ= ইন্দ্রিয়কার্য্য ও মন সংযত করত, ১২ উপবিশ্য+১১ আসনে, ১৫ যুঞ্জ্যাৎ+ ১৪ যোগং+১৩ আত্ম বিশুদ্ধয়ে ॥ ১১-১২ ॥

৫ সমং কায়ঃশিরঃ+গ্রীবং, ৭ ধারয়ন্+৬ অচলং ৩ স্থিরঃ, ১০ সংপ্রেক্ষ্য=দেখিয়া, ৯ নাসিকা+অগ্রং ৮ স্বং ১১ দিশঃ+চ+অনবলোকয়ন্=কোন দিক না দেখিয়া;

বিশুদ্ধ, নাত্যুচ্চ, নাতিনীচ প্রদেশে কুশাসনোপরি চর্ম্ম, এবং তদুপরি চেলাংশুক স্থাপন করত আত্মস্থৈর্য্যের নিমিত্ত আসন করিবে।—যে স্থানে চিত্তের চাঞ্চল্য না হয়, এমত স্থলে উল্লিখিত প্রকার আসন বিন্যস্ত করত আসন বদ্ধ হইবে ॥ ১১ ॥

উক্ত আসনে উপবিষ্ট, চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করত একাগ্র মনে আত্ম-বিশুদ্ধির জন্য যোগানুষ্ঠান করিবে ॥ ১২ ॥

দেহ, মস্তক, গ্রীবা সমান এবং অচল রাখিয়া, অনন্য দৃষ্টিতে স্বীয় নাসাগ্র অবলোকন করত স্থির থাকিবে ॥ ১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃসংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬॥

১ প্রশান্তাত্মা ইত্যাদি=শান্তচিত্ত, ভীতিশূন্য, ব্রহ্মচর্য্য ও নিয়ম পালনকারী, ১২ মনঃ সংযম্য=চিত্ত সংযত করিয়া, ১৩ মচ্চিত্তঃ+৪ যুক্তঃ+ ১৪ আসীত=থাকিবে; ২ মৎপরঃ॥ ১৩-১৪॥

৫ যুঞ্জন্+৪ এবং=এই রূপে যোগ করিয়া; ৩ সদা+আত্মানং ২ যোগী ১ নিয়ত মানসঃ=সংযত চিত্ত; ৬ শান্তিং ইত্যাদি॥ ১৫॥

৩ ন,+অতি+অশ্নতঃ+২ তু= অত্যন্ত ভোজনকারীর, ৮ যোগঃ+অস্তি, ৪ ন চ+ একান্তং+অনশ্নতঃ ৫ ন চ,+অতি স্বপ্নশীলস্য=অত্যন্ত নিদ্রাগামীর, ৭ জাগ্রতঃ+৬ ন +এব চ ১ অর্জ্জুন!॥ ১৬॥

শান্তচিত্ত, ভীতিবিহীন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী, মদগতচিত্ত যোগী, চিত্ত সংযত করত, মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন॥ ১৪॥

নিয়তচিত্ত যোগী সর্ব্বদা উক্তপ্রকারে সংযত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে, মৎস্বরূপে অবস্থানদ্বারা মহানির্ব্বাণরূপ শান্তি ও ব্রহ্মপদলাভ করেন॥ ১৫॥

হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত অধিক আহার বা অল্পাহারে, এবং অতিনিদ্রা বা অনিদ্রায় যোগ হয় না।—অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনকারীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং আহার নিদ্রাদি সম্বন্ধে নিয়ম না পালন করা একান্ত অনিষ্টকর। ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সাধন অল্পায়াস সাধ্য॥ ১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

১ যুক্ত+আহার বিহারস্য=নিয়মিতাহার বিহারকারীর; ৩ যুক্তচেষ্টস্য ২ কর্ম্মসু=কর্ম্মে নিয়মিত রত; ৪ যুক্ত স্বপ্ন+অববোধস্য=নিয়মিত নিদ্রাগামী এবং জাগরণকারীর; ৫ যোগঃ+৭ ভবতি+৬ দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

১ যদা বিনিয়তং চিত্তং+আত্মনি+এব,+অবতিষ্ঠতে=থাকে; ৪ নিস্পৃহঃ, ৩ সর্ব্বকামেভ্যঃ+৫ যুক্তঃ+ইতি+উচ্যতে ২ তদা ॥ ১৮ ॥

১ যথা ৩ দীপঃ+২ নিবাতস্থঃ,+৪ ন+ইঙ্গতে=কম্পিত হয় না; ৫ সা+১১ উপমাস্মৃতা; ১০ যোগিনঃ+৯ যতচিত্তস্য, ৮ যুঞ্জতঃ+৭ যোগং+৬ আত্মনঃ=আত্মযোগকারীর ॥ ১৯ ॥

নিয়মিত আহার, বিহার, চেষ্টা, কার্য্য, নিদ্রা, ও জাগরণকারী ব্যক্তিরই যোগ দুঃখাপনোদন করে।—নচেৎ নানারূপ ক্লেশ হইতে পারে। এখানে যোগ অর্থে হঠযোগ ॥ ১৭ ॥

যখন চিত্ত সংযত ও আত্মাতেই অবস্থিত এবং সর্ব্বকামনায় স্পৃহাশূন্য হয়, তখন যোগাবস্থিত বলা যায়। ॥ ১৮ ॥

আত্মযুক্ত, সংযত চিত্ত, যোগাবস্থিত যোগীর উপমা নিবাতস্থ নিষ্কম্প প্রদীপ ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিংস্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩ ॥

৪ যত্র+উপরমতে=যাহাতে উপরত হয়; ৩ চিত্তং ২ নিরুদ্ধং ১ যোগ সেবয়া, ৫ যত্র চ+এব,+৭ আত্মনা+৬ আত্মানং ৮ পশ্যন্=দেখিয়া+আত্মনি তুষ্যতি, ১১ সুখং +১০ আত্যন্তিকং, ৯ যৎ+তৎ+বুদ্ধিগ্রাহ্যং,+অতীন্দ্রিয়ং=ইন্দ্রিয়াতীত; ১২ বেত্তি= জানে, ১৩ যত্র, ১৬ ন+চ+এব,+১৪ অয়ং স্থিতঃ=ঐ স্থির ব্যক্তি, ১৭ চলতি=বিচলিত হয়, ১৫ তত্ত্বতঃ, ১৮ যং লব্ধ্বা চ+অপরং লাভং ২২ মন্যতে ২১ ন+২০ অধিকং ১৯ ততঃ, ২২ যস্মিন্ স্থিতঃ+২৬ ন ২৪ দুঃখেন ২৩ গুরুণা+২৫ অপি, ২৭ বিচাল্যতে= বিচলিত হয়; ২৮ তং, ৩০ বিদ্যাৎ=জানিবে,+২৯ দুঃখ ইত্যাদি=দুঃখসংস্পর্শ শূন্য যোগ বলিয়া; ৩১ সঃ+৩৩ নিশ্চয়েনযোক্তব্যঃ+৩২ যোগঃ,+অনির্ব্বিণ্ণ চেতসা=নির্ব্বেদ-শূন্য চিত্তে॥ ২০-২৩॥

যোগে নিরুদ্ধচিত্ত যে অবস্থায় বিরাম লাভ করে, যে অবস্থায় আপনাতে আত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাআপনি তুষ্ট হওয়া যায়, যাহাতে ইন্দ্রিয়াতীত বুদ্ধি মাত্রের গ্রাহ্য, নিতান্ত সুখানুভব করা যায়, এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিতে, পারিলে তদপেক্ষা অপর লাভ অধিক বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, যাহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই দুঃখ-সংস্পর্শ-বিহীন

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃশনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

২ সংকল্প প্রভবান্ কামান্ = সংকল্প জনিত বাসনা সমূহকে, + ৪ ত্যক্ত্বা = ত্যাগ করিয়া, ১ সর্ব্বান্, + ৩ অশেষতঃ = সর্ব্ব প্রকারে ; ৫ মনসা + এব + ইন্দ্রিয়গ্রামং = মনে মনে ইন্দ্রিয় সমূহকে, ৭ বিনিয়ম্য — সংযত করিয়া, ৬ সমন্ততঃ = সকল বিষয় হইতে, ১০ শনৈঃ শনৈঃ + উপরমেৎ = ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে, + ৯ বুদ্ধ্যা, ৮ ধৃতি গৃহীতয়া, ১২ আত্মসংস্থং, ১১ মনঃ ১৩ কৃত্বা ১৫ ন, ১৪ কিঞ্চিৎ + অপি ১৬ চিন্তয়েৎ ॥ ২৪-২৫ ॥,

৩ যতঃ + যতঃ + নিশ্চরতি — যে যে দিকে যায়, ২ মনঃ + ১ চঞ্চলম্ + অস্থিরম্ ; ৫ ততঃ + ততঃ + নিয়ম্য — সেই সেই দিক হইতে সংযত করিয়া, + ৪ এতৎ + ৬ আত্মনি + এব, বশং নয়েৎ — বশে আনিবে ॥ ২৬ ॥

অবস্থাকে যোগ বলিয়া জানিবে ; নির্ব্বেদ-শূন্য চিত্তে সেই যোগই অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে।—চিত্তের যে প্রশান্ত অবস্থা পরম সুখকর, উল্লিখিত সেই অবস্থাই যোগ ; এবং তাহাই অনুষ্ঠেয়। সেই অনুষ্ঠানের উপায় নিম্নে লিখিতেছেন। সকলেই সর্ব্বত্র এই সাধন করিতে পারেন ॥ ২০—২৩ ॥

সর্ব্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে মনে সংযত করত সর্ব্বপ্রকারে সমগ্র মানসিক বাসনা পরিত্যাগ করত বুদ্ধি ও ধৃতি সহকারে, ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে, এবং চিত্তকে আত্মস্থ করত অপর কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৪—২৫ ॥

অস্থির এবং চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয়

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

২ প্রশান্ত মনসং ১ হি+এনং ৫ যোগিনং ৭ সুখং+৬ উত্তমং, ৮ উপৈতি=প্রাপ্ত হয়, ৩ শান্তরজসং ৪ ব্রহ্মভূতং,+অকল্মষং ॥ ২৭ ॥

৬ যুঞ্জন্+৫ এবং ৪ সদা+৩ আত্মানং ২ যোগী ১ বিগত কল্মষঃ=পাপ শূন্য, ৭ সুখেন ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

৪ সর্ব্বভূতস্থং+৩ আত্মানং, ৫ সর্ব্বভূতানি চ+আত্মনি ৬ ঈক্ষতে=দেখে, ২ যোগযুক্তাত্মা, ১ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ=সর্ব্বভূতে সমদর্শী ॥ ২৯ ॥

হইতেই ঐ মনকে আকর্ষণ করত আত্মাতে স্থির রাখিয়া বশীভূত করা কর্ত্তব্য।—ইহাই যোগ সাধনের সার উপদেশ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিতে হয় (পাতঞ্জল ১ম পাদ) ॥ ২৬ ॥

এই প্রকারে প্রশান্ত-চিত্ত, ব্রহ্মপদস্থিত, কলুষশূন্য, রজোগুণাতিক্রান্ত যোগীর পরম সুখলাভ হয় ॥ ২৭ ॥

যোগী ঐ রূপে সর্ব্বদা আত্মযুক্ত থাকিলে, নিষ্পাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-স্বরূপানুভব-রূপ পরম সুখভোগ করেন ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আত্মস্থ দর্শন করেন।—বিশ্ব আত্মস্বরূপ ব্রহ্মময়, তিনি ভিন্ন কিছুই নাই; যেহেতু, সকলই সেই সর্ব্বভূতময়ের অংশ ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতং।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২॥

১ যঃ+৩ মাং পশ্যতি, ২ সর্ব্বত্র, ৫ সর্ব্বং+৪ চ ৬ ময়ি ৭ পশ্যতি, ৯ তস্য+৮ অহং ১০ ন ইত্যাদি॥ ৩০॥

৩ সর্ব্বভূতস্থিতং ১ যঃ+৪ মাং ৫ ভজতি+২ একত্বম্+আস্থিতং ৭ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ +অপি, ৬ সঃ+যোগী ৮ ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১॥

৫ আত্মৌপম্যেন=আপনার সহিত তুলনায়; ৪ সর্ব্বত্র ৬ সমং পশ্যতি=সমভাবে দেখে, ২ যঃ+১ অর্জ্জুন! ৩ সুখং বা যদি বা দুঃখং, ৭ সঃ+৯ যোগী, ৮ পরমঃ, +১০ মতঃ=মুনিগণের অভিমত॥ ৩২॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র এবং সমগ্র আমাতেই দেখেন, আমি তাঁহাকে নষ্ট করি না, কারণ, তিনিও আমাকে নষ্ট করেন না।—সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা ভগবানকে দেখিলে, ভগবান্ সম্বন্ধে ভ্রান্তি হয় না এবং আপনাকে নিত্য তৎস্বরূপেই অবস্থিত দেখা যায়॥ ৩০॥

যে সমভাবাপন্ন যোগী আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত একমাত্র স্বরূপে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিলেও আমাতেই অবস্থিত থাকেন।—ব্যষ্টিভাবাপন্ন ভূতগ্রাম সমস্ত ব্রহ্মময় জানিলে, সংসারকার্য্যে রত থাকিয়াও বিষয় বিশেষে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং বাসনা-বিক্ষেপাদি-শূন্য এবং সেই ব্রহ্ম-স্বরূপেই নিবিষ্ট থাকে॥ ৩১॥

হে অর্জ্জুন! সুখ অথবা দুঃখ, সকল অবস্থাতেই যিনি আত্মতুল্যতায়

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

৪ যঃ+অয়ং যোগঃ=এই যে যোগ,+২ ত্বয়া ৫ প্রোক্তঃ ৩ সাম্যেন, ১ মধুসূদন! ৮ এতস্য+৬ অহং ১১ ন পশ্যামি, ৭ চঞ্চলত্বাৎ ১০ স্থিতিং ৯ স্থিরাং ॥ ৩৩ ॥

৪ চঞ্চলং ১ হি ৩ মনঃ ২ কৃষ্ণ! ৫ প্রমাথি বলবৎ+দৃঢ়ং=চিত্তপ্রমথনকারী, প্রবল ও দৃঢ়; ৮ তস্য+৬ অহং ৯ নিগ্রহং ১১ মন্যে ৭ বায়োঃ+ইব, ১০ সুদুষ্করং ॥ ৩৪ ॥

সকলকে সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী বলিয়া উক্ত।—সকল কার্য্যে সর্ব্বদা যদি এই কথা মনে থাকে, তাহা হইলে আর কোন দোষ ঘটে না। যেরূপ ব্যবহার আমি অপরের প্রতি করি, সেইরূপ অপরে আমার প্রতি করিলে আমি সন্তুষ্ট হই কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য করা আবশ্যক ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন; হে মধুসূদন! আপনি এই যে সাম্য-রূপ যোগের কথা কহিলেন, আমি চিত্তচাঞ্চল্য হেতু তাহাতে স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। যেহেতু, হে কৃষ্ণ! চিত্ত চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয় প্রমথনকারী, বলবান্ ও দৃঢ়, সুতরাং বায়ুনিরোধের ন্যায় চিত্তের নিরোধও অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।—বাসনা ও বিক্ষেপ-সংস্কারযুক্ত মন উক্ত বাসনাদি-হেতু বলবান্ ও দৃঢ়; কোনও মতে স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্তকে স্থির রাখা যায় না। প্রায় সকলকেই এই কথা বলিতে শুনা যায়; কিন্তু তাহার উত্তরে ভগবান্ যাহা বলিলেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব্বদা সকল বিষয়ের

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

৩ অসংশয়ং=নিশ্চয়; ১ মহাবাহো! ২ মনঃ,+৪ দুর্নিগ্রহং চলং=দুর্দ্দমনীয় ও চঞ্চল, ৭ অভ্যাসেন ৫ তু, ৬ কৌন্তেয়! ৯ বৈরাগ্যেন, ৮ চ=এবং, ১০ গৃহ্যতে= শান্ত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

১ অসংযতাত্মনা ইত্যাদি, ৪ বশ্যাত্মনা=আত্মবশকারীর দ্বারা; ২ তু, ৩ যততা= যত্নকারী কর্ত্তৃক, ৭ শক্যঃ+৬ অবাপ্তুম্+৫ উপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসারতা অনুভব করত চিত্তকে তত্তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিতে রাখিতে, ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে॥ ৩৩-৩৪ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো! চঞ্চল মনের নিগ্রহ যে দুঃসাধ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে নিগৃহীত করা যায়। আমার মতে আত্মসংযমহীন ব্যক্তির যোগ হয় না। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক আত্মবশকারী, কৌশলে উহা লাভ করিতে পারেন।— চিত্ত স্থির করিবার জন্য যত্নকে অভ্যাস বলে, আর বিষয়বিতৃষ্ণ ব্যক্তির বশীকারের নাম বৈরাগ্য; যে দিকে চিত্ত ধাবিত হইবে, তাহার অসারতা দেখিয়া সে বিষয়ে অনুরাগশূন্য হওয়ারূপ বৈরাগ্য, এবং এই উপায়ে ক্রমাগত চিত্তকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টারূপ অভ্যাস-যোগে ক্রমে সহজে চিত্ত শান্ত হইয়া আইসে। তাহাই পরমসাধন॥ ৩৫-৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নহ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

২ অযতিঃ ইত্যাদি, ৪ অপ্রাপ্য ৩ যোগ সংসিদ্ধিং ৫ কাং গতিং ১ কৃষ্ণ! ৬ গচ্ছতি = প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

২ কচ্চিৎ + ন, + ৫ উভয় বিভ্রষ্টঃ; + ৭ ছিন্নাভ্রং + ইব নশ্যতি = ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়, ৪ অপ্রতিষ্ঠঃ = প্রতিষ্ঠা লাভে অসমর্থ হইয়া, + ১ মহাবাহো! ৬ বিমূঢ়ঃ + ৩ ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

৩ এতৎ + ২ মে ৪ সংশয়ং ১ কৃষ্ণ! ৬ ছেত্তুং + অর্হসি = ছিন্ন করিতে যোগ্য হও; + ৫ অশেষতঃ = বিশেষরূপে; ১০ ত্বদন্যঃ = তুমি ভিন্ন; ৮ সংশয়স্য + ৭ অস্য ৯ ছেত্তা, ১১ ন হি + উপপদ্যতে = কাহাকেও দেখি না ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন; হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও যোগ হইতে বিচলিত চিত্ত অযতাত্মা ব্যক্তি, যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে তাহার কি গতি হয়? ॥ ৩৭ ॥

হে মহাবাহো! তাহা হইলে কি ব্রহ্মপথ-বিমূঢ় ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া স্বর্গ এবং মোক্ষ দুই দিক হারাইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হইতে হইবে? ॥ ৩৮ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমিই ছেদন করিতে সমর্থ; তুমি ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারে, এমত বোধ হয় না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

১ পার্থ!+২ ন+এব+ইহ ন+অমুত্র=না ইহ লোকে না পরলোকে, ৪ বিনাশঃ +৩ তস্য ৫ বিদ্যতে; ১০ ন ৭ হি ৯ কল্যাণকৃৎ=শুভানুষ্ঠানকারী; ৮ কঃ+চিৎ+১১ দুর্গতিং ৬ তাত! ১২ গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

৩ প্রাপ্য, ২ পুণ্যকৃতাম্+লোকান্,+৫ উষিত্বা=বাস করিয়া, ৪ শাশ্বতীঃ সমাঃ=বহুকাল; ৬ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে, ১ যোগভ্রষ্টঃ,+৭ অভিজায়তে=জন্মে; ৮ অথবা ১০ যোগিনাম্+এব কুলে ভবতি, ৯ ধীমতাং, ১৪ এতৎ+১১ হি ১৬ দুর্লভতরং, ১৫ লোকে, ১৩ জন্ম, ১২ যৎ+ঈদৃশং ॥ ৪১-৪২ ॥

ভগবান্ কহিলেন;—হে পার্থ! ইহলোকে ও পরলোকে, তাহার কখনও বিনাশ হয় না, কারণ বৎস! শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কখনই দুর্গতি লাভ করে না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ, পুণ্যবান্ লোকের যোগ্য স্থান লাভ করত বহুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, বিশুদ্ধ ধনবান্ লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলে তাঁহাদের জন্ম হয়, যেহেতু ঈদৃশ জন্ম সংসারের মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ।—সংসারে কিছুই যায় না, এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তিতে অবস্থান করে। তবে এত বড় মহৎ অনুষ্ঠান একেবারে নষ্ট হইবে? কখনই না। এ জন্মে যে টুকু অগ্রসর

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

১ তত্র তং ৩ বুদ্ধি সংযোগং লভতে, ২ পৌর্ব্বদেহিকং ৮ যততে, ৬ চ ৫ ততঃ,+ ৭ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ=পুনরায় সিদ্ধির জন্য; ৪ কুরুনন্দন! ॥ ৪৩ ॥

৩ পূর্ব্বাভ্যাসেন, ২ তেন+এব ৫ ক্রিয়তে ৪ হি+অবশঃ+অপি, ১ সঃ ৭ জিজ্ঞাসুঃ +অপি ৬ যোগস্য, ৯ শব্দব্রহ্ম+অতিবর্ত্ততে=বেদাদিকেও অতিক্রম করে ॥ ৪৪ ॥

১ প্রযত্নাৎ+যতমানঃ+তু, ৩ যোগী, ২ সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ=পাপমুক্ত+৪ অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ+ততঃ+৬ যাতি ৫ পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

হইবে, পর জন্মের জন্য সে টুকু সংগৃহীত থাকিবে এবং তাহার পর হইতে উন্নতি করিবার উপযুক্ত স্থানেই জন্ম হইবে ॥ ৪০—৪২ ॥

হে কুরুনন্দন! তথায় পূর্ব্ব জন্মের বুদ্ধি-যোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

তিনি অবশ হইয়াও, অর্থাৎ চেষ্টাদি ব্যতিরেকেই, পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ যোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হন, এবং বেদাদি-জনিত জ্ঞান অতিক্রম করেন ॥৪৪॥

যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠানকারী, পাপমুক্ত যোগী, অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়াও পরমাগতি লাভ করেন,—অর্থাৎ এরূপ যোগে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে উত্তরোত্তর অধিক যত্নে যোগানুষ্ঠিত হইয়া, অন্ততঃ বহু জন্মান্তেও মুক্তি লাভ হয়। ইহার অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইবার নহে, পূর্ব্বজন্মের ভাব সংস্কার গত থাকে এবং ক্রমে উন্নতি হইয়া চরমে পরমাগতি হয় ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭॥

ইত্যভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

২ তপস্বিভ্যঃ+অধিকঃ+১ যোগী, ৩ জ্ঞানিভ্যঃ+অপি ৫ মতঃ+৪ অধিকঃ, ৭ কর্ম্মিভ্যঃ+চ+অধিকঃ+৬ যোগী ৯ তস্মাৎ+যোগী ভব+৮ অর্জ্জুন!॥ ৪৬॥

২ যোগিনাম্+অপি ১ সর্ব্বেষাং ৫ মদ্গতেন+অন্তরাত্মনা ৪ শ্রদ্ধাবান্ ৭ ভজতে ৩ যঃ+৬ মাং ৮ সঃ+১০ মে ৯ যুক্ততমঃ+১১ মতঃ॥ ৪৭॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় ৬

তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী, সকল অপেক্ষাই যোগী শ্রেষ্ঠ অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।—কঠোর কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি রূপ তপস্যা, শাস্ত্রাদিমাত্র অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান ও পুণ্য, যজন, যাজন, হোমাদি কর্ম্ম সকল অপেক্ষা চিত্ত স্থির করত ব্রহ্ম-নিষ্ঠারূপ যোগই শ্রেষ্ঠ; অতএব এই যোগমার্গ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। গীতায় যোগ, জ্ঞান, কর্ম্মাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ভ্রান্তি জন্মে॥ ৪৬॥

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও মদ্গতাত্মা হইয়া আমাকেই ভজনা করেন, আমার মতে যোগীদিগের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সকল বিষয় হইতেই চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক আত্মবশ-করণের চেষ্টা নিয়ত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। সেই সঙ্গে একান্ত ভগবদনুরক্তি থাকা, ও কর্ত্তব্য কার্য্য অনাসক্ত হইয়া করা আবশ্যক॥ ৪৭॥

ইতি অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠাধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

২ ময়ি=আমাতে+আসক্তমনাঃ, ১ পার্থ! ৪ যোগং যুঞ্জন্+৩ মদাশ্রয়ঃ, ৭ অসংশয়ং ৬ সমগ্রং মাং ৫ যথা, ৮ জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু=তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

৪ জ্ঞানং, ২ তে+১ অহং, ৩ সবিজ্ঞানং+ইদং, ৬ বক্ষ্যামি+৫ অশেষতঃ=বিশেষরূপে বলিব ; ৭ যদ্+জ্ঞাত্বা, ৯ ন+৮ ইহ, ভূয়ঃ+অন্যৎ+জ্ঞাতব্যং+১০ অবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করত যোগানুষ্ঠান করিলে, যেরূপে নিঃসন্দেহে আমাকে সম্যক্ জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর।—ভক্তিযোগ সাধন করিয়া কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তাহা বলিতেছেন ॥ ১ ॥

আমি তোমাকে এই বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া বলিব ; এই জ্ঞান জন্মিলে ইহ সংসারে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না।—ইহা কল্পিত জ্ঞান নহে। বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান ; ইহাই সংসারের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

১ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ, + ৩ যততি = যত্ন করে, ২ সিদ্ধয়ে = সিদ্ধি লাভের জন্য ; ৪ যততাং ইত্যাদি, ৬ বেত্তি = জানে, ৫ তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

১ ভূমিঃ, + আপঃ = জল, + অনলঃ + বায়ুঃ, খং — আকাশ, মনঃ, + বুদ্ধিঃ + এবচ, অহঙ্কারঃ + ২ ইতি + ইয়ং মে, ৪ ভিন্নাঃ = বিভক্ত, ৫ প্রকৃতিঃ, + ৩ অষ্টধাঃ = অষ্টপ্রকারে ॥ ৪ ॥

৩ অপরা + ২ ইয়ং + ৪ ইতঃ + তুঃ + অন্যাং ৭ প্রকৃতিং বিদ্ধি, ৫ মে পরাং, ৬ জীবভূতাং ১ মহাবাহো ! ৮ যয়া + ইদং ১০ ধার্য্যতে ৯ জগৎ ॥ ৫ ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে অল্প লোকেই সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে এবং সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নকারিগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে।—প্রারব্ধ ফলে, নানারূপ প্রত্যবায় হেতু সকলের সমান চেষ্টা বা ফল লাভ হয় না ॥ ৩ ॥

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো ! এ সকল হইতে বিভিন্না, জীবভূতা, আমার যে পরমা প্রকৃতি আছে, তাহারই দ্বারা জগৎ সংসার চলিতেছে—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সংশয়াত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ও অহঙ্কার, সমস্তই অবস্থাতে উপরত আত্মারই প্রকৃতি মাত্র, বেদান্তে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত আছে। অর্থাৎ আমি এই সকল রূপে প্রত্যক্ষ ॥৪-৫ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়ঃ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

১ এতৎ+৪ যোনীনি, ৩ ভূতানি ২ সর্ব্বাণি,+৫ ইতি+উপধারয়=ইহা জানিবে; ৬ অহং ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

২ মত্তঃ পরতরং=আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর; ৪ ন+৩ অন্যৎ, ৫ কিঞ্চিৎ+অস্তি, ১ ধনঞ্জয়! ৯ ময়ি ৮ সর্ব্বং+ইদং, ১০ প্রোতং=প্রোথিত; ৬ সূত্রে মণিগণাঃ+ইব ॥ ৭ ॥

৩ রসঃ,+২ অহং,+অপ্সু=জলে, ১ কৌন্তেয়! ৫ প্রভা+অস্মি, ৪ শশিসূর্য্যয়োঃ, ৭ প্রণবঃ=ওঁকার, ৬ সর্ব্ববেদেষু ৯ শব্দঃ, ৮ খে=আকাশে, ১১ পৌরুষং, ১০ নৃষু=মনুষ্যে ॥ ৮ ॥

ইহাকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি স্থল বলিয়া জানিবে; এবং আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু।—ভাগবতে বর্ণিত মহারাসের অর্থ এই; এই আটটি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী, এবং শ্রীরাধা মূলা প্রকৃতি। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি ভগবান্ বিশ্ববৃন্দাবনে ইঁহাদের সহিত নিত্য রাস-লীলায় রত আছেন। তিনি সকলের সঙ্গেই বিদ্যমান। এই রাসলীলা যিনি দিব্য-চক্ষে নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখেন, তিনিই মুক্ত ॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, যদ্রূপ মাল্য মধ্যে নিহিত সূত্রে মণিগণ আবদ্ধ, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব প্রোত ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! আমি জলের গুণ রস-স্বরূপ, চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতিঃ-

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২॥

২ পুণ্যঃ+গন্ধঃ ১ পৃথিব্যাং+চ, ৫ তেজঃ+৪ চ, +৬ অস্মি, ৩ বিভাবসৌ—অগ্নিতে; ৮ জীবনং ৭ সর্ব্বভূতেষু ১১ তপঃ+১০ চ+১২ অস্মি ৯ তপস্বিষু॥ ৯॥

৪ বীজং ২ মাং সর্ব্বভূতানাং ৫ বিদ্ধি, ১ পার্থ! ৩ সনাতনং, ৮ বুদ্ধিঃ+৭ বুদ্ধিমতাং +১১ অস্মি, ১০ তেজঃ+৯ তেজস্বিনাং+৬ অহম্॥ ১০॥

৪ বলং ২ বলবতাং+৫ অস্মি, ৩ কাম রাগ বিবর্জিতং ৭ ধর্ম্ম+অবিরুদ্ধঃ+৬ ভূতেষু ৮ কামঃ+ অস্মি, ১ ভরতর্ষভ॥ ১১॥

১ যে ইত্যাদি, ৩ মত্তঃ+এব+ইতি—আমা হইতেই; ২ তান্ ৪ বিদ্ধি ৭ ন ৬ তু+ ৫ অহং ৮ তেষু, তে ময়ি॥ ১২॥

স্বরূপ, বেদ-সমূহের মধ্যে প্রণব-স্বরূপ, আকাশের শব্দগুণ-স্বরূপ, এবং মনুষ্যের পৌরুষ-স্বরূপ। পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধস্বরূপ, অগ্নিতে তেজঃ-স্বরূপ, সর্ব্বভূতের জীবন-স্বরূপ, এবং তপস্বীর তপস্যা-স্বরূপ॥ ৮-৯॥

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ-স্বরূপ জানিবে; আমিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, এবং তেজস্বিগণের তেজঃ। আমি বলবানের বাসনা ও অনুরাগ বর্জ্জিত বল-স্বরূপ, এবং হে ভরতর্ষভ! জীবের ধর্ম্মানুযায়ী বাসনা-স্বরূপও আমি॥ ১০-১১॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

২ ত্রিভিঃ+গুণময়ৈঃ+ভাবৈঃ+১ এভিঃ=এই ত্রিগুণময় ভাবকর্ত্তৃক, ৪ সর্ব্বং+৩ ইদং ৬ জগৎ, ৫ মোহিতং ৯ ন+অভিজানাতি, ৮ মাং+৭ এভ্যঃ পরম্+অব্যয়ং=এ সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অব্যয় ॥ ১৩ ॥

৬ দৈবী, ২ হি+১ এষা ৪ গুণময়ী, ৩ মম, ৭ মায়া, ৫ দুরত্যয়া—দুষ্পরিহার্য্যা, ৯ মাম্+এব ৮ যে, ১০ প্রপদ্যন্তে=শরণাগত হয়; ১৩ মায়াং+১২ এতাং ১৪ তরন্তি, ১১ তে—তাঁহারা ॥ ১৪ ॥

৫ ন ৪ মাং ২ দুষ্কৃতিনঃ+ মূঢ়াঃ ৬ প্রপদ্যন্তে, ৩ নরাধমাঃ ১ মায়য়াদি ॥ ১৫ ॥

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব সমূহও আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে; কিন্তু আমি তাহাদের অধীন নহি, তাহারাই আমাতে বর্ত্তমান ॥ ১২ ॥

সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণময় ভাব কর্ত্তৃক মোহিত সমস্ত জগৎ পরম অব্যয় স্বরূপ আমাকে এই সকল হইতে পরতর বলিয়া জানিতে পারে না।—ভাগবতী মায়ায় মুগ্ধ জীব ত্রিগুণাতীত আত্মার স্বরূপ-বিজ্ঞানে অসমর্থ। মায়ামুগ্ধ বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্ম গুণাতীত ॥ ১৩ ॥

এই ত্রিগুণময়ী ভাবই আমার দুস্তরণীয়া দৈবী মায়া, যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে ॥ ১৪ ॥

মায়া কর্ত্তৃক অপহৃতজ্ঞান, আসুরিক ভাবাপন্ন, দুষ্কর্ম্মকারী মূঢ় নরাধমেরা আমাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥

৪ চতুর্ব্বিধাঃ+৮ ভজন্তে ৭ মাং ৬ জনাঃ ৫ সুকৃতিনঃ+২ অর্জ্জুন! ৩ আর্ত্তঃ ইত্যাদি, ১ ভরতর্ষভ!॥ ১৬॥

১ তেষাং=তাহাদের মধ্যে, ৩ জ্ঞানী, ২ নিত্যযুক্তঃ+একভক্তিঃ,+৪ বিশিষ্যতে=শ্রেষ্ঠ; ৮ প্রিয়ঃ+৫ হি, ৭ জ্ঞানিনঃ+অত্যর্থং=জ্ঞানিগণের অত্যন্ত,+৬ অহং ৯ সঃ+চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

৩ উদারাঃ ২ সর্ব্বে+এব+১ এতে, ৪ জ্ঞানী ইত্যাদি, ৮ আস্থিতঃ ৬ সঃ+৫ হি ৭ যুক্তাত্মা মাম্+এব+অনুত্তমাং+গতিম্॥ ১৮॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! সুকৃতিশালী লোকে পীড়িত, জিজ্ঞাসু, অর্থাভিলাষী, এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার অবস্থাগত হইয়া আমাকে ভজনা করে। —যাঁহাদের সুকৃতি থাকে, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রহ্মপরায়ণ হন; ক্লেশাদি সেই ব্রহ্মনিষ্ঠার কারণভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা আর্ত্ত হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের সেই ক্লেশকেও সৎপথের প্রবর্ত্তক বলিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বরূপ জানিতে হইবে। তদ্রূপ কেহ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ বা কাম্য বস্তুর প্রার্থনায়, আর কেহ বা জ্ঞানযোগে তাঁহার শরণাপন্ন হন॥১৬॥

তাঁহাদের সকলের মধ্যে, একনিষ্ঠ ভক্ত, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ, আমি জ্ঞানিগণের, এবং তাঁহারা আমার, অত্যন্ত প্রিয়॥ ১৭॥

ঐ চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানীই আমার মতে আত্মার

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

৫ কামৈঃ + ৪ তৈঃ + তৈঃ + ৬ হৃতজ্ঞানাঃ ৯ প্রপদ্যন্তে + ৮ অন্যদেবতাঃ, ৭ তং তং নিয়মং + আস্থায়, ২ প্রকৃত্যা ৩ নিয়তাঃ ১ স্বয়া ॥ ২০ ॥

১ যঃ + যঃ + ৪ যাম্ + যাম্ + তনুং ২ ভক্তঃ, ৩ শ্রদ্ধয়া + ৫ অর্চ্চিতুম্ + ইচ্ছতি = শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, ৭ তস্য তস্য + ৯ অচলাং শ্রদ্ধাং ৮ তাং + এব

স্বরূপ, যেহেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, অত্যুত্তমগতি স্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮ ॥

বহুজন্মান্তে, 'সমস্তই বাসুদেব' এই জ্ঞান লাভ করত যে জ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ মহাত্মা জগতে সুদুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

বিভিন্ন কামনা হেতু হৃতজ্ঞান হইয়া যাঁহারা নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী অন্যদেবতার ভজনা করেন, সেই ভিন্ন দেবতার আরাধনা-রূপ নিয়মানুষ্ঠান-কারী ভক্তগণ যে যে রূপ দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের সেই সেই দেবারাধনা-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে আমিই দৃঢ় করিয়া থাকি।—সকলই ব্রহ্মময়; জীব ভ্রান্তি বশতঃ অন্য দেবারাধনা করিলে তাহা সেই পরব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা সেই ভাবে পূর্ণ হয়। তাঁহাকে যে, যে ভাবে ডাকে, সে সেই ভাবেই পায়। ধর্ম্মা-

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥ ২২ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

১০ বিদধামি+৬ অহং; ১১ সঃ ইত্যাদি ১৫ লভতে ১২ চ ততঃ ১৪ কামান্ ১৩ ময়া ইত্যাদি ॥ ২১-২২ ॥

৬ অন্তবৎ=স্বল্পস্থায়ী, +১ তু ৫ ফলং ২ তেষাং ৪ তৎ+৭ ভবতি, ৩ অল্পমেধসাং= অল্পমতিগণের ৯ দেবান্, ৮ দেবযজঃ=দেবার্চ্চকেরা, +১০ যান্তি ১১ মদ্ভক্তাঃ+১৩ যান্তি ১২ মাম্+অপি ॥ ২৩ ॥

৫ অব্যক্তং, ৭ ব্যক্তিম্+আপন্নং, মন্যন্তে=রূপসম্পন্ন মনে করে, ৬ মাম্+ ৪ অবুদ্ধয়ঃ ৩ পরং ভাবং+অজানন্তঃ+১ মম+২ অব্যয়ং+অনুত্তমং ॥ ২৪ ॥

র্থীর ধর্ম্ম, ধনার্থীর ধন পুত্রার্থীর পুত্র ইত্যাদিও তাঁহারই ভাবান্তর মাত্র। তবে সে সকল স্থায়ী ভাব নহে ॥ ২০-২১ ॥

সেই শ্রদ্ধাবলে উক্ত ব্যক্তি তদারাধনাতে আমারই নিয়মানুসারী শুভফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি জীবগণের লব্ধ ফল অস্থায়ী; কারণ, দেবারাধনাকারিগণ দেবতাকে এবং মদ্ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।—অবিনাশী ভগবদনুসরণ না করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অন্য যে কোনও বিনশ্বর মায়িক বিষয়ানুসরণ করিবে, গতিও তদ্রূপই হইবে। সমস্ত ব্রহ্মময় হইলেও সোপাধিক ব্রহ্ম অর্চ্চনায় মুক্তি হইতে পারে না; এবং তাহার ফল বিনশ্বর ॥ ২৩ ॥

সেই বুদ্ধিহীন জনগণ অব্যক্তস্বরূপ আমাকে ব্যক্ত বলিয়াই জানে,

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

৪ ন+১ অহং ৫ প্রকাশঃ ৩ সর্ব্বস্য ২ যোগমায়া সমাবৃতঃ, ৬ মূঢ়ঃ+৮ অয়ং ১১ ন+অভিজানাতি, ৭ লোকঃ+১০ মাম্+৯ অজং+অব্যয়ং ॥ ২৫ ॥
৯ বেদ্ম=জানি,+২ অহং ৩ সমতীতানি, ৫ বর্ত্তমানানি ৪ চ+১ অর্জ্জুন! ভবিষ্যাণি ৬ চ ৮ ভূতানি ১২ মাং+১০ তু ১৪ বেদ ১৩ ন ১১ কশ্চন ॥ ২৬ ॥
৫ ইচ্ছাদি, ২ ভারত! ৩ সর্ব্বভূতানি ৬ সম্মোহং, ৪ সর্গে=সৃষ্টিতে, ৭ যান্তি, ১ পরন্তপ! ॥ ২৭ ॥

যেহেতু আমার পরমোৎকৃষ্ট অব্যয় ভাব জানে না।—ব্রহ্মস্বরূপ না জানাতেই তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া থাকে, ফলতঃ তিনি অরূপ অব্যয় ॥ ২৪ ॥

আমি যোগমায়া সমাচ্ছন্ন হইয়া লোকের নিকট অপ্রকাশিত। এই বিমূঢ় জগৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় স্বরূপ আমাকে জানে না।—সংসার, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যোগস্বরূপ মায়াচ্ছন্ন, সুতরাং মায়াতীত নিরঞ্জনের জ্ঞান সকলের হয় না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া একান্ত ভক্তের নিকটই প্রকাশিত হন ॥ ২৫ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র ভূতগ্রাম অবগত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই অবগত নহে ॥ ২৬ ॥

হে ভরত কুলোদ্ভব! সৃষ্ট সংসারে, ইচ্ছা-দ্বেষ সঞ্জাত দ্বন্দ্ব ভাব-জনিত মোহ কর্ত্তৃক সর্ব্বভূতই মুগ্ধ থাকে ॥ ২৭ ॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা
ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্ন-
মধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

১ যেষাম্+ ৫ অন্তগতং ৪ পাপং ৩ জনানাং, ২ পুণ্যকর্ম্মণাং, ৬ তে দ্বন্দ্বমোহ নির্ম্মুক্তাঃ+৯ ভজন্তে ৮ মাং ৭ দৃঢ় ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

২ জরাদি, ১ যে, ৩ তে ৫ ব্রহ্ম ৪ তৎ+৮ বিদুঃ ৭ কৃৎস্নং+অধ্যাত্মকর্ম্ম ৬ চ+ অখিলং ॥ ২৯ ॥

যে পুণ্য কর্ম্মশীল জনগণের পাপের অবসান হইয়াছে, তাহারাই উক্ত দ্বন্দ্বভাবজনিত মোহমুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকেই ভজনা করে ॥ ২৮ ॥

জরা মরণাদি হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য আমার আশ্রয় গ্রহণকারী যত্নশীল ব্যক্তিগণ সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, এবং সমগ্র অধ্যাত্ম জ্ঞান, ও কর্ম্ম সমূহও জানিতে পারে।

ভক্ত ভগবদনুকম্পাতেই স্বতঃ মোক্ষের উপায়ভূত পরম জ্ঞান লাভ করেন। "ব্রহ্মজ্ঞান কে দিবে"? এই দুশ্চিন্তা যাঁহাদের মনে হয়, তাঁহারা ভাবেন না যে, উহা আর কে দিতে পারে? তবে তদেকনিষ্ঠার প্রয়োজন; তাহা হইলেই স্বতঃ জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি বিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

২ স+অধিভূত+অধিদৈবং=অধিভূতাদি সহিত; ৪ মাং, ৩ স+অধিযজ্ঞং =অধিযজ্ঞের সহিত; চ; ১ যে, ৫ বিদুঃ=জানে, ৮ প্রয়াণ কালে+অপি চ মাং ৬ তে ৯ বিদুঃ+৭ যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অধিভূত, অধিদৈব, ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে যাঁহারা জানেন, সেই যুক্তচিত্তগণ মৃত্যুকালেও আমাকে জানিয়া থাকেন।—অধিভূত, অধিদৈব, ও অধিযজ্ঞের ব্যাখ্যা অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (৩-৪ শ্লোক)। সংস্কারগত জ্ঞান মৃত্যুকালেও লুপ্ত হয় না ॥ ৩০ ॥

ইতি বিজ্ঞানযোগনামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

১ হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! ২, কিং+তৎ+ব্রহ্ম—ইত্যাদি॥ ১-২ ॥
ভূতভাব+উদ্ভবকরঃ+বিসর্গঃ=জীবভাবের উৎপত্তি-জনক অনুষ্ঠান ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব কাহাকে বলে? হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞই বা কিরূপ এবং কে? নিয়তাত্মগণ আসন্নকালে কিরূপে তোমাকে জানিতে পারেন? ॥ ১-২ ॥

ভগবান্ কহিলেন;—পরব্রহ্ম অক্ষর-স্বরূপ, উক্ত পরব্রহ্মের প্রকৃতি-স্বরূপকে অধ্যাত্ম বলা যায়, এবং ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও সম্বর্দ্ধনকর ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলা যায়।—পরব্রহ্ম অক্ষর, যেহেতু তাঁহার বিনাশ নাই।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

১ দেহভৃতাং+বর!=হে দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ॥ ৪ ॥

১ অন্তকালে চ মাম্+এব, স্মরন্, ৩ মুক্ত্বা=ত্যাগ করিয়া, ২ কলেবরং ৪ যঃ ইত্যাদি, ৬ নাস্তি+৫ অত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি মায়াদি গুণাতীত উত্তম পুরুষ এবং ক্ষর ও অক্ষর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উক্ত, তাঁহারই ব্রহ্মভাব অক্ষর ও কূটস্থ চৈতন্য-স্বরূপ। ঐ পর-ব্রহ্মের যে প্রকৃতি, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান্ ভাব সমূহ, তাহাই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত। উৎপত্তি-স্থিতি-হেতুর চেষ্টারূপ কার্য্যাদি, কর্ম্ম-স্বরূপে উক্ত। কর্ম্মানুরূপ ফলভোগের জন্যই জীবের দেহ ধারণ, সুতরাং কর্ম্মই জীবভাবের প্রণোদক ॥ ৩ ॥

হে দেহিশ্রেষ্ঠ! ক্ষরভাব অধিভূত, পুরুষ অধিদৈব, এবং দেহীর দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।—ভূতগ্রাম বিনশ্বর, সুতরাং ক্ষর ভূতাধিষ্ঠিতভাব। দেহরূপ পুরে শয়নকারী হিরণ্যগর্ভ নামক পুরুষকে অধিদৈব, এবং ভগবানের যে ভাব অহং জ্ঞান দ্বারা পৃথক সংজ্ঞা প্রাপ্ত ও কর্ম্মী হয়, তাহাই অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করত যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই।—আসন্ন সময়ে ভগবচ্চিন্তাহেতু ব্রহ্মভাবাপন্ন থাকিলে, ব্রহ্মপদেই অবস্থিতি-স্বরূপ মুক্তি লাভ হয় ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

৩ যং যং বা+অপি ৫ স্মরন্ ৪ ভাবং ৭ ত্যজন্তি+২ অন্তে,৬ কলেবরং, ৯ তং তং+ এব+এতি=তাহা তাহাই প্রাপ্ত হয়; ১ কৌন্তেয়! ৮ সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ=সর্ব্বদা সেই চিন্তাকারী ॥ ৬ ॥

১ তস্মাদাদি, মাম্+অনুস্মর; মাম্+এব+এষ্যসি=পাইবে ॥ ৭ ॥

(তাহার হেতু দেখাইতেছেন)—মৃত্যুকালে যে যে ভাব চিন্তা করত কলেবর ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সর্ব্বদা সেইভাব ভাবনাকারী ব্যক্তি, সেই সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, সর্ব্বদা যাহা চিন্তা করিবে, আসন্নকালে চিত্ত অবশ হইলে, সংস্কার বশে সেই চিন্তা ও ভাব উদয় হওয়ায়, জন্মান্তরেও তদনুরূপ অবস্থা হয়। তখন ভগবদ্ভাবযুক্ত হইলে, ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায়, আর জন্ম হয় না ॥ ৬ ॥

অতএব সর্ব্বদা আমাকেই স্মরণ কর, এবং যুদ্ধও কর; আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে, নিঃসন্দেহ আমাকেই পাইবে।—ভিন্ন সংস্কারাপন্ন চিত্ত, অন্তে বিবশাবস্থায় কখনই ব্রহ্ম চিন্তা করিতে পারে না। নিয়ত তচ্চিন্তা দ্বারা সেই ব্রহ্মপদে চিত্ত সংলগ্ন থাকা সংস্কারগত হইলে, মৃত্যুকালে যখন চিত্ত অবশ হইবে, তখন ব্রহ্মচিন্তা আপনা হইতে উদিত হইবে, নচেৎ তৎকালে চেষ্টা করা যায় না ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।৯।
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ১০ ॥

২ অভ্যাস যোগ যুক্তেন, ৪ চেতসা ৩ ন + অন্যগামিনা = অনন্যগামী চিত্তে, ৭ পরমং পুরুষং ৬ দিব্যং ৮ যাতি, ১০ পার্থ! + ৫ অনুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

১১ কবিং ইত্যাদি; ১২ অণোঃ + অণীয়াং = অণু অপেক্ষা সূক্ষ্মকে, ১৬ সমনুস্মরেৎ + ১ যঃ, ১৩ সর্ব্বস্যাদি, ১৫ আদিত্যবর্ণং, ১৪ তমসঃ পরস্তাৎ = মলিন মনোবুদ্ধির অগম্য হেতুক, ২ প্রয়াণ-কালে = মৃত্যু সময়ে, ৪ মনসা + ৩ অচলেন, ৫ ভক্ত্যা + যুক্তঃ + ৬ যোগ-বলেন চ + এব; ৮ ভ্রুবোঃ + মধ্যে প্রাণং + ১০ আবেশ্য, ৯ সম্যক্, ১৭ সঃ + তংপরং, ১৯ পুরুষং + ২০ উপৈতি = প্রাপ্ত হয়, ১৮ দিব্যং ॥ ৯-১০ ॥

হে পার্থ! অভ্যাস যোগযুক্ত ও অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা নিরন্তর চিন্তা করত দিব্য পরম পুরুষানুগমন হয় ॥ ৮ ॥

কবি (সর্ব্বজ্ঞ), পুরাণ (অনাদি), বিশ্ব শাসনকারী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, তমঃ পারে ব্যবস্থান-হেতু সূর্য্যসম ভাস্বরকে, যিনি অচল ভক্তি ও যোগবল সম্পন্ন চিত্তে, ভ্রূ-মধ্যে প্রাণ সন্নিবেশ করত অন্তকালে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং
স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

২ যৎ+অক্ষরং, ১ বেদবিদঃ+৩ বদন্তি, ৭ বিশন্তি=প্রবেশ করে, ৬ যৎ+৫ যতয়ঃ +৪ বীতরাগাঃ ৮ যদিত্যাদি, ১১ তৎ+৯ তে ১২ পদং, ১০ সংগ্রহেণ=সংক্ষেপে, ১৩ প্রবক্ষ্যে=বলিতেছি ॥ ১১ ॥

২ সর্ব্বেত্যাদি, ৩ মূর্দ্ধ্নি+৫ আধায়+৪ আত্মনঃ প্রাণম্+৭ আস্থিতঃ+৬ যোগ-ধারণাং ৮ ওমিত্যাদি, ব্যাহরন্=বলিয়া, ১ যঃ ১১ প্রয়াতি ১০ ত্যজন্ ৯ দেহং ১২সঃ+ ১৪ যাতি ১৩ পরমাং গতিং ॥ ১২-১৩ ॥

বেদজ্ঞগণ যে অক্ষরের বিষয় বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাহাতে নিবিষ্ট হন, যে পদ কামনায় লোক ব্রহ্মচর্য্য করে, সংক্ষেপে সেই পদের কথা তোমাকে বলিব ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বার সংযত, ও মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করত মস্তকে নিজ প্রাণকে ধারণ করিয়া যোগ ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক, এবং "ওঁ" এই একমাত্র অক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করত যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তিনিই পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্যচেতাঃ ৩ সততং ২ যঃ+৫ মাং ৭ স্মরতি ৬ নিত্যশঃ ৯ তস্য+৮ অহং ১১ সুলভঃ ১ পার্থ! ১০ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

৫ মাম্ + উপেত্য=আমাকে পাইয়া, ৮ পুনর্জন্ম ৭ দুঃখালয়ম্+৬ অশাশ্বতম্= অনিত্য, ৯ ন +আপ্নুবন্তি=প্রাপ্ত হন না, ৪ মহাত্মানঃ ২ সংসিদ্ধিং ১ পরমাং, ৩ গতাঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

সহস্রাদি, তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ ॥ ১৭ ॥

হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥ ১৪ ॥

পরমা-সিদ্ধি-প্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয় স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না ॥ ১৫ ॥

হে অর্জ্জুন! ভুবন হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জীবগণ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর পুনর্জন্ম থাকে না ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিবস স্বরূপে জ্ঞেয়, রাত্রিও ঐরূপ এক সহস্র যুগে জানিলে প্রকৃত অহোরাত্র জানা হয় ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বেঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

১ অব্যক্তাদি, ৩ প্রভবন্তি=প্রাদুর্ভূত হয়;+২ অহঃ+আগমে, ৪ রাত্রি+আগমে, ৬ প্রলীয়ন্তে=লয় প্রাপ্ত হয়, ৫ তত্রাদি—সেই অব্যক্ত স্বরূপই ॥ ১৮ ॥

২ ভূতগ্রামঃ, ১ সঃ+এব+অয়ং ৩ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ৫ রাত্র্যাগমে+অবশঃ, ৪ পার্থ! ৭ প্রভবন্তি,+৬ অহরাগমে ॥ ১৯ ॥

৭ পরঃ+৫ তস্মাৎ+৪ তু, ১১ ভাবঃ+৮অন্যঃ+১০ অব্যক্তঃ+৬ ব্যক্তাৎ ৯ সনাতনঃ, ১ যঃ, ৩সঃ+২ সর্ব্বেষাদি ॥ ২০ ॥

ঐরূপ দিবসাগমে সকলেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তভাবে চেষ্টাশীল হয়, এবং ঐরূপ রাত্রিকালে সেই অব্যক্ত ভাবেই লীন হয় ॥ ১৮ ॥

হে পার্থ! এই রূপে সেই ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণান্তে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহারা উক্তরূপ রাত্রে অবশ এবং দিবসে সঞ্জাত হইয়া থাকে।—ইহাই মন্বন্তরান্তে মহাপ্রলয় ॥ ১৯ ॥

ঐ ব্যক্ত ভাব হইতে পৃথক্ এবং অনাদি অপর এক অব্যক্ত ভাব আছে, তাহা সর্ব্ব জীব বিনষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

১ অব্যক্তঃ+অক্ষরঃ+ইতি+উক্তঃ+২ তম্+৪ আহুঃ ৩ পরমাংগতিং. ৫ যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ=যাহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না তাহা; +৮ ধাম, ৭ পরমং ৬ মম ॥ ২১ ॥

৪ পুরুষঃ, ৩ সঃ,+পরঃ=শ্রেষ্ঠ, ১ পার্থ! ৬ ভক্ত্যালভ্যঃ+৫তু+অনন্যয়া, ২ যস্যাদি, ততং=ব্যাপ্ত ॥ ২২ ॥

২ যত্র কালেতু,+৫ অনাবৃত্তিং+আবৃত্তিং+চ+এব ৪ যোগিনঃ, ৩ প্রয়াতাঃ+ ৬ যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি, ১ ভরতর্ষভ! ॥ ২৩ ॥

সেই অব্যক্তই অক্ষর, এবং তাহাই পরমাগতি স্বরূপে উক্ত; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥

হে পার্থ! সমগ্র ভূতগ্রাম যাঁহার অন্তঃস্থ, এবং যিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই পরম পুরুষকে অনন্যভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়, (উপায়ান্তর দ্বারা হয় না)—ইহা সার কথা; ভক্তি না হইলে, জ্ঞানচক্ষু কিছুতেই প্রস্ফুটিত হয় না। অপর যাহা কিছু কর, বহুদূরে গিয়া পড়িবে; ভক্ত হও, ভগবানে সমস্ত নির্ভর কর; দিব্য জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস, স্থৈর্য্য, সরলতাদি স্বতঃ হইবে ॥২২॥

হে ভারত! যেকালে যোগিগণ মরিলে পুনর্জন্ম হয়, এবং যেকালে হয় না, সেই সকল কালের বিষয় বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫ ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭ ॥

২ অগ্ন্যাদি, ৪ গচ্ছন্তি, ৩ ব্রহ্ম, ১ ব্রহ্মবিদঃ+জনাঃ॥ ২৪ ॥

২ ধূমঃ ইত্যাদি ১ যোগী, ৩ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫ ॥

৪ শুক্লকৃষ্ণে গতীহি ১ এতে, ৩ জগতঃ ২ শাশ্বতে মতে, ৫ একয়া, ৭ যাতি+ ৬ অনাবৃত্তিং+৮ অন্যয়া,+১০ আবর্ত্ততে ৯ পুনঃ॥ ২৬ ॥

৩ ন,+২ এতে সৃতী=এই গতি, ১ পার্থ! ৪ জানন্ ৬ যোগী, ৭ মুহ্যতি=মোহিত হয়, ৫ কশ্চন=কেহ কেহ, ৮ তস্মাৎ ইত্যাদি, ৮ অর্জ্জুন!॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল ও উত্তরায়ন ষণ্মাসে বিগত হইয়া ব্রহ্মানুগমন করিয়া থাকেন॥ ২৪ ॥

যোগী ব্যক্তি ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ, এবং দক্ষিণায়ন ষণ্মাসে চান্দ্রমসজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন।—যে যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন॥ ২৫ ॥

জগতের অনাদি কাল হইতেই এই শুক্লা ও কৃষ্ণা-রূপ উভয়বিধ গতি হইতেছে; একপ্রকার গতি দ্বারা অনাবৃত্তি, এবং অপর প্রকারে পুনরাবৃত্তি হয়॥ ২৬ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮॥

ইত্যক্ষরব্রহ্মযোগোনাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

১ বেদেষু—ইত্যাদি, প্রদিষ্টং—নিরূপিত আছে, ৫ অত্যেতি=প্রাপ্ত হয়, ৪ তৎসর্ব্বং, ৩ ইদং বিদিত্বা=ইহা জানিয়া, ২ যোগী, ৭ পরং স্থানং+উপৈতি, ৬ চ+আদ্যং॥ ২৮॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

হে পার্থ! এই উভয়বিধ পথ না জানিয়া কোন কোন যোগী মুগ্ধ হন, অতএব অর্জ্জুন! সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও॥ ২৭॥

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে, যে পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যোগী ব্যক্তি এই জ্ঞানসহকারে সেই সমস্তই লাভ করেন, এবং সর্ব্বমূলীভূত পরম পদ প্রাপ্ত হন। কোন কোন গ্রন্থে "অত্যেতি" পাঠ দেখা যায়, অর্থাৎ "অতিক্রম করে", কিন্তু গীতায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করিলে, "অভ্যেতি" অধিকতর সঙ্গত পাঠ মনে হয়॥ ২৮॥

ইতি তারকব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥

৩ ইদং + তু - ১ তে = তোমাকে, ৪ গুহ্যতমং ৭ প্রবক্ষ্যামি, + ২ অনসূয়বে = অসূয়াবিহীনকে, ৬ জ্ঞানং ৫ বিজ্ঞান সহিতং, ৮ যদ্ + জ্ঞাত্বা = যাহা জানিয়া, মোক্ষ্যসে + ৯ অশুভাৎ॥ ১॥

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের এই গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিব, তুমি অসূয়া-রহিত, ইহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। একান্ত ভক্তি দ্বারা এই পরম জ্ঞানলাভ করা যায়; ইহা বিজ্ঞান সহিত, অর্থাৎ কল্পিত নহে, ভগবদ্-বিদ্বেষীর এ জ্ঞান জন্মে না॥ ১॥

সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, গুহ্যতম, পবিত্র, এই উত্তম, প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদ, ধর্ম্মানুযায়ী জ্ঞান, সুখসাধ্য এবং অব্যয়। সুখসাধ্য—যেহেতু কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিবৎ কষ্টসাধ্য নহে॥ ২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুঃ সংসার বর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহন্তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

৪ অশ্রদ্দধানাঃ=শ্রদ্ধাহীন, পুরুষাঃ+৩ ধর্ম্মস্য+২ অস্য, ১ পরন্তপ। ৬ অপ্রাপ্য ৫ মাং, ১৮ নিবর্ত্তন্তে, ৭ মৃত্যুঃসংসার বর্ত্মনি=মৃত্যু ও সংসার পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

২ ময়া, ৪ ততং=পরিব্যাপ্ত,+৩ ইদং সর্ব্বং জগৎ+১ অব্যক্তমূর্ত্তিনা, ৫ মৎস্থানি—আমাতে স্থিত, ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

১ নচ ইত্যাদি; ২ ভূতভৃৎ—জীবগণের ভরণ পোষণ কর্ত্তা; +৫ নচ ভূতস্থঃ+৪ মম+আত্মা, ৩ ভূতভাবনঃ=জীবের বর্দ্ধক ॥ ৫ ॥

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমাকে না পাইয়া মৃত্যু ও সংসার পথে নিয়ত ভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত, আমি ঐ সকলে স্থিত নহি ॥ ৪ ॥

আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ যে, এই সমস্ত ভূতগ্রামও আমাতে স্থিত নহে, আমি ভূতসমূহের বর্দ্ধক ও পালক হইলেও, তৎসমূহে অবস্থিত নহি।—ব্রহ্ম হইতে সমস্ত উৎপন্ন, ব্রহ্মে সকলই স্থিত, তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বকর্ত্তা অথচ নির্লিপ্ত; ঐ সকলের কর্ত্তাদি নহেন. ইহাই ঐশ্বরিক যোগ ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতোনিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোমহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥

১ যথা + ৫ আকাশস্থিতঃ + ৪ নিত্যং ৩ বায়ুঃ ২ সর্ব্বত্রগঃ + মহান্; ৬ তথা ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

৩ সর্ব্বভূতানি, ১ কৌন্তেয়! ৫ প্রকৃতিং যান্তি ৪ মামিকাং = মদ্ভাবপ্রাপ্ত হয়; ২ কল্পক্ষয়ে, ৬ পুনঃ + ৯ তানি, ৭ কল্পাদৌ = কল্পারম্ভে ১০ বিসৃজামি + ৮ অহং ॥ ৭ ॥

৬ প্রকৃতিং, [illegible] ৭ অবষ্টভ্য = অধিষ্ঠান করিয়া, ৯ বিসৃজামি, পুনঃ পুনঃ, ৪ ভূতগ্রামং + ৩ ইমং কৃৎস্নং = এই সমস্ত জীবাদিকে, + ২ অবশং, ১ প্রকৃতেঃ + বশাৎ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বত্রগামী সুবিস্তৃত বায়ুরাশি যে ভাবে নিয়ত আকাশে অবস্থিত, ভূত সমূহও তদ্রূপে আমাতে অবস্থিত, ইহা ধারণা করিবে। বায়ু ও আকাশ-বিভিন্ন পদার্থ, অথচ বায়ু আকাশস্থ ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সর্ব্বভূত মৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি ॥ ৭ ॥

আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করত, প্রকৃতি-বশে অবশ সমগ্র ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করি।—জীব, প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ কর্ম্ম ও বাসনাদিজনিত ভোগ এবং অনুরূপ দেহ ধারণে জীবের অন্যথা করিবার শক্তি নাই। তাহা স্বতঃই হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তন্তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

৭ নচ, ৫ মাং ৬ তানি কর্ম্মাণি, ৮ নিবধ্নন্তি, ১ ধনঞ্জয়! ৪ উদাসীনবৎ+আসীনং,+৩ অসক্তম্=অনাসক্তকে; +২ তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

২ ময়া+অধ্যক্ষেণ, ১ প্রকৃতিঃ, ৪ সূয়তে=প্রসব করে; ৩ সচরাচরং=স্থাবর জঙ্গমাদি সমগ্র বিশ্ব; ৭ হেতুনা+৬ অনেন=এইজন্য; ৫ কৌন্তেয়! ৮ জগৎ+বিপরিবর্ত্ততে=বারম্বার সম্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

১০ অবজানন্তি=অবজ্ঞা করে, ৯ মাং ৫ মূঢ়াঃ+৮ মানুষীং তনুং+আশ্রিতম্;

হে ধনঞ্জয়! ঐ সকল কর্ম্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে সেই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না।—আসক্তজীব কর্ম্মবশে দেহ-ধারণ করে, কিন্তু আমি অনাসক্ত বলিয়া আবদ্ধ হই না ॥ ৯ ॥

আমাকর্ত্তৃকই প্রকৃতি চরাচর-সহ সমগ্র বিশ্ব প্রসব করে; হে কৌন্তেয়! এই হেতুতেই জগতের বারংবার উৎপত্তি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর মহৎভাব অপরিজ্ঞাত হইয়া, মানুষী দেহধারী জ্ঞানে, মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে।—জীব অজ্ঞানতা বশতঃ নির্লিপ্ত আত্মাকে মনুষ্য মনে করে ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

৭ পরং ভাবং+অজানন্তঃ ৬ মম ভূতমহেশ্বরম্, ১ মোঘাশাদি, ৩ প্রকৃতিং ২ মোহিনীং, ৪ শ্রিতাঃ=আশ্রয় করিয়া ॥ ১১-১২ ॥

৫ মহাত্মানঃ+২ তু ৬ মাং ১ পার্থ! ৩ দৈবীং প্রকৃতিম্+৪ আশ্রিতাঃ, ১০ ভজন্তি +৯ অনন্যমনসঃ+৮ জ্ঞাত্বা ৭ ভূতাদিম্+অব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

৪ সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ+৩ মাং, ৫ যতন্তঃ+চ=এবং যত্ন-সহকারে, ১ দৃঢ়ব্রতাঃ, ৮ নমস্যন্তঃ+চ ৭ মাং ৬ ভক্ত্যা ২ নিত্য যুক্তাঃ+৯ উপাসতে ॥ ১৪ ॥

মোহকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতি-যুক্ত, অজ্ঞান ব্যক্তিগণের আশা, কর্ম্ম, ও জ্ঞান সকলই ব্যর্থ।—রাজসিক ও তামসিক রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি; ইহারা জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে ॥ ১২ ॥

কিন্তু হে পার্থ! অনন্যচিত্ত, দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মাগণ, আমাকে ভূতগ্রামের আদি, ও অব্যয় স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন।—প্রকাশাত্মক সাত্ত্বিকী দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মা, জ্ঞানচক্ষে সমস্ত দেখিয়া, আমাকেই ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বদা আমার বিষয় কীর্ত্তনকারী, দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া যত্নকারী, এবং ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কারকারী নিত্যযুক্তগণ আমারই উপাসনা করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

১ জ্ঞানযজ্ঞেন ৪ চ+অপি+৩ অন্যে ২ যজন্তঃ+৬ মাম্ +উপাসতে, একত্বেনাদি ॥ ১৫ ॥

স্বধা=পিত্র্যর্থ শ্রাদ্ধাদি; আজ্যং=হোম-ঘৃতাদি; নিধানং=লয়স্থান; তপামি=উত্তাপ দান করি; বর্ষং=বৃষ্টিকারী ॥ ১৬-১৯ ॥

অপরে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা একত্ব বা বিভিন্নত্ব হেতু বহুরূপ এবং বিশ্বমুখ আমারই উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি, আমি হুত।—ক্রতু,=শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি; যজ্ঞ,=পঞ্চতপাদি; স্বধা, আজ্য,=হোমার্থ ঘৃত: অর্থাৎ যজ্ঞোপকরণ ও যজ্ঞাদি এবং ভোক্তা সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

আমি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, বেদ্য (জ্ঞেয়), পবিত্র ওঁকার-স্বরূপ, ঋক্, সাম, ও যজুর্ব্বেদ। গতি, ভর্ত্তা (পালনকর্ত্তা), প্রভু,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

২ ত্রৈবিদ্যাঃ=ত্রিবেদজ্ঞগণ, + ৪ মাং ১ সোমপাঃ পূতপাপাঃ=সোমরসপায়ী নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ, + ৩ যজ্ঞৈঃ + ৫ ইষ্ট্বা। ৬ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে; ৭ তে পুণ্যং, + ৯ আসাদ্য= প্রাপ্ত হইয়া, ৮ সুরেন্দ্র লোকং, + ১৩ অশ্নন্তি=ভোগ করে; ১১ দিব্যান্, + ১০ দিবি= স্বর্গে; ১২ দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

১ তে তং ৪ ভুক্ত্বা, ৩ স্বর্গলোকং ২ বিশালং, ৫ ক্ষীণে ইত্যাদি; ত্রয়ীধর্ম্মং + অনুপ্রপন্নাঃ=বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণ ॥ ২১ ॥

সাক্ষী (দ্রষ্টা-স্বরূপ), ভোগস্থান, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান, বীজ (হেতু), ও অব্যয়; হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ দিই ও বৃষ্টি করিয়া থাকি, নিগ্রহ ও উৎসর্গ করি, আমি অমৃত এবং মৃত্যু, সৎ এবং অসৎ ॥১৭-১৯॥

বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ, পাপক্ষয়ের জন্য আমাকেই যজ্ঞাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত সোমপায়ী হইয়া স্বর্গাদি প্রার্থনা করে; তাহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবলোকে দেব ভোগ করিয়া থাকে।— আমাকেই ভজনা করিলেও স্বর্গভোগাদি কামনা থাকায় তাহাই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করত পুণ্যকর্ম্মফল ক্ষয় হইলে

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

২ অনন্যঃ + চিন্তয়ন্তঃ + ৩ মাং ১ যে জনাঃ, ৪ পর্য্যুপাসতে = উপাসনা করে, ৬ তেষা ইত্যাদি ; ৫ অহং ॥ ২২ ॥

১ যে + ৩ অপি ২ অন্যদেবতা ভক্তাঃ + ৫ যজন্তে ৪ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ, ৭ তে + অপি ৯ মাম্ + এব, ৬ কৌন্তেয় ! ১০ যজন্তি + ৮ অবিধিপূর্ব্বকং ॥ ২৩ ॥

পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে ; এইরূপে বেদোক্ত ধর্ম্মাদি অবলম্বন-কারিগণ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করে।—বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের ফলে, সুখ, স্বর্গ, ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ হয়, এবং ভোগাবসানে পুনর্ব্বার জন্ম হয় ॥ ২১ ॥

যাহারা অনন্যচিত্তে আমাকেই চিন্তা করত ভজনা করে, সেই নিত্যযুক্তদিগের যোগক্ষেম, আমিই বহন করি।—ভগবদেকনিষ্ঠা-রূপ যোগানুষ্ঠানকারিগণই নিত্যযুক্ত, তাহাদের যোগ অর্থাৎ ঐ কার্য্যে আসক্তি, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি, ও ক্ষেম অর্থাৎ কল্যাণ, বিঘ্ন নিবারণাদি ভগবানই করেন ॥ ২২ ॥

যে অন্য-দেবতা-ভক্তগণ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যজনা করে, হে কৌন্তেয় ! তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে।—সমস্তই ব্রহ্মময়, ভ্রান্তিবশে নানা রূপ মূর্ত্তির অর্চ্চনায় সেই ব্রহ্মেরই অর্চ্চনা হয় বটে, কিন্তু ঐ অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক নহে। সুখ, ঐশ্বর্য্যাদির কামনা ও রূপ, ধন, যশঃ, শত্রুজয়াদি প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মপদ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ? সুতরাং এ উপাসনা অবিধি ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

২ অহং ১ হি, ৩ সর্ব্বেত্যাদি; ৭ ন ৪ তু, ৬ মাং, + ৮ অভিজানন্তি, = জানে, ৫ তত্ত্বেন, + ৯ অতঃ, + ১১ চ্যবন্তি = বিচ্যুত হয়; ১০ তে ॥ ২৪ ॥

২ যান্তি ১ দেবব্রতাঃ + দেবান্ ৪ পিতৄন্ + যান্তি ৩ পিতৃব্রতাঃ; ৬ ভূতানি যান্তি, ৫ ভূতেজ্যাঃ = ভূত পূজকগণ, + ৮ যান্তি, ৭ মদ্যাজিনঃ + অপি = আমার অর্চ্চনাকারিগণও; মাম্ ॥ ২৫ ॥

২ পত্রং, পুষ্পং, ফলং, তোয়ং = জল, ১ যঃ + মে, ৩ ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি = ভক্তি সহকারে দেয়; ৬ তৎ + ৪ অহং, ৭ ভক্ত্যুপহৃতম্ + অশ্নামি = ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত (দ্রব্য) আহার (গ্রহণ) করি; ৫ প্রযতাত্মনঃ = সংযতাত্মার ॥ ২৬ ॥

আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলিয়াই পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।—তিনি সর্ব্বময় হইলেও তাঁহার বিভিন্ন ভাব অর্চ্চনায় ভোগাবসানে পুনর্জ্জন্ম হয় ॥ ২৪ ॥

দেবার্চ্চনাকারিগণ দেবলোকেই গমন করে, পিত্রর্চ্চনাকারিগণ পিতৃলোকেই গমন করে, এবং ভূতার্চ্চকগণ ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়, আর আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও বারি দান করে, যত্নবানের ভক্তিপ্রদত্ত সেই সমস্ত আমি গ্রহণ করি ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

২ যদাদি, জুহোষি—হোম কর; ১ কৌন্তেয়! ৩ তৎ, ৫ কুরুষ্ব=কর, ৪ মদর্পণ =আমাতে অর্পণ ॥ ২৭ ॥

৩ শুভাশুভ ফলৈঃ+১ এবং ৫ মোক্ষ্যসে, ৪ কর্ম্মবন্ধনৈঃ ৭ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা: বিমুক্তঃ+মাম্+উপৈষ্যসি=মুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে ॥ ২৮ ॥

৩ সমঃ+১ অহং, ২ সর্ব্বভূতেষু, ৫ ন ৪ মে, ৬ দ্বেষ্যঃ+ অস্তি, ৭ ন প্রিয়ঃ, ১০ যে ১২ ভজন্তি, ৯ তু ১১ মাং ভক্ত্যা, ১৪ ময়ি, ১৩ তে ১৭ তেষু ১৬ চ+অপি +১৫ অহং ॥ ২৯ ॥

হে কৌন্তেয়! যে কার্য্য করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যে আহুতি দিবে, যাহা দান করিবে, এবং যে তপস্যা করিবে, তৎসমুদয়ই আমাতে অর্পণ করিবে।—সমস্ত কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর, তাহা হইলে, তাহার ফল ভোগ করিবে না॥ ২৭ ॥

এইরূপে শুভাশুভ-ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত, ও সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা হইয়া বিমুক্তভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

আমি সর্ব্বভূতেই সমান, আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কিছুই নাই; আমাকে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।—যদিও আত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে ব্যাপ্ত, কিন্তু যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে যে ভাবে আত্মাকে দেখে, তদভিমানী হইয়া

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১॥

২ অপি, ১ চেৎ সুদুরাচারঃ+৫ ভজতে ৪ মাম্, ৩ অনন্যভাক্=অপরকে ভজনা না করিয়া, ৭ সাধুঃ+এব ৬ সঃ, +৮ মন্তব্যঃ=জ্ঞেয়, ১ সম্যক্+ব্যবসিতঃ=যথার্থ অনুষ্ঠানকারী+৯ হি সঃ॥ ৩০॥

১ ক্ষিপ্রং=শীঘ্র, ৩ ভবতি, ধর্ম্মাত্মা ৪ শশ্বৎ+শান্তিং নিগচ্ছতি=অচলা শান্তি লাভ করে; ৫ কৌন্তেয়! ৯ প্রতিজানীহি=প্রতিজ্ঞা করিতে পার; ৭ ন, ৬ মে ভক্তঃ, ৮ প্রণশ্যতি॥ ৩১॥

তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়; ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ভক্তিপূর্ব্বক তৎপরায়ণ হইলে, ব্রহ্মকৃপায় দিব্য জ্ঞান হইবে। ঐকান্তিকতা থাকিলে ভগবান্ ত্যাগ করেন না॥ ২৯॥

যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্য-ভজনশীল হইয়া আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া গণ্য, কারণ তাহার অনুষ্ঠান প্রকৃত পথাবলম্বী।—দুরাচার ব্যক্তিও একান্ত ভক্তির সহিত ভগবানের ভজনা করিলে অচিরেই তাহার পূর্ব্বদুষ্কৃতি মোচন হয় কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক পুণ্যানুষ্ঠানকারী মুক্ত হয় না॥ ৩০॥

(সে) সত্বরেই ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়; হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না সে বিষয় তুমিও স্বীকার কর।—ভক্ত মাত্রই একথা জানে॥ ৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥ ৩২॥
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪॥

ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগোনাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।

২ মাং, হি, ১ পার্থ!, ৩ ব্যপাশ্রিত্য=শরণাগত হইয়া, যে+অপি, ৫ স্যুঃ ৪ পাপ-যোনয়ঃ, ৬ স্ত্রিয়ঃ+বৈশ্যাঃ+তথা শূদ্রাঃ+তে+অপি ৮ যান্তি, ৭ পরাং গতিং; ৯ কিমাদি। ১১ অনিত্যং + অসুখং লোকং + ১০ ইমং ১২ প্রাপ্য, ১৪ ভজস্ব, ১৩ মাম্॥ ৩২-৩৩॥

১ মন্মনাঃ+৩ ভব ২ মদ্ভক্তঃ+মদ্‌যাজী, ৪ মাং নমস্কুরু; ৯ মাম্+এব+এষ্যসি= আমাকেই পাইবে; ৮ যুক্ত্বা+৭ এবং+৬ আত্মানং ৫ মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪॥

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

হে পার্থ! ব্রাহ্মণ, পুণ্যবান্, ভক্ত এবং রাজর্ষিদিগের কথা কি, যাঁহারা পাপবংশসম্ভূত, অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিংবা শূদ্র, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করত পরমাগতি লাভ করে। অনিত্য এবং অসুখকর সংসারে আসিয়া আমাকেই ভজনা কর॥ ৩২-৩৩॥

মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত, ও আমার উপাসক হও এবং আমাকেই নমস্কার কর; মৎপরায়ণ হইয়া আপনাকে এইরূপে নিযুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪॥

ইতি রাজগুহ্যযোগনামক নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

২ ভূয়ঃ+এব=পুনরায়, ১ মহাবাহো! ৫ শৃণু=শুন, ৩ মে ৪ পরমং বচঃ, ৬ যৎ+ ১০ তে+৭ অহং ৯ প্রীয়মাণায় ১১ বক্ষ্যামি ৮ হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

৩ ন ১ মে ৬ বিদুঃ ৪ সুরগণাঃ ২ প্রভবং ৫ ন মহর্ষয়ঃ, ৮ অহং+১১ আদিঃ+৭ হি ১০ দেবানাং মহর্ষীণাম্+চ ৯ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

৮ ১ যঃ+মাম্+অজম্+অনাদিম্+চ=যে আমাকে জন্ম-রহিত এবং আদি-রহিত; ৩ বেত্তি=জানে, ২ লোকমহেশ্বরম্, ৫ অসংমূঢ়ঃ, ৪ সঃ+মর্ত্ত্যেষু=সে মনুষ্য মধ্যে, ৬ সর্ব্বাদি ॥ ৩ ॥

হে মহাবাহো। তুমি প্রীত হইতেছ বলিয়া, তোমার হিতার্থ যাহা বলিতেছি, আমার সেই পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

আমার আবির্ভাব বা [illegible]ক্ত্যাদি দেবগণ ও মহর্ষিরাও জানেন না যেহেতু আমি সর্ব্বপ্রকারেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি-ভূত ॥ ২ ॥

যে আমাকে জন্ম ও আদি বিহীন, ও লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে,

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

১ বুদ্ধিরিত্যাদি ; ৬ ভবন্তি, ৪ ভাবাঃ + ২ ভূতানাং ; ৫ মত্তঃ + এব = আমা হইতেই ; ৭ পৃথগ্বিধাঃ = ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ॥ ৪-৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত, পূর্ব্বে চত্বারঃ = চারি জন পুরাণ পুরুষ, তথা মনবঃ ॥ ৬ ॥

সে ব্যক্তি পৃথিবীতে মোহাচ্ছন্ন হয় না, এবং সমগ্র পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম (সংযম), শম (শান্তি), সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, ও অভয় ; অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ ও অযশ প্রভৃতি প্রাণিগণের বিভিন্ন রূপ ভাব-সমূহ আমা হইতেই হয় ॥ ৪-৫ ॥

সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্ব্ব চারিজন, ও মনুগণ, যাঁহাদিগের হইতে এই মানুবসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা সকলে আমারই ভাব, ও মানস-জাত। সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ। সনকাদি পূর্ব্ব চারিজন। স্বায়ংভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু ; বর্ত্তমান মন্বন্তরে বৈবস্বত মনু (৭ম) ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

৩ এতাং বিভূতিং যোগম্+চ, ২ মম, ১ যঃ+৫ বেত্তি ৪ তত্ত্বতঃ ॥ ৭ ॥

১ অহমাদি—; ৪ ইতি মত্বা=ইহা বুঝিয়া, ৬ ভজন্তে, ৫ মাং; ৩ বুধাঃ+২ ভাব সমন্বিতাঃ=প্রীতিযুক্ত মহর্ষিগণ ॥ ৮ ॥

১ তেষাং সতত যুক্তানাং, ৩ ভজতাম্, ২ প্রীতিপূর্ব্বকং ৬ দদামি, ৫ বুদ্ধিযোগং ৪ তং ৭ যেন, ৯ মাম্+উপযান্তি=আমাকে পায়; ৮ তে ॥ ১০॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমার এই সকল বিভূতি ও যোগ জানেন; ইহ সংসারে তিনিই নির্ব্বিকল্প সমাধিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।—বিকল্প বোধ থাকিতে তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ যথার্থ-রূপে ব্রহ্মের স্বরূপানুভাব হয় না; তত্ত্বজ্ঞানে জানাই অপরোক্ষ জ্ঞান ॥ ৭ ॥

আমিই সকলের উৎপত্তি স্বরূপ, এবং সমগ্রই আমা হইতে প্রবর্ত্তিত, বিবেকী ব্যক্তিগণ ইহা জানিয়া, আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্ত, মদ্গত-প্রাণ, পরস্পরকে জ্ঞানোপদেশকারী, নিয়ত মৎকথা-আলাপকারী, আমাতেই তুষ্ট ও রত থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই নিত্যযুক্ত, ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারীদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

২ তেষাম্+এব+অনুকম্পার্থম্+১ অহম্+৩ অজ্ঞানজং তমঃ ৭ নাশয়ামি,+৪ আত্মভাবস্থঃ+৬ জ্ঞানদীপেন, ৫ ভাস্বতা=উজ্জ্বল ॥ ১১ ॥

২ পরমাদি, ৪ পবিত্রং পরমং ১ ভবান্ ৬ পুরুষং ৫ শাশ্বতং দিব্যং+৭ আদিদেবাদি, ১৩ আহুঃ+৮ ত্বাম্+১০ ঋষয়ঃ ৯ সর্ব্বে+১১ দেবর্ষিঃ+নারদঃ+তথা, ১২ অসিতঃ+দেবলঃ+ব্যাসঃ, ১৪ স্বয়ম্+চ+এব, ১৬ ব্রবীষি ১৫ মে ॥ ১২-১৩ ॥

দিয়া থাকি, তদ্দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে ভক্ত, ভগবদনুকম্পায় স্বতঃ জ্ঞানলাভ করে ॥ ১০ ॥

আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াই তাহাদের স্বাভাবিক অজ্ঞানজনিত তমঃ, উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা, বিনাশ করি ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন ;—তুমি পরব্রহ্ম, পরমাস্পদ, পরম পবিত্র. নিত্যপুরুষ. জ্যোতির্ম্ময়, আদিদেব, জন্মরহিত, এবং বিভু ॥ ১২ ॥

নারদাদি সমগ্র ঋষিগণ, অসিত, দেবল ও ব্যাস সকলে তোমাকেই উক্ত রূপে বর্ণনা করেন, এবং তুমি স্বয়ংও তাহা আমাকে বলিলে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা নদানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

৬ সর্ব্বম্+৫ এতৎ,+৭ ঋতং মন্যে=সত্য মনে করি; ৩ যৎ+২ মাং, ৪ বদসি=বলিতেছ; ১ কেশব! ৯ ন হি, ১১ তে, ৮ ভগবন্! ১২ ব্যক্তিং বিদুঃ=প্রকাশ জানে; +১০ দেবাঃ+ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

৪ স্বয়মাদি; বেত্থ=জান, ৩ ত্বম্+২ পুরুষোত্তম! ১ ভূতভাবনাদি ॥ ১৫ ॥

৩ বক্তুম্+অর্হসি=বলিবার যোগ্য হও,+২ অশেষেণ=সর্ব্বতোভাবে ১ দিব্যাঃ+হি+আত্মবিভূতয়ঃ; ৫ যাভিঃ+বিভূতিভিঃ+৭ লোকান্+৬ ইমান্ ৪ ত্বং ৮ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

হে কেশব! আমাকে যাহা বলিলে, সমস্তই যথার্থ মনে হইতেছে; ভগবন্! দেবগণ, বা দানবগণ কেহই তোমার প্রকাশ সম্যক্ অবগত নহে ॥ ১৪ ॥

হে পুরুষোত্তম! ভূতভাবন ভূতপতে! দেবদেব জগৎপতে! তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারাই আপনাকে জান ॥ ১৫ ॥

তুমি যে বিভূতিসমূহে এই লোকসমূহ ব্যাপিয়া আছ, সেই দিব্য আত্মবিভূতিসমূহ আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

ভগবান্ যে ভাবে বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, সেই ভাবের কথা বল। ইহা পরোক্ষ জ্ঞান, পরে একাদশ অধ্যায়ে সেই রূপ দর্শন অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হইবে ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

৪ কথং=কিরূপে, ৬ বিদ্যাম্=জানিতে পারি,+২ অহং ১ যোগিন্!+৩ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্, ৯ কেষু কেষু ৭ চ ১০ ভাবেষু, ১২ চিন্ত্যঃ+অসি ৮ ভগবন্+ ১১ ময়া ॥ ১৭

১ বিস্তরেণাদি; কথয়=বল; ৫ তৃপ্তিঃ+হি, ৩ শৃণ্বতঃ+৬ নাস্তি ৪ মে+ অমৃতং ॥ ১৮ ॥

১ হন্ত! ৩ তে, ৮ কথয়িষ্যামি=বলিব, ৫ দিব্যাঃ+৪ হি+৬ আত্ম বিভূতয়ঃ, প্রাধান্যতঃ ২ কুরুশ্রেষ্ঠ! ১২ নাস্তি+১১ অন্তঃ+১০ বিস্তরস্য ৯ মে ॥ ১৯ ॥

হে যোগী! আমি সর্ব্বদা কিরূপে এবং কোন্ কোন্ ভাবে চিন্তা করত তোমাকে জানিতে পারিব? ॥ ১৭ ॥

হে জনার্দ্দন! আত্মযোগ ও বিভূতি সমুদয় সবিস্তারে বলুন, অমৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতি বিস্তর ও অনন্ত; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি তোমাকে বলিতেছি;—"প্রাধান্যতঃ" কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবান্ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, দেবের মধ্যে ইন্দ্র, ইত্যাদি বলায়, অন্যগুলি কি তৎস্বরূপ নহে? তাহা নয়,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

২ অহম্+৪ আত্মা ১ গুড়াকেশ!=হে জিতনিদ্র! ৩ 'সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ—সর্ব্ব জীবের মধ্যে অবস্থিত; ৫ অহম্+৭ আদিঃ+চ মধ্যং+চ ৬ ভূতানাং+৮ অন্তঃ+ এব চ ॥ ২০ ॥

অহম্ আদিত্যানামিত্যাদি, জ্যোতিষাং=জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ॥ ২১ ॥

বিত্তেশঃ=ধনাধিপতি কুবের ॥ ২৩ ॥

সকলই তিনি। তবে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নামোল্লেখ করা হইল মাত্র। ফলতঃ সর্ব্ববেদ, সর্ব্বদেব ইত্যাদি সকলই তিনি ॥ ১৯ ॥

হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃস্থ, আমি ভূতগ্রামের আদি, মধ্য, ও অন্ত ॥ ২০ ॥ আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানগণের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ॥ ২১ ॥ বেদত্রয়ের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে বাসবও আমি, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, ও ভূতগণের চেতনা-স্বরূপ ॥ ২২ ॥ আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, ও যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে ধনাধিপতি কুবের বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি ও গিরিমধ্যে মেরু ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

৩ পুরোধসাম্ + চ মুখ্যং = এবং পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান, ২ মাং ৫ বিদ্ধি, ১ পার্থ! ৪ বৃহস্পতিম্, ৭ সেনানীনাম্ ৬ অহং, ৮ স্কন্দঃ = কার্ত্তিকেয়; ৯ সরসাম্ = জলাশয়ের মধ্যে + ১১ অস্মি, ১০ সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

গিরাং = বাক্য সকলের মধ্যে; একাক্ষর ওঁকার ॥ ২৫ ॥

৪ উচ্চৈঃশ্রবসম্, + ২ অশ্বানাং ৫ বিদ্ধি, ১ মাম্ + ৩ অমৃতোদ্ভবম্ ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ। আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে; সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় ও জলাশয়ের মধ্যে সাগর ॥ ২৪ ॥ আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য মধ্যে একাক্ষর (ওঁকার), যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবর মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥ বৃক্ষসমূহ মধ্যে অশ্বত্থ ও দেবর্ষি মধ্যে নারদ; গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধগণ মধ্যে কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥ অশ্ব মধ্যে আমাকে অমৃতোদ্ভব উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্র মধ্যে ঐরাবত ও মানব মধ্যে নরপতি বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২॥

পবতাং = পবিত্রকারিগণের মধ্যে; রামঃ = ভার্গব; ঝষাণাং = মৎস্যগণের মধ্যে॥ ৩১॥

অস্ত্র মধ্যে আমি বজ্র, ও ধেনু মধ্যে কাম-ধেনু, উৎপত্তি-হেতুর মধ্যে কন্দর্প ও (বিষাক্ত) সর্পগণ মধ্যে বাসুকিও আমি॥ ২৮॥ (বিষহীন) নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, ও যাদোগণের মধ্যে আমিই বরুণ! পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা (রাজা), সংযমিগণের মধ্যে যম॥ ২৯॥ দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ও সংখ্যাকারী মধ্যে কাল; আমি পশুগণের মধ্যে সিংহ ও পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়॥ ৩০॥ পবনের মধ্যে আমি বায়ু, ও অস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, মৎস্যাদির মধ্যে আমি মকর, এবং স্রোতস্বতী মধ্যে জাহ্নবী॥ ৩১॥ হে অর্জ্জুন! সৃষ্টি মধ্যে আমি আদি, অন্ত, ও মধ্য; বিদ্যা মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, এবং বাদিগণের তত্ত্ব-নিরূপণার্থ কথন নামক বাদ॥ ৩২॥

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

সাম্নাং = সামবেদগণের মধ্যে ; মার্গশীর্ষঃ = অগ্রহায়ণ ; কুসুমাকরঃ = বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় কাল ও বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥ ৩৩ ॥ আমি সর্ব্ব-সংহর্ত্তা মৃত্যু, ও ভবিষ্যতের উদ্ভব ; এবং নারীগণের মধ্যে, কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।—এই সপ্তগুণ, দেবী স্বরূপে উক্ত ; ইঁহাদের আভাসমাত্র যুক্ত হইলে লোকে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে ॥ ৩৪ ॥ সামবেদ মধ্যে আমি (মোক্ষ প্রতিপাদক) বৃহৎসাম নামক প্রধানাংশ, এবং ছন্দগণের মধ্যে গায়ত্রীছন্দ ; মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ, এবং ঋতু মধ্যে বসন্ত ॥ ৩৫ ॥ ছলকারীদিগের মধ্যে দ্যূত ও তেজস্বিগণের তেজঃ, আমিই জয়, আমিই ব্যবসায়, এবং সত্ত্বানুগতের আমি সত্ত্ব ॥ ৩৬ ॥ আমি বৃষ্ণি-মধ্যে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে আমি

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

৪ ন + ৩ অন্তঃ + ৫ অস্তি, ২ মমাদি, ১ পরন্তপ! ৬ এষঃ + তু, + ১০ উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ + ৮ বিভূতেঃ + ৯ বিস্তরঃ = বিস্তার, + ৭ ময়া ॥ ৪০ ॥

১ যদাদি. উর্জ্জিতং = অতিশয় প্রভাব সম্পন্ন ; ৩ তত্তৎ + এব, + ৫ অবগচ্ছ = জানিবে, ২ ত্বং ৪ মম তেজঃ + অংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥

ব্যাস, ও কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥ দমনকারিগণের মধ্যে আমিই দণ্ড, এবং জয়েচ্ছুগণের নীতি, গুহ্য মধ্যে মৌন ও জ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥ যাহা সর্ব্বভূতের বীজ-স্বরূপ, তাহাও আমি ; চরাচর মধ্যে এমত কিছুই নাই, যাহা মৎস্বরূপ নহে।— এইখানে স্পষ্টতঃ বলা হইল, যে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৩৯ ॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমুদয়ের অন্ত নাই ; আমার বিস্তর বিভূতির অংশ মাত্র তোমাকে বলিলাম ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব-বিশিষ্ট, যে কোন বস্তুজাত, সমগ্রই আমার তেজোংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥
ইতি বিভূতিযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

---

১ অথবা, ৫ বহুনা + ৪ এতেন, ৭ কিং ৬ জ্ঞাতেন, ৩ তব + ২ অর্জ্জুন ! ১১ বিষ্টভ্য = ধারণ করতঃ + ৮ অহং + ইদং কৃৎস্নম্ + ১০ একাংশেন, ১২ স্থিতঃ + ৯ জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি দশম অধ্যায়।

অথবা হে অর্জ্জুন ! এ সকল তোমার অধিক জানিবার আবশ্যক কি ? আমি এই সমগ্র বিশ্ব একাংশে ধারণ করিয়া আছি।—এই সমগ্র ব্যক্ত ভাবাপন্ন বিশ্ব ব্রহ্মের পাদাংশ মাত্র ॥ ৪২ ॥

ইতি বিভূতিযোগ-নামক দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

২ মদনুগ্রহায় ; ৪ গুহ্যাদি, ৩ যৎ+১ ত্বয়া+৬ উক্তং ৫ বচঃ+৭ তেন ১০ মোহঃ+ ৯ অয়ং ১১ বিগতঃ+৮ মম ॥ ১ ॥

৪ ভব+অপ্যয়ৌ=সৃষ্টি ও প্রলয় ; হি, ৩ ভূতানাং ৯ শ্রুতৌ ৮ বিস্তরশঃ+৭ ময়া, ২ ত্বত্তঃ = তোমা হইতে, ১ কমল-পত্রাক্ষ! ৬ মাহাত্ম্যম্ + অপি ৫ চ + অব্যয়ং ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন ;—আপনি আমার প্রতি কৃপা করত যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মবিবেক-বিষয়ক কথা বলিলেন, তদ্দ্বারা আমার মোহ বিগত হইল ॥ ১ ॥

হে কমল-পত্রাক্ষ! ভূতসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয়, এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য, বিস্তারিতরূপে তোমার নিকট শুনিলাম ॥ ২ ॥

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

৫ এবং + ৬ এতৎ + ৪ যথা + আত্থ = যাহা বলিলে তাহা সত্যই ; ৩ ত্বম্ + আত্মানং = তুমি আপনাকে, ২ পরমেশ্বর! ৯ দ্রষ্টুং + ইচ্ছামি ৬ তে ৮ রূপং + ৭ ঐশ্বরং ১ পুরুষোত্তম! ॥ ৩ ॥

৮ মন্যসে = মনে কর, ৪ যদি, ৩ তৎ, + ৬ শক্যং = সমর্থ, ৫ ময়া দ্রষ্টুং + ৭ ইতি প্রভো! ১ যোগেশ্বর! ৯ ততঃ = তবে, + ১১ মে, ১০ ত্বং, ১৪ দর্শয় = দেখাও, + ১৩ আত্মানং + ১২ অব্যয়ং ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর! তুমি আত্ম সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা যথার্থ; হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি, কিরূপে চালিত, এবং ভগবান্ কি ভাবে এ সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, তাহা অপরোক্ষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার আশা হইতেছে ॥ ৩ ॥

প্রভো! যদি আপনি এমন মনে করেন যে, আমি তাহা দেখিতে সমর্থ, তবে হে যোগেশ্বর! আমায় আপনি সেই অব্যয় আত্মাকে দেখান।—এখানে পাত্রের কথা হইতেছে; যদি যে ইচ্ছা সে, ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শনাভিলাষী হয়, তবে সে বিড়ম্বনা মাত্র। একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাস-সহকারে চিত্ত স্থির করা ব্যতীত আত্মদর্শন-যোগ্যতা লাভ করা যাইতে পারে না (অধ্যায় শেষে দ্রষ্টব্য) ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥
পশ্যাদিত্যান্বসূন্রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

৫ পশ্য=দেখ, ২ মে, ১ পার্থ! ৪ রূপাণি ৩ শতাদি ॥ ৫ ॥
হে ভারত! পশ্যাদি, অশ্বিনৌ=অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ॥ ৬ ॥
২ ইহ+৮ একস্থং ৬ জগৎ ৫ কৃৎস্নং ৯ পশ্য+৪ অদ্য, সচরাচরম্=চরাচর সহিত, ৩ মম দেহে, ১ গুড়াকেশ!=জিতনিদ্র! ৭ যৎ—চাদি ॥ ৭ ॥
৭ ন ১ তু ৫ মাং, ৮ শক্যসে=সমর্থ হইবে, ৬ দ্রষ্টুং,+২ অনেন+৪ এব ৩ স্বচক্ষুষা=

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—হে পার্থ! আমার নানাবিধ আকৃতি, নানা বর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময় শত সহস্র প্রকার রূপ দর্শন কর ॥ ৫ ॥

হে ভারত! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ও মরুৎগণ প্রভৃতি নানা অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য দর্শন কর ॥ ৬ ॥

হে গুড়াকেশ! অদ্য চরাচরসহ সমগ্র জগৎ ও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, সমস্ত আমাতে একত্র দর্শন কর ॥ ৭ ॥

কিন্তু তোমার এই চক্ষুদ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না, তোমাকে

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

এই নিজচক্ষু দ্বারাই ; ১০ দিব্যং, ১২ দদামি=দিতেছি, ৯ তে, ১১ চক্ষুঃ, ১৬ পশ্য, ১৩ মে, ১৫ যোগং+১৪ ঐশ্বরং ॥ ৮ ॥

৪ এবং+উক্ত্বা=এইরূপ বলিয়া, ২ ততঃ+১ রাজন্, ৩ মহাযোগেশ্বরঃ+হরিঃ, ৯ দর্শয়ামাস ৫ পার্থায়, ৬ পরমং ৮ রূপং+৭ ঐশ্বরং ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্র=বহুমুখ, উদ্যত+আয়ুধং=উত্তোলিত অস্ত্র ॥ ১০ ॥

দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।—জ্ঞানচক্ষু-দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, তিনি এ চক্ষে প্রত্যক্ষ হইবার নহেন। এই সমগ্র বিশ্বই তাঁহার রূপ। সে রূপ যতদূর প্রত্যক্ষ হইবার তাহাত হইতেছেই ; তাহার অধিক জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। যাহার সেই জ্ঞান-চক্ষু, বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহারই সর্ব্ব-দর্শন-শক্তি হয় ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন ; হে রাজন্! অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে এই কথা বলিয়া পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

অনেক মুখ ও নয়ন, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক জ্যোতির্ম্ময় অলঙ্কার, অনেক উজ্জ্বল ও সমুদ্যত অস্ত্রসমূহ-সমন্বিত, দিব্যমাল্য ও বসনধারী,

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২॥
তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪॥

১ দিবি সূর্য্যসহস্রস্য, ৫ ভবেৎ,+৩ যুগপৎ+উত্থিতাঃ=একেবারে সমুত্থিত, ২ যদি, ৪ ভাঃ=কিরণ, ৯ সদৃশী, ৬ সা, ১০ স্যাৎ,+৮ ভাসঃ=কিরণের,+৭ তস্য মহাত্মনঃ॥১২॥

৩ তত্র+৯ একস্থং ৮ জগৎ ৭ কৃৎস্নং, ৬ প্রবিভক্তং+৫ অনেকধা; ১০ অপশ্যৎ= দেখিয়াছিলেন,+৪ দেবদেবস্য শরীরে, ২ পাণ্ডবঃ+১ তদা॥ ১৩॥

১ ততঃ, ২ সঃ+৩ বিস্ময়াবিষ্টঃ+হৃষ্টরোমা ৪ ধনঞ্জয়ঃ ৭ প্রণম্য ৬ শিরসা ৫ দেবং ৮ কৃতাঞ্জলিঃ,+অভাষত=বলিয়াছিলেন॥ ১৪॥

দিব্য-গন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বতোমুখ ও অনন্ত দেবকে (দেখাইলেন)॥ ১০ ১১॥

আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্য উদিত হইলে যে কিরণ প্রকাশিত হয়, সেই কিরণ যদি উক্ত মহাত্মার জ্যোতির কথঞ্চিৎ অনুরূপ হইতে পারে॥ ১২॥ তখন পাণ্ডব সেই দেবদেবের শরীরে একত্র, বহুধা বিভক্ত সমগ্র জগৎ দেখিলেন॥ ১৩॥

অনন্তর ধনঞ্জয়ের লোম হর্ষণ হইল, এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।—ভগবৎকৃপায় অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায়, সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে ব্যক্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকিতে প্রত্যক্ষ দর্শন করত, বিস্ময় ও ভক্তি জন্য রোম-হর্ষণাদি হইল। কালের অনন্ত মহিমা,

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

১৩ পশ্যামি=দেখিতেছি, ৫ দেবান্=দেবগণকে+২ তব, ১ দেব! ৩ দেহে, ৪ সর্ব্বান্, +৬ তথা ভূতবিশেষসংঘান্ = এবং ভূতগণকে, ৯ ব্রহ্মাণম্+৮ ঈশং, ৭ কমলাসনস্থং+১২ ঋষীন্+১০ চ সর্ব্বান্ উরগান্+১১ চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥
৩ অনেক বাহু+উদর, বক্ত্র, নেত্রং, ৫ পশ্যামি ২ ত্বাং ৪ সর্ব্বতঃ+অনন্ত রূপং, ৭ নান্তাদি, ৬ পুনঃ+তব+৮ আদিং পশ্যামি, ১ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! ॥ ১৬ ॥

অনাদি সংসারের কার্য্যকারণ সম্বন্ধাদি, ভূতগ্রামের নিত্য ক্ষয়োদয়, যাহা প্রত্যক্ষ হইলে স্তম্ভিত হইতে হয়, সেই বিশ্বরূপের আভাস দিতেছেন ॥১৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন ;—হে দেব! তোমার দেহে দেবগণ, সমগ্র ভূতজাত, সর্ব্বাদিভূত পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মা, ও সমগ্র দিব্য উরগগণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! আমি চতুর্দ্দিকে তোমাকেই অনেক বাহু, উদর, মুখ, ও নেত্রযুক্ত, এবং অনন্তরূপ দেখিতেছি ; তোমার, অন্ত, মধ্য, অথবা আদি দেখি না ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশিবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

২ কিরীটিনমাদি, গদিনং=গদাধারী (কে) ৪ পশ্যামি, ১ ত্বাং, ৩ দুর্নিরীক্ষ্যং, সমন্তাৎ=চতুর্দ্দিকে, +দীপ্ত+অনল+অর্কদ্যুতিং=জ্বলন্ত অগ্নি এবং সূর্য্যসম কিরণশালী, +অপ্রমেয়ম্=অতুলনীয় ॥ ১৭ ॥

ত্বমাদি, বেদিতব্যং=জ্ঞাতব্য ; গোপ্তা=রক্ষক ॥ ১৮ ॥

ত্বাং অনাদিমধ্যাদি—পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

তোমাকে কিরীটধারী (তেজোময়), গদাধারী (দণ্ডধর), চক্রধারী (কালচক্র ভ্রামক), তেজোরাশি, দীপ্তিযুক্ত, দুর্নিরীক্ষ্য, চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত অনল অথবা সূর্য্য তুল্য জ্যোতির্ম্ময়, এবং অপ্রমেয়-রূপ দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

তুমি অক্ষর, প্রধান, ও জ্ঞাতব্য, তুমি এই জগতের পরম মূলীভূত, তুমি অব্যয়, নিত্য ধর্ম্ম রক্ষক, এবং তুমিই সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥ আদি অন্ত ও মধ্যশূন্য, অশেষ প্রভাবশালী, অনন্তবাহু, চন্দ্র-সূর্য্য-রূপ চক্ষুদ্বয়যুক্ত,

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

২ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ=স্বর্গ ও পৃথিবীর, + ইদম্ + অন্তরং হি ৭ ব্যাপ্তং, ৬ ত্বয়া, + ৫ একেন, ৪ দিশঃ + চ = দিক্ সকলও, ৩ সর্ব্বাঃ, ১৩ দৃষ্ট্বা, + ১০ অদ্ভুতং ১২ রূপম্ + ৯ ইদং ৮ তব + ১১ উগ্রং, ১৪ লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ১ মহাত্মন্! ॥ ২০ ॥

১ অমীঃ = ঐ সকল, + ৩ হি, ত্বাং, ২ সুরসংঘাঃ = দেবতা সকল, + ৭ বিশন্তি = প্রবেশ করিতেছে, ৫ কেচিৎ = কাহারাও, + ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ, + গৃণন্তি = প্রার্থনা করিতেছে; ৭ স্বস্তি + ইতি + উক্ত্বা, ৬ মহর্ষি সিদ্ধ সংঘাঃ + ১১ স্তুবন্তি ৮ ত্বাং ১০ স্তুতিভিঃ, ৯ পুষ্কলাভিঃ, = প্রচুর ॥ ২১ ॥

প্রদীপ্তাগ্নি তুল্যাস্য, ও স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে উত্তাপিত করিতেছ দেখিতেছি ॥ ১৯ ॥

তুমি একাকী এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তী সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া আছ; হে মহাত্মন্! তোমার এই উগ্র ও অদ্ভুত রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ভীত ভাবে বিচলিত হইতেছে ॥ ২০

এই সমস্ত দেবগণ তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতেছেন; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ তোমাকে স্বস্তি বাক্য দ্বারা বিস্তর স্তুতি করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।

বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা

ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

১ রুদ্রাদি, ৫ বীক্ষন্তে, ৪ ত্বাং ৩ বিস্মিতাঃ+চ+এব ২ সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

৬ রূপং ৫ মহৎ+২ তে বহুবক্ত্রনেত্রং, ১ মহাবাহো! ৩ বহুবাহু+উরু পাদং, ৪ বহু+উদরং, বহু দংষ্ট্রা করালং=বিস্তর দন্তযুক্ত ভয়ানক; ৭ দৃষ্ট্বা; লোকাঃ ৯ প্রব্যথিতাঃ+৮ তথা+অহং ॥ ২৩ ॥

২ নভস্পৃশং=গগনস্পর্শী, ইত্যাদি; ইত্যাদি; ব্যাত্তাননং=বিস্তৃত বদন;

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো! তোমার বিশাল মূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুবাহু, বহুউরু, বহুপাদ, বহুউদর ও বহুভীষণ দ্রংষ্ট্রা দেখিয়া লোক সমূহ এবং আমি ভীত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

হে বিষ্ণো! তোমাকে গগনস্পর্শী, নানা উজ্জ্বলবর্ণ-সমন্বিত,

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

৪ দৃষ্ট্বা, হি ৩ ত্বাং, ৫ প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ৬ ধৃতিং=ধৈর্য্য, ৮ ন বিন্দামি=জানিনা, ৭ শমং=শান্তি, +চ, ১ বিষ্ণো! ॥ ২৪ ॥

৩ দংষ্ট্রা করালানি চ=দন্তহেতু ভয়ানক, ১ তে ৪ মুখানি, ৫ দৃষ্ট্বা+এব, ২ কালানল-সন্নিভানি, ৬ দিশঃ=দিক্ সকল, ইত্যাদি, শর্ম্ম=সুখ, ৮ প্রসীদ=প্রসন্ন হও, ৭ দেবেশ জগন্নিবাস=বিশ্বাধার দেবশ্রেষ্ঠ! ॥ ২৫ ॥

১ অমী চ=ঐ সকল, ৫ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ ৪ সর্ব্বে ৩ সহ+এব,+২ অবনিপাল-সংঘৈঃ=রাজাগণসহ, ৬ ভীষ্মোদ্রোণঃ ৮ সূতপুত্রঃ+ ৭ তথা+অসৌ, ১০ সহ+৯ অস্মদীয়ৈঃ

বিস্তারিতাখ্য, ও প্রদীপ্ত বিশালনেত্রযুক্ত দেখিয়া, অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, ধৈর্য্য ও শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানল-সন্নিভ, দংষ্ট্রা-করাল বদন দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, ও আমি সুখী হইতে পারিতেছি না, অতএব হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

মহীপালগণ-সমন্বিত এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণসহ, দ্রুতগতিতে তোমার ভয়ানক দংষ্ট্রা-করাল বদনে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ উত্তমাঙ্গ চূর্ণিত হইয়া দশন মধ্যে বিলগ্ন

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

১ রুদ্রাদি, ৫ বীক্ষন্তে, ৪ ত্বাং ৩ বিস্মিতাঃ+চ+এব ২ সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

৬ রূপং মহৎ+২ তে বহুবক্ত্রনেত্রং, ১ মহাবাহো! ৩ বহুবাহু+উরু পাদং, বহু+উদরং,বহু দংষ্ট্রা করালং=বিস্তর দন্তযুক্ত ভয়ানক, ৭ দৃষ্ট্বা; লোকাঃ ৯ প্রব্যথিতাঃ+৮ তথা+অহং ॥ ২৩ ॥

২ নভস্পৃশং=গগনস্পর্শী, ইত্যাদি; ইত্যাদি; ব্যাত্তাননং=বিস্তৃত বদন;

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো! তোমার বিশাল মূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুবাহু, বহুউরু, বহুপাদ, বহুউদর ও বহুভীষণ দংষ্ট্রা দেখিয়া লোক সমূহ এবং আমি ভীত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

হে বিষ্ণো! তোমাকে গগনস্পর্শী, নানা উজ্জ্বলবর্ণ-সমন্বিত,

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

৪ দৃষ্ট্বা, হি ৩ ত্বাং, ৫ প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ৬ ধৃতিং=ধৈর্য্য, ৮ ন বিন্দামি=জানিনা, ৭ শমং=শান্তি, +চ, ১ বিষ্ণো! ॥ ২৪ ॥

৩ দংষ্ট্রা করালানি চ=দন্তহেতু ভয়ানক, ১ তে ৪ মুখানি, ৫ দৃষ্ট্বা+এব, ২ কালানল-সন্নিভানি, ৬ দিশঃ=দিক্ সকল, ইত্যাদি, শর্ম্ম=সুখ, ৮ প্রসীদ=প্রসন্ন হও, ৭ দেবেশ জগন্নিবাস=বিশ্বাধার দেবশ্রেষ্ঠ! ॥ ২৫ ॥

১ অমী চ=ঐ সকল, ৫ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ ৪ সর্ব্বে ৩ সহ+এব,+২ অবনিপাল-সংঘৈঃ=রাজাগণসহ, ৬ ভীষ্মোদ্রোণঃ ৮ সূতপুত্রঃ+ ৭ তথা+অসৌ, ১০ সহ+৯ অস্মদীয়ৈঃ

বিস্তারিতাখ্য, ও প্রদীপ্ত বিশালনেত্রযুক্ত দেখিয়া অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, ধৈর্য্য ও শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানল-সন্নিভ, দংষ্ট্রা-করাল বদন দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, ও আমি সুখী হইতে পারিতেছি না, অতএব হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

মহীপালগণ-সমন্বিত এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণসহ, দ্রুতগতিতে তোমার ভয়ানক দংষ্ট্রা-করাল বদনে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ উত্তমাঙ্গ চূর্ণিত হইয়া দশন মধ্যে বিলগ্ন

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি॥২৮॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

+অপি যোধমুখ্যৈঃ=আমাদের প্রধান যোদ্ধৃগণসহ ; ১৪ বক্ত্রাণি, ১২ তে, ১১ ত্বরমাণাঃ +১৫ বিশন্তি, ১৩ দংষ্ট্রাদি ; ১৬ কেচিৎ+১৮ বিলগ্নাঃ+১৭ দশনান্তরেষু=কেহ কেহ দন্ত মধ্যে সংলগ্ন হইয়া; ২০ সন্দৃশ্যন্তে=দৃষ্ট হইতেছে; ১৯ চূর্ণিতৈঃ+ উত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

১ যথাদি ; অভিদ্রবন্তি=ধাবিত হইতেছে; ২ তথা ৪ তব+৩ অমী নরলোকবীরাঃ +৭ বিশন্তি ৬ বক্ত্রাণি,+৫ অভিতঃ=উভয় দিকে, জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

১ যথা, ৫ প্রদীপ্তং জ্বলনং=দীপ্তাগ্নিতে, ২ পতঙ্গাঃ+৬ বিশন্তি, ৩ নাশায়—বিনষ্ট হইবার জন্য, ৪ সমৃদ্ধবেগাঃ=দ্রুতবেগে ; ৭ তথা+এব ৯ নাশায়, ১২ বিশন্তি=প্রবেশ করিতেছে ; ৮ লোকাঃ+১১ তব+অপি, বক্ত্রাণি=মুখসমূহে ১০ সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।—কাল স্রোতে ভূতগ্রাম কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে, কাহারও বা নাম মাত্র কিছুদিন থাকিতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

যেমন স্রোতস্বতীগণের অজস্র স্রোতো-বেগ-সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন করত তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার চতুর্দ্দিকে প্রজ্জলিত বদন-সমূহে এই নরশ্রেষ্ঠগণ প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

যেমন পতঙ্গগণ বিনাশের নিমিত্তই, বেগে জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করে,

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্‌সমগ্রান্বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ॥ ৩০॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১॥

৮ লেলিহ্যসে=লেহন করিতেছ; ৪ গ্রসমানঃ=গ্রাসোন্মুখ হইয়া; ৫ সমন্তাৎ+ ৭ লোকান্ ৬ সমগ্রান্ ৩ বদনৈঃ+২ জ্বলদ্ভিঃ; ১১ তেজোভিঃ+১৪ আপূর্য্য ১৩ জগৎ ১২ সমগ্রং, ১০ ভাসঃ=দীপ্তি+৯ তব+উগ্রাঃ, ১৫ প্রতপন্তি=উত্তাপ দিতেছে, ১ বিষ্ণো!॥ ৩০॥

৫ আখ্যাহি=বল, ৪ মে, ৩ কঃ+২ ভবান্+১ উগ্ররূপঃ, ৮ নমঃ+অস্তু ৭ তে ৬ দেববর! ৯ প্রসীদ; ১২ বিজ্ঞাতুম্=জানিতে,+ইচ্ছামি, ১১ ভবন্তম্+১০ আদ্যং ১৪ ন হি প্রজানামি ১৩ তব প্রবৃত্তিং॥ ৩১॥

তদ্রূপ এই লোকসমূহও বিনাশের নিমিত্ত বেগে তোমার দেহে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৯॥

তুমি জ্বলন্ত বদনসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ লোক সকলকে গ্রাস করত আস্বাদ গ্রহণ করিতেছ; হে বিষ্ণো! তোমার উগ্র দীপ্তি তেজে সমগ্র জগৎকে পরিপূর্ণ করত সন্তাপিত করিতেছে॥ ৩০॥

হে দেববর! তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রসন্ন হও, এই উগ্রমূর্ত্তি তুমি

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্‌সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

২ কালঃ+অস্মি, ১ লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ+৪ লোকান্‌ সমাহর্ত্তুং+৩ ইহ ৫ প্রবৃত্তঃ; ১২ ঋতে+অপি ১১ ত্বা—তোমা ব্যতীত; ১৩ ন ভবিষ্যন্তি, ৮ সর্ব্বে ৭ যে+১০ অবস্থিতাঃ, ৬ প্রত্যনীকেষু—সেনামধ্যে, ৯ যোধাঃ। ৩২ ॥

কে তাহা আমাকে বল; আদি-পুরুষ-স্বরূপ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু আমি তোমার কার্য্য জানি না।—

(উক্ত ১৫ হইতে ৩১ শ্লোকে) ব্রহ্ম-স্বরূপোপলব্ধিতে, আদি-অন্ত বর্জ্জিত, অপ্রমেয়, দুর্জ্ঞেয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, জীবের উৎপত্তি-বিলয়, প্রভৃতি কালচক্রের গতি প্রত্যক্ষ হয়। অনন্ত ব্রহ্মের এই ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে হয়, এ কি ব্যাপার! যাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক আত্মা-স্বরূপ, ভক্তবৎসল, ত্রিলোকপালক বলিয়া, অর্চ্চনা করিয়া তৎপদ লাভার্থ এত করিতেছি, তাঁহার এ কি সর্ব্বগ্রাসক ভাব! ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন;—আমি লোকক্ষয়কর অনন্ত কাল, জগতে লোক-সংহারে প্রবৃত্ত আছি; সেনানী মধ্যে যে সমুদয় যোদ্ধা অবস্থিতি করিতেছেন, তন্মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না।

অর্জ্জুন ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না—পঞ্চতত্ত্বের বিলোপ হইলেও চৈতন্য থাকে (বেদান্তসার)। অথবা ভক্ত অবিনাশী ব্রহ্মসারূপ্য লাভে

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাহসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪ ॥

২ তস্মাদাদি ; ৪ জিত্বা, ৩ শত্রূন্, ৭ ভুংক্ষ্ব=ভোগ কর, ৬ রাজ্যং ৫ সমৃদ্ধং ৯ ময়া+এব+৮ এতে ১১ নিহতাঃ, ১০ পূর্ব্বমেব=পূর্ব্বেই, ১২ নিমিত্তমাত্রম্ ভব ; ১৩ সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

৩ দ্রোণাদি ; ২ ময়া হতান্+১ ত্বং, ৪ জহি=বধ কর, ৫ মা ব্যথিষ্ঠাঃ=দুঃখিত হইও না, +৬ যুধ্যস্ব, ৯ জেতা+অসি, ৭ রণে, ৮ সপত্নান্=শত্রুগণকে ॥ ৩৪ ॥

অবিনাশী হয়। অপর সকলই কালবশে বিলুপ্ত হয়; এই মহাকাল অনন্ত, এবং সর্ব্বসংহর্ত্তা ॥ ৩২ ॥

অতএব তুমি উত্থান কর, শত্রু জয় করত সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ এবং যশোলাভ কর; হে সব্যসাচি! এসকল পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি নিমিত্ত-মাত্র হও।—কাল সমস্তই গ্রাস করিতেছে, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র ॥ ৩৩ ॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধা সকল মৎকর্ত্তৃকই হত হইয়াছে, অতএব তুমি তজ্জন্য ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে নিহত কর, রণে শত্রু-জয়ী হইবে ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ ;

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

৩ এতৎ+৫ শ্রুত্বা, ৪ বচনং, ২ কেশবস্য, ৬ কৃতাঞ্জলিঃ, +বেপমানঃ=কম্পান্বিত দেহ, ১ কিরীটী, ৮ নমস্কৃত্বা, ১০ ভূয়ঃ+এব+১৩ আহ ৭ কৃষ্ণং ১২ সগদ্গদং ৯ ভীতভীতঃ ১১ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

১ স্থানে প্রভৃতি, প্রহৃষ্যতি+অনুরজ্যতে চ=হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয় ; ৩ রক্ষাংসি=রক্ষোগণ, ২ ভীতানি, ৪ দিশঃ+দ্রবন্তি=চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, ৫ সর্ব্বে, ৮ নমস্যন্তি, ৭ চ ৬ সিদ্ধসংঘাঃ=সিদ্ধগণ ॥ ৩৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন ;—কিরীটী, কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কম্পিত-কলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে, কৃষ্ণকে নমস্কার করত ভয়ার্ত্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক গদ্গদ-স্বরে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে হৃষীকেশ ! তোমার কীর্ত্তনে যে, জগৎ হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিগন্তরে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ প্রণাম করেন, তাহা উপযুক্তই বটে ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

২ কস্মাৎ+চ=কেনই বা, ৪ তে ন নমেরন্=তোমাকে না নমস্কার করিবে?+ ১ মহাত্মন্! ৩ গরীয়সে ব্রহ্মণঃ+অপি+আদিকর্ত্রে, ৬ অনন্তাদি, ৭ত্বমাদি, ৫ যৎ ॥ ৩৭ ॥ ত্বমাদি, নিধানং=লয়স্থান, ততং=ব্যাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

হে মহাত্মা! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি অক্ষর, সৎ, অসৎ এবং তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা এবং গুরুতর; তোমাকে কেন না সকলে প্রণাম করিবে? ॥ ৩৭ ॥

হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং পরমধাম; তুমিই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ ॥ ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্রবার, পুনশ্চ বারবার নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

অমিতবিক্রমঃ=প্রভূত পরাক্রম, সমাপ্নোষি=ব্যাপিয়া আছ ॥ ৪০ ॥

৬ সখা+ইতি, মত্বা=মনে করিয়া, ৯ প্রসভং=তিরস্কার বাক্য, ৮ যৎ+১০ উক্তং; ৭ হে কৃষ্ণাদি ; ৪ অজানতা, ৩ মহিমানং, ১ তব+২ ইদং ৫ ময়াদি ; ১৬ যৎ+চ,+ ১৫ অবহাসার্থম্=উপহাসের নিমিত্ত, + ১৭ অসৎকৃতঃ+অসি=অবমানিত হইয়াছ, ১৪ বিহারাদি ; ১২ একঃ+অথবা+অপি+১১ অচ্যুত! ১৩ তৎসমক্ষং, ২০ তৎ ক্ষাময়ে=তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি, ১৯ ত্বাম্+১৮ অহম্+অপ্রমেয়ং ॥ ৪১-৪২ ॥

তোমাকে সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে নমস্কার; তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম, তুমি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় ॥ ৪০ ॥

তোমার মহিমা না জানিয়া সখাজ্ঞানে, প্রমাদ অথবা প্রণয়বশে যে তিরস্কারাদি করিয়াছি, এবং হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! ইত্যাদি বলিয়াছি; এবং অপ্রমেয়-স্বরূপ তোমাকে একাকী অথবা লোক-সমক্ষে, বিহার, শয়ন, উপবেশন, অথবা ভোজন-কালে পরিহাসার্থ

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩ ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

৫ পিতা, + ১০ অসি, ৪ লোকস্য ৩ চরাচরস্য ২ ত্বম্ + অস্য ৭ পূজ্যঃ + ৬ চ ৯ গুরুঃ + ৮ গরীয়ান্, ১৪ ন, ১১ ত্বৎ সমঃ + ১৫ অস্তি + ১২ অভ্যধিকঃ ১৭ কুতঃ + ১৬ অন্যে ১৩ লোকত্রয়ে + অপি + ১ অপ্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩ ॥

১ তস্মাৎ ৩ প্রণম্য, ৫ প্রণিধায় ৪ কায়ং = দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, ৮ প্রসাদয়ে; ৭ ত্বাম্ + ২ অহম্, + ৬ ঈশম্ + ঈড্যম্ = প্রভু এবং স্তবনীয় (কে), ১০ পিতা + ১২ ইব ১১ পুত্রস্য, ১৩ সখা + ১৫ ইব ১৪ সখ্যুঃ ১৬ প্রিয়ঃ প্রিয়ায় + ১৮ অর্হসি, ৯ দেব ! ১৭ সোঢ়ুম্ = সহ্য করিতে ॥ ৪৪ ॥

যে অবমাননা করিয়াছি, তৎসমুদয় ক্ষমা কর।—আমাতে ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মকে আমি ও আমার মনে করা যে ভ্রম; তাহা দেখা গেল। ব্রহ্ম অনন্ত, দুর্জ্ঞেয়, বিশ্ব-স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা, কাল-স্বরূপী ও নিত্য; সংসারে আর কিছুই নাই, আমারও সত্ত্বা নাই ॥ ৪১—৪২ ॥

তুমি চরাচর-লোক-পিতা, তুমি পূজ্য, গুরু ও শ্রেষ্ঠ; ত্রিভুবনে অতুল-প্রভাব, তোমার ন্যায় প্রধান আর কে আছে? ॥ ৪৩ ॥

তুমি শ্রেষ্ঠ ও স্তবনীয়, অতএব দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া তোমাকে

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

১ অদৃষ্টপূর্ব্বং, ৩ হৃষিতঃ+অস্মি=হৃষ্ট হইতেছি; ২ দৃষ্ট্বা, ৬ ভয়েন চ প্রব্যথিতং, ৫ মনঃ+৪ মে, ৭ তৎ+এব মে, ৯ দর্শয়, ৮ দেবরূপং ১১ প্রসীদ, ১০ দেবাদি॥ ৪৫॥

৪ কিরীট্যাদি, ৬ ইচ্ছামি, ২ ত্বাং, ৫ দ্রষ্টুম্=দেখিতে,+১ অহং ৩ তথা+এব, ৯ তেন+এব ১১ রূপেণ, ১০ চতুর্ভুজেন, ৭ সহস্রবাহো! ১২ ভব=হও, ৮ বিশ্বমূর্ত্তে!॥ ৪৬॥

প্রণামপূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি, যেমন পিতা পুত্রের, সখা সখার, প্রিয়ব্যক্তি প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ সহ্য করে, তদ্রূপ হে দেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছি, এবং ভয়েও আমার চিত্ত ভীত হইয়াছে; অতএব হে দেবেশ! আমাকে তোমার দেবরূপ দেখাও; জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও!—বহু-দেহধারী ভগবানের এই স্বরূপভাব দর্শনে ভীত ও বিচলিত হইতে হয়; তজ্জন্যই এই পূর্ব্বভাব দর্শনাকাঙ্ক্ষা॥ ৪৪-৪৫॥

আমি তোমাকে সেইরূপ কিরীট ও গদাধারী, এবং চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব হে সহস্রবাহু বিশ্বমূর্ত্তি! সেই চতুর্ভুজরূপ ধারণ কর।—বিশ্ব-সংহারিণী অনন্ত কালমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইল, ইহাই যথেষ্ট। দেহীর পক্ষে, যে মূর্ত্তি কিরীটধারী, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, কিরণ-মালা-বিভূষিত; গদাধারী—দণ্ডধর; অর্থাৎ কর্ম্মফল দমনে অপরাঙ্মুখ; চক্র-হস্ত—উৎপত্তি-ধ্বংসাদিরূপে নিয়ত ভ্রমণশীল; চতুর্ভুজ—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চাতুর্ব্বর্গ-ফলপূর্ণ, সেই মূর্ত্তিই শান্তিপ্রদ॥ ৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮॥

৪ ময়া ৩ প্রসন্নেন, ২ তব+১ অর্জ্জুন!+৬ ইদং ৯ রূপং ৮ পরং ১০ দর্শিতং+ ৫ আত্মযোগাৎ ৭ তেজোময়াদি, ১২ যৎ,+১১ মে, ১৩ ত্বৎ+অন্যেনাদি=তুমি ভিন্ন অন্য দ্বারা পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই॥ ৪৭॥

২ নাদি; ৩ এবংরূপঃ ৭ শক্য, ৪ অহং নৃলোকে, ৬ দ্রষ্টুং ৫ ত্বদন্যেন, ১ কুরুপ্রবীর!॥ ৪৮॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন; হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আত্মযোগ-প্রভাবে আমার এই পরম রূপ দেখাইলাম। আমার এই অনন্ত, প্রথম, তেজোময় বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ দেখে নাই।—তুমি, অর্থাৎ জ্ঞানী পরমভক্ত॥ ৪৭॥

হে কুরুপ্রবীর! বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, উগ্রতপঃ, প্রভৃতি কিছুতেই নরলোক মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এ রূপ দেখিতে পায় না।—শাস্ত্রাধ্যয়ন, দান, ব্রতাদি, অথবা লৌকিক কার্য্যকলাপ, কিংবা কঠোর তপস্যাদি দ্বারা এ বিশ্বমূর্ত্তি মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হয় না। ভক্ত-ব্যক্তি ভগবদনুকম্পায় এই রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; অতঃ ভিন্ন আর কে তাঁহার অপার মহিমা অবগত হইতে পারে?॥ ৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

৮ মা, ১ তে ৯ ব্যথাদি, ৭ দৃষ্ট্বা ৬ রূপং ৪ ঘোরম্+৩ ঈদৃক্+২ মম+৫ ইদং; ১২ ব্যপেতভীঃ=বিগতভয়,+প্রীতমনাঃ, ১১ পুনঃ+১০ ত্বং, ১৪ তৎ+এব, ১৩ মে, ১৬ রূপম্+১৫ ইদং, ১৭ প্রপশ্য=দেখ ॥ ৪৯ ॥

৪ ইতি+৩ অর্জ্জুনং ২ বাসুদেবঃ+৮ তথা+৫ উক্ত্বা, ৭ স্বকং=নিজ, ইত্যাদি; ৬ ভূয়ঃ; ১৪ আশ্বাসয়ামাস, ৯ চ ১২ ভীতং+১৩ এনং, ১১ ভূত্বা, ১০ পুনঃ সৌম্যবপুঃ= পুনরায় শান্ত দেহ.+১ মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

আমার এতাদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া তোমার ক্লেশ, অথবা বিমূঢ়ভাব যেন না হয়; তুমি পুনরায় প্রীতচিত্ত ও ভীতিশূন্য হইয়া আমার এই সেই পূর্ব্বরূপ দর্শন কর।—ভগবানের পূর্ব্বলিখিত স্বরূপ অবগতিতে যেন দ্বিধা বা বিকার না জন্মে। সংসারীবৎ আচরণ পরিত্যাগ করিও না ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় বলিলেন;—মহাত্মা বাসুদেব এই কথা বলিয়া সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করত, ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

৬ দৃষ্ট্বা+৩ ইদং ৫, মানুষং রূপং ২ তব ৪ সৌম্যং ১ জনার্দ্দন! ৭ ইদানীম্+ ১০ অস্মি, ৮ সংবৃত্তঃ=লব্ধপ্রাণ, ৯ সচেতাঃ, প্রকৃতিংগতঃ ॥ ৫১ ॥

৪ সুদুর্দ্দর্শম্+৩ ইদং ৫ রূপং দৃষ্টবানসি ২ যৎ+১ মম, ৬ দেবাদি ॥ ৫২ ॥

৬ ন+৫ অহং ৭ বেদৈরাদি, ইজ্যয়া=যজ্ঞ দ্বারা ; ৯ শক্যঃ+৪ এবং বিধঃ+৮ দ্রষ্টুং ৩ দৃষ্টবানসি, ২ যৎ+১ মম ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন ;—হে জনার্দ্দন! তোমার এই মানুষিক সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া, এক্ষণে লব্ধপ্রাণ, প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমার এই যে সুদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিলে, দেবগণও নিত্য এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ॥ ৫২ ॥

আমার এই রূপ, যাহা তুমি দেখিলে, তাহা বেদ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারাও কেহ দেখিতে পায় না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ৫৪॥
মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শননাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৪ ভক্ত্যা ৩ তু+অনন্যয়া, ৮ শক্যঃ, ৬ অহম্+৫ এবম্বিধঃ+২ অর্জ্জুন! ৭ জ্ঞাতুমাদি, ১ পরন্তপ! ॥ ৫৪॥

৩ মৎকর্ম্মাদি; ৫ নির্ব্বৈরঃ ৪ সর্ব্বভূতেষু ২ যঃ; ৬ সঃ+মাম্+এতি=সেই আমাকে পায়, ১ পাণ্ডব! ॥ ৫৫॥

ইত্যেকাদশ অধ্যায়।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এই প্রকার রূপ কেবল অনন্যভক্তি দ্বারা লোকে দেখিতে পায়, জানিতে পারে, এবং তত্ত্বজ্ঞানে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে॥ ৫৪॥

হে পাণ্ডব! যে আমার ভক্ত, নিঃসঙ্গ অর্থাৎ অনন্যাসক্ত, আমার কর্ম্মকারী, আমাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানে, এবং সর্ব্বভূতে বৈরিভাব-বিরহিত, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।—বেদ, যজ্ঞ, তপঃ, জপ, যোগাদি যাহা কিছু বল, ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই এইরূপ দর্শন হইবে না, তবে আর অন্য সাধন কেন? পরে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন॥ ৫৫॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শননামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

২ এবং সততযুক্তাঃ + ১ যে ভক্তাঃ, + ৩ ত্বাং পর্য্যুপাসতে = তোমার উপাসনা করে, ৩ যে ইত্যাদি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন ;—যে সমস্ত ভক্ত এইরূপে নিত্যযুক্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে, এবং যাহারা অব্যক্ত অক্ষর-স্বরূপের উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে কাহারা প্রধান যোগজ্ঞ ?—ভক্তি-সহকারে ঈশ্বর-প্রণিধান এবং যোগাদির অনুষ্ঠান-করা-রূপ অব্যক্তের উপাসনা, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান ? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—যে সকল নিত্যযুক্ত ব্যক্তি, পরম শ্রদ্ধা-সহকারে, আমাতেই চিত্ত সন্নিবিষ্ট করত আমার উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই যুক্ততম।—ভক্তি সুখ-সাধ্য, অথচ তৎফল অপরিমেয় ; অধিকন্তু, সর্ব্বজীবে ভগবানের অস্তিত্বজ্ঞান থাকায়, সহজেই সে জ্ঞান সংস্কার-গত

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ;
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

২ যে ১ তু+৮ অক্ষরাদি, ৭ সর্ব্বত্রাদি, ৬ সংনিয়ম্য=সংযত করত+৫ ইন্দ্রিয়গ্রামং, ৩ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ, ৯ তে, ১১ প্রাপ্নুবন্তি=পায়, ১০ মাম্+এব, ৪ সর্ব্বভূত-হিতেরতাঃ ॥ ৩—৪ ॥

৪ ক্লেশঃ+৩ অধিকতরঃ+১ তেষাম্,+২ অব্যক্তাসক্তচেতসাং=অব্যক্তস্বরূপে আসক্তচিত্ত জনগণের, ৬ অব্যক্তাঃ+৫ হি ৭ গতিঃ+৯ দুঃখং, ৮ দেহবদ্ভিঃ+ ১০ অবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

হয়; কিন্তু কঠোর যোগসাধন-মাত্র দ্বারা চিত্তকে দমন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ॥ ২ ॥

আর যাহারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করত সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, ও সর্ব্বভূত-হিতে রত হইয়া, অনির্দ্দেশ্য-স্বরূপ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সর্ব্বত্রগামী, ধ্রুব ও অচল কূটস্থ অক্ষরের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৩—৪ ॥

তবে উভয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ এই যে, সেই অব্যক্তাসক্ত-চিত্তগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, যেহেতু, দেহাভিমানিগণের অব্যক্তে নিষ্ঠা অতি কষ্টে সাধিত হয়।—ভক্তিশূন্য ক্রিয়াযোগ নিতান্ত কষ্টসাধ্য, এবং অনেকের পক্ষে অসাধ্য ॥ ৫ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুঃসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নির্বসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

১ যে তু ইত্যাদি, ৬ তেষাম্+৩ অহং ৮ সমুদ্ধর্ত্তা, ৫ মৃত্যু আদি, ৯ ভবামি ৪ ন চিরাৎ ২ পার্থ! ৭ময়ি+আবেশিত চেতসাং—আমাতে নিবিষ্ট চিত্তগণের ॥ ৬—৭ ॥

আধৎস্ব—সমাহিত কর; অতঃ+উর্দ্ধং—পরলোকে ॥ ৮ ॥

১ অথ ৩ চিত্তং, ৫ সমাধাতুং ন শক্নোষি=স্থির রাখিতে না পার, ২ ময়ি, ৪ স্থিরম্; ৮ অভ্যাসযোগেন, ৭ ততঃ+৯ মাম্+১১ ইচ্ছ+১০ আপ্তুং+৬ ধনঞ্জয়! ॥ ৯ ॥

কিন্তু যে মৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ, আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করত, অনন্য-যোগে আমাকেই ধ্যান করত উপাসনা করে, হে পার্থ! সেই মদর্পিতচিত্তগণকে মৃত্যু ও সংসার-সাগর হইতে আমি অচিরেই উদ্ধার করিয়া থাকি।—ভক্তির ঐকান্তিকতা থাকিলে, তাহাকে স্বয়ং কোন রূপ পথ অন্বেষণ করিতে হয় না; ভগবান্ স্বয়ং তাহার যোগক্ষেম বহন করত তাহাকে দিব্যজ্ঞান দিয়া প্রকৃত পথে উপস্থিত করেন ॥ ৬—৭ ॥

আমাতেই চিত্ত সমর্পণ, ও বুদ্ধি নিবেশিত কর, তাহা হইলে দেহান্তে নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে হে ধনঞ্জয়! অভ্যাস-

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১ ॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২ ॥

৩ শ্রেয়ঃ+১ হি ২ জ্ঞানম্+অভ্যাসাৎ+৫ জ্ঞানাৎ+৪ ধ্যানং, ৬ বিশিষ্যতে=শ্রেষ্ঠ, ৭ ধ্যানাদাদি॥ ১২ ॥

যোগে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।—চিত্ত স্থির করিবার যত্নই অভ্যাস (পাতঞ্জল-১পা), পুনঃ পুনঃ চেষ্টা॥ ৯ ॥

অভ্যাসেও অসমর্থ হও, আমার কর্ম্ম কর, আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করিলেও সিদ্ধি লাভ হইবে।—প্রতিপদে চিত্তকে সংযত করিবার শক্তি না থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ কর, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমান-শূন্য হও॥ ১০ ॥

আর যদি মদনুগত হইয়া ঐরূপ যোগ করিতেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ কর।—যদি তাহাও না পার, তবে সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ কর। কোনও কার্য্যে অনুরাগ বা দ্বেষাদিরূপ আত্মবিকার জন্মিবে না, অথচ করিতে হয়, তাহাই করিতেছি, এই ভাব থাকিবে॥ ১১ ॥

যেহেতু অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং ধ্যান হইতেই কর্ম্মফল ত্যাগ, এবং ঐ কর্ম্মফল ত্যাগ হইতেই নিরন্তর শান্তিলাভ হয়।—পরমাভক্তিরূপ ভগবদ্ধ্যান-যোগ, জ্ঞান-অভ্যাসাদি হইতে শ্রেষ্ঠতম, যেহেতু উহা হইতে কর্ম্মফলত্যাগাদি সকলই আইসে।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

৪ অদ্বেষ্টা ৩ সর্ব্বভূতানাং, ৫ মৈত্রঃ আদি ; ৭ সন্তুষ্টঃ ৬ সততং ২ যোগী, ৮ যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ৯ ময়ি + অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ + ১ যঃ + মদ্ভক্তঃ, ১০ সঃ + মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩—১৪ ॥

২ যস্মাৎ + ন + উদ্বিজতে = যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, ১ লোকঃ + ৫ লোকাৎ + ন + উদ্বিজতে, ৪ চ, ৩ যঃ ৭ হর্ষাদি, ৬ যঃ ৮ সঃ + চাদি ॥ ১৫ ॥

তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তিবর্গ, অধিকারী ভেদে, নিম্নতর সাধন করত ক্রমে উন্নতি লাভে সক্ষম হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বভূতে বিদ্বেষ-বিহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও করুণাযুক্ত, মমত্ব ও অহঙ্কার-বর্জ্জিত, সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতেই চিত্ত ও বুদ্ধি সমর্পণকারী আমার যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৩—১৪ ॥

যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, এবং লোক হইতেও যিনি উদ্বিগ্ন নহেন, সেই হর্ষ, দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ-শূন্য ব্যক্তিই আমার প্রিয়।—ঐরূপ ব্যক্তিকে কাহারও ভয় করিবার কারণ নাই, এবং তিনিও কাহাকে কি নিমিত্ত ভয় করিয়া উদ্বিগ্ন হইবেন? ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
শমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যঃ+ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি=যে হৃষ্ট অথবা বিদ্বেষযুক্ত হয় না ॥ ১৭ ॥

নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতক্লেশ, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী আমার যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

যিনি হৃষ্ট, দ্বেষযুক্ত, শোকসন্তপ্ত এবং আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হন না, সেই শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তবে সমজ্ঞানী, নিঃসঙ্গ, মৌনী, যৎকিঞ্চিন্মাত্রে সন্তুষ্ট, গৃহাদি-শূন্য, স্থিরবুদ্ধি ভক্তই আমার প্রিয় নর।—"গৃহাদিশূন্য" অর্থে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নহে। উহা আন্তরিক বৈরাগ্য মাত্র। যে ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ, সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় দেখিতেছে, তাহার সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, শত্রু, মিত্র, নিন্দা, স্তুতি, গৃহ, এ সকল কিসের? ভগবানে অর্পিত-চিত্ত ব্যক্তির গৃহাদিতে আসক্তি থাকিতে পারে না ॥ ১৮-১৯ ॥

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি ভক্তিযোগোনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

১ যে, তু ৪ ধর্ম্ম্য+অমৃতম্+৩ ইদং ৫ যথোক্তং পর্য্যুপাসতে, ২ শ্রদ্দধানাঃ+মৎ-পরমাঃ+ভক্তাঃ=শ্রদ্ধাযুক্ত মৎপরায়ণ ভক্তগণ,+৬ তে+৮ অতীব ৭ মে ৯ প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

যে শ্রদ্ধাযুক্ত, আমার পরমভক্তগণ, এই অমৃতস্বরূপ ধর্ম্মের যথাপূর্ব্ব ভজনা করে, তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

ইতি ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

২ ইদং শরীরং ১ কৌন্তেয়! ৩ ক্ষেত্রম্+ইতি,+অভিধীয়তে=উক্ত হয়; ৫ এতৎ +৪ যঃ+৬ বেত্তি, তং ৯ প্রাহুঃ ৮ ক্ষেত্রজ্ঞঃ+ইতি, ৭ তৎ+বিদঃ=তদ্বিষয়ে জ্ঞানিগণ। ॥ ১ ॥

৪ ক্ষেত্রজ্ঞং+চ+অপি, ৩ মাং ৫ বিদ্ধি ২ সর্ব্বক্ষেত্রেষু ১ ভারত! ৬ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ+৮ জ্ঞানং-৭ যৎ+৯ তৎ+জ্ঞানং ১১ মতং ১০ মম ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা যায়, যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন।— পরে (৫—৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, আমার মতে তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।—প্রকৃতি ও পুরুষের যে সম্বন্ধ জ্ঞান, তাহাই আত্মজ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞানে অনিত্য প্রকৃতিকে ব্রহ্মের এক পাদাংশ মায়াকর্ত্তৃক উপহিত এবং পুরুষ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত উক্ত প্রকৃতির সম্বন্ধ দর্শন হয় ॥ ২ ॥

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

যতঃ=যাহা হইতে উৎপন্ন, সমাসেন=সংক্ষেপে ॥ ৩ ॥

১ ঋষিভিঃ+৭ বহুধা গীতং ৩ ছন্দোভিঃ+২ বিবিধৈঃ পৃথক্, ৪ ব্রহ্মসূত্র, পদৈঃ+চ +এব ৬ হেতুমদ্ভিঃ+৫ বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মহাভূতাদি; ১ এতৎ ৪ ক্ষেত্রং ২ সমাসেন, ৩ সবিকারম্,+৫ উদাহৃতং=উক্ত হইয়াছে ॥ ৫—৬ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সাধনের বিষয় বলিয়া অতঃপর জ্ঞানের কথা হইতেছে।

সেই ক্ষেত্র, কি, কিরূপ, তাহার বিকার কিরূপ, তাহার উৎপত্তি কিরূপ, বিভাগ কিরূপ, এবং প্রভাবই বা কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ বিভিন্ন ছন্দে, ব্রহ্মসূত্র ও পদাদিতে, হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চয় করত, নানা প্রকারে গীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

(পঞ্চ) মহাভূত, (তৎকারণ-স্বরূপ) অহঙ্কার, (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি, অব্যক্ত (মূলাপ্রকৃতি), একাদশ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ সংশয়াত্মক মন ও চক্ষু

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯॥

অমানিত্বম্+অদম্ভিত্বম্=অভিমান ও দম্ভহীনতা;, আর্জবং—সরলতা, অনভিষঙ্গ=

প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং (শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ) ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৈর্য্য, এই কয়েকটিকে সংক্ষেপে সবিকার ক্ষেত্ররূপে বলিলাম।—জীব-ভাবের মূল-হেতু অহঙ্কার, তাহা হইতে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের কার্য্য, এবং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি লইয়াই ক্ষেত্র॥ ৫—৬॥

অভিমানশূন্যত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যসেবা, শুচিত্ব, ধৈর্য্য, আত্মবিনিগ্রহ; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিজনিত দুঃখ-রূপ দোষ দর্শন; পুত্র, দারা ও গৃহাদিতে অনাসক্তি ও তাহাদের সহিত সহানুভূতি-শূন্যতা, ইষ্টানিষ্ট-লাভে সর্ব্বদা সমভাব; আমাতে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি, চিত্ত-প্রসাদ-কর শুদ্ধ স্থানে অবস্থিতি, জন-সমাজে অনাসক্তি; অধ্যাত্ম জ্ঞানের নিত্য সদ্ভাব এবং তত্ত্বজ্ঞান দর্শন, এই সকলকেই জ্ঞান বলে, এবং ইহার অন্যথা বা বিপরীতই অজ্ঞান।

উক্ত গুণ-সমূহ জ্ঞানীরই সম্ভব। অপরিসীম বিশ্বমধ্যে জলবুদ্বুদবৎ আপনাকে যে জানিয়াছে, তাহার অভিমান দম্ভাদি থাকে না, সর্ব্বভূতে

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

কাহারও সুখ-দুঃখে নির্লিপ্ততা, উপপত্তিষু=প্রাপ্তিতে, বিবিক্তদেশসেবিত্বম্=নির্জন-বাস, জনসংসদি=জনসমাজে ॥ ৭—১১ ॥

অশ্নুতে=উপভোগ করে ; ন সৎ+তৎ+ন+অসৎ+উচ্যতে ॥ ১২ ॥

সমদর্শীর হিংসাদি দোষও থাকে না এবং ক্ষমা সরলতাদি গুণ হইয়া থাকে ; বিষয়ের অনিত্যতা-দর্শীর তাহাতে স্পৃহা কখনই থাকে না ; সংসারের ভাব ও দারা-পুত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে, ঐ সকলে মমত্বশূন্য হইতে হয় ; সমস্তই ব্রহ্মময় জানিলে, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-নিয়ন্তাতে ঐকান্তিক ভক্তি ও শুভাশুভ বিষয়ে উপেক্ষা হয় ; নির্ম্মল, চিত্ত-প্রসাদকর স্থানে বাসে চিত্তের নির্ম্মলতা ও ভগবৎসঙ্গ অনুভূত হয়, এবং সভামাত্র অধিকাংশ অসাধু জনপূর্ণ, ক্লীব-বাক্যাদির স্থান ; নিয়ত নানাবিধ জন-সমাজে তাহাদের সংসর্গে আত্মাবনতির নিতান্ত সম্ভাবনা জানিয়া, তৎপরিহার করত নিয়ত জ্ঞানালোক সম্ভোগ, জ্ঞানীর স্বভাব-সিদ্ধ। অজ্ঞা-নের প্রবৃত্তি এতদ্বিপরীত ॥ ৭—১১ ॥

যাহা জ্ঞেয় তাহাও বলিতেছি; উহা জানিলে অমৃত ভোগ হইয়া থাকে ; উহা অনাদি ও সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং তাঁহা সৎ কিংবা অসৎ উভয়ের কিছুই নহে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যাধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বভৃৎ+চ+এব=এবং সর্ব্বলোক-ভর্ত্তা; অন্তিকে=নিকটে, গ্রসিষ্ণু=গ্রাসেচ্ছু; প্রভবিষ্ণু=উৎপন্ন হইতে ইচ্ছুক॥ ১৩—১৭॥

তিনি সর্ব্বতোহস্ত, সর্ব্বতঃপদ, সর্ব্বতোনেত্র, সর্ব্বতঃশির, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বতঃশ্রবণ, এবং সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া আছেন॥ ১৩॥

সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস-স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়-মাত্র-শূন্য, আসক্তি-বিহীন অথচ বিশ্বপালক, নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণ-ভোক্তা॥ ১৪॥

স-চরাচর ভূতগ্রামের বাহে ও অন্তরে বিরচ্চণকারী, ও সূক্ষ্মত্ব হেতু অবিজ্ঞেয়, এবং দূরস্থ ও সমীপ॥ ১৫॥

সেই জ্ঞেয়, অবিভক্ত হইলেও, ভূতসমূহে বিভক্ত ভাবে স্থিত; এবং ভূতগ্রামের ভর্ত্তা, গ্রাসকর্ত্তা ও উৎপত্তিস্থল॥ ১৬॥

তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, তমঃপারে ব্যবস্থিত, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য, ও সকলের হৃদয়াধিষ্ঠাতা॥ ১৭॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

১ প্রকৃতিং পুরুষম্+চ+এব ৪ বিদ্ধি+৩ অনাদী, ২ উভৌ+অপি, ৫ বিকারান্+চ গুণান্+চ+এব ৭ বিদ্ধি, ৬ প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

২ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ+১ প্রকৃতিঃ+৩ উচ্যতে ॥ ২০ ॥

২ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ ১+হি ৪ ভুংক্তে, ৩ প্রকৃতিজান্ গুণান্, ৮ কারণং ৬ গুণসঙ্গঃ+৫ অস্য ৭ সৎ+অসৎ+যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

ইহাই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, সংক্ষেপতঃ বলিলাম; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে; এবং বিকার ও গুণ-সমূহকে প্রকৃতিসম্ভব বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতি কার্য্য-কারণ ও কর্ত্তৃত্বের হেতু, এবং পুরুষ সুখদুঃখ-ভোগের হেতু বলিয়া উক্ত।—প্রকৃতি কর্ত্তা ও পুরুষ ভোক্তা-স্বরূপ। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত হইলেও পুরুষের ভোক্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব, তাহা বলিতেছেন ॥ ২০ ॥

যেহেতু, পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণাদি ভোগ করেন; ঐ পুরুষের, গুণের সহিত সঙ্গই সদসদ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণের

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২ ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩ ॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪ ॥

১ যঃ, ৩+ এবং=এইরূপ, ৬ বেত্তি=জানে, ২ পুরুষং ৫ প্রকৃতিম্+৪ চ গুণৈঃ সহ; ৮ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ+অপি=সকল কার্য্যে রত থাকিলেও, ৯ ন ৭ সঃ+১০ ভূয়ঃ +অভিজায়তে=যে পুনর্ব্বার জন্মে না॥ ২৩ ॥

হেতু।—দেহাভিমানী জীবের ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্ব, দ্রষ্টাস্বরূপ পুরুষের নহে। ভাল মন্দ কার্য্যবশেই জীবের গো, মানুষাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে জন্ম-গ্রহণ হয়, অথচ তিনি একই। পুরুষ দেহাভিমানী হইয়া, দেহীর ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকেন॥ ২১ ॥

এই দেহে পরম-পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, মহেশ্বর, ও পরমাত্মা বলিয়া কথিত॥ ২২ ॥

যিনি এইরূপে পুরুষকে, ও গুণ-সমূহ-সমন্বিতা প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে রত থাকিলেও আর জন্মান্তর গ্রহণ করেন না।—কর্ম্মমাত্র প্রাকৃতিক-গুণ-সম্পন্ন দেহাদির কার্য্য, নির্লিপ্ত দ্রষ্টাপুরুষের তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি নাই, সুতরাং নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করত কর্ম্মফলে অনধিকারী হইয়া মুক্তি হয়॥ ২৩॥

কেহ কেহ ধ্যান দ্বারা আপনাতেই আত্মাকে দেখেন, কেহ বা সাঙ্খ্যযোগে, অপর কেহ বা কর্ম্মযোগে দেখিয়া থাকেন।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥
যাবৎসংজায়তে কিঞ্চিৎসত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

২ সমং পশ্যন্ হি, ১ সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্+ঈশ্বরং, ৪ ন হিনস্তি=হিংসা করে না+ ৩ আত্মনা+আত্মানং ৫ ততঃ আদি ॥ ২৮ ॥

উত্তম অধিকারীরা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা, মধ্যম অধিকারীরা জ্ঞান-যোগে, এবং অধমাধিকারীরা যম-নিয়মাদি ক্রিয়াযোগে আত্মদর্শী হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

অপর লোকে, অর্থাৎ যাহারা এ সকল উপায় জানে না, তাহারা অন্যের মুখে শুনিয়া কেবল উপাসনা করে, সেই শ্রুতি-পরায়ণগণও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন।—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিও সাধন বিশেষ। যাহাকে পুনরায় জন্ম-মরণাদি-দ্বারা আবর্ত্তিত হইতে না হয়, সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করে ॥ ২৫ ॥

হে ভরতর্ষভ! স্থাবর জঙ্গমাদি যে কোনও বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই প্রকৃতি ও পুরুষের যোগে জাত জানিবে ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, এবং ভূতগ্রামের বিনাশেও অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, আত্মাদ্বারা আত্মার

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

২ প্রকৃত্যা+এব চ ৫ কর্ম্মাণি ৪ ক্রিয়মাণানি ৩ সর্ব্বশঃ ১ যঃ ৭ পশ্যতি ৬ তথা+আত্মানম্+অকর্ত্তারং, ৮ সঃ+পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

হে কৌন্তেয়! অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মাদি ॥ ৩১ ॥

১ যথা সর্ব্বগতং ৩ সৌক্ষ্ম্যাৎ+২ আকাশং, ৪ ন + উপলিপ্যতে=লিপ্ত হয় না,

হিংসা করেন না, এবং তদ্দ্বারা পরমাগতি লাভ করেন।—সমস্তই ব্রহ্মময়, কে কাহার হিংসাদি করিবে? ॥ ২৮ ॥

ক্রিয়মাণ কর্ম্ম-সমূহ সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি বশেই হইয়া থাকে, এবং আপনাকে অকর্ত্তা-স্বরূপে যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী ॥ ২৯ ॥

যখন পৃথক্-ভাবাপন্ন ভূত-সমূহ একই, এই জ্ঞান হয়, তখন তাহা হইতেই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় ॥ ৩০ ॥

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া শরীরস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, এবং কিছুতেই লিপ্ত নহেন ॥ ৩১ ॥

যেমন আকাশ, সূক্ষ্মত্ব হেতু সর্ব্বগত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত নহে, তদ্রূপ আত্মাও সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও নির্লিপ্ত ॥ ৩২ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগোনাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

৬ সর্ব্বত্র + অবস্থিতঃ + ৮ দেহে, ৫ তথা + ৭ আত্মা ৯ ন + উপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

২ যথা ৮ প্রকাশয়তি,—৩ একঃ ৬ কৃৎস্নং ৭ লোকম্ + ৫ ইমং ৪ রবিঃ ১২ ক্ষেত্রং ১০ ক্ষেত্রী ৯ তথা ১১ কৃৎস্নং ১৩ প্রকাশয়তি ১ ভারত ! ॥ ৩৩ ॥

৩ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ + এবম্ + অন্তরং = ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এইরূপ প্রভেদ, ২ জ্ঞানচক্ষুষা ৪ ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্ + চ ১ যে ৫ বিদুঃ + ৭ যান্তি ৬ তে পরং ॥ ৩৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে ভারত! একমাত্র সূর্য্য যেমন এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ক্ষেত্রীও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই প্রভেদ, এবং ভূত-গ্রামের প্রকৃতি ও মুক্তি যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন।—পূর্ব্বে এ সকল বলা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ইতি প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥
মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

১ পরং ভূয়ঃ, ৫ প্রবক্ষ্যামি, ২ জ্ঞানানাং ৪ জ্ঞানম্+৩ উত্তমং ৬ যদ্+জ্ঞাত্বা ৮ মুনয়ঃ, ৭ সর্ব্বে ১০ পরাং সিদ্ধিম্+৯ ইতঃ+১১ গতাঃ ॥ ১ ॥

সাধর্ম্ম্যং=সমত্ব, সর্গে অপি=সৃষ্টিকালেও ॥ ২ ॥

১ মমাদি, ৩ তস্মিন্, ৪ গর্ভং দধামি=গর্ভাধান করি, +২ অহং, ৮ সম্ভবঃ=উৎপত্তি, ৭ সর্ব্বভূতানাং ৬ ততঃ+৯ ভবতি ৫ ভারত! ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—পুনরায় জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, ইহা জানিয়া সমগ্র মুনিগণ এই সংসার হইতেই পরমাগতি লাভ করেন ॥ ১ ॥

এই জ্ঞান আশ্রয় করত মৎস্বরূপ-প্রাপ্তগণ সৃষ্টিকালেও জন্মেন না, এবং প্রলয়েও বিচলিত হন না।—অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-রূপ আবর্ত্তন রহিত হয় ॥ ২ ॥

মহদ্‌ব্রহ্ম আমার গর্ভাধান স্থল; আমি তাহাতে গর্ভ সঞ্চিত করি; হে ভারত! তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের জন্ম হয়।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

২ সর্ব্ব-যোনিষু, ১ কৌন্তেয় !, ৪ মূর্ত্তয়ঃ ৫ সম্ভবন্তি ৩ যাঃ ৬ তেষামাদি ॥ ৪ ॥
অনাময়ং = নির্ম্মল, অনঘ ! = হে নিষ্পাপ ! ॥ ৬ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রাদি-কথিত প্রকরণে, মহদ্ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রকৃতিতে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যেরূপে বীজ নিহিত হইয়া হিরণ্যগর্ভাদি, ও ক্রমে সর্ব্ব-ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয় ! মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাদি মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহদ্ব্রহ্ম সেই সমস্তের উৎপত্তি স্থান, এবং আমি বীজ-প্রদ পিতা ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো ! প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অব্যয়স্বরূপ দেহীকে দেহে বদ্ধ করে।—জীব চিদংশ-সম্ভূত হইলেও, সত্ত্বাদি প্রাকৃতিক গুণবশে কৃতকর্ম্মাদি-জনিত সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা হয় ॥ ৫ ॥

হে অনঘ ! ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে প্রকাশক ও দোষ-শূন্য সত্ত্ব-গুণ, নির্ম্মলত্ব-হেতু, সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে আবদ্ধ করে।

গুণমাত্র আবদ্ধকারী হইলেও, সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানপূর্ণ হওয়ায়, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন জীবের জ্ঞান-প্রভাবে মুক্তি নিকট হয় ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০॥

সঞ্জয়তি=সংসক্ত করে। অভিভূয়=আচ্ছন্ন করিয়া॥ ৯—১০॥

বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তি-সমুদ্ভব রজোগুণকে রাগাত্মক জানিবে, সুতরাং, হে কৌন্তেয়! উহা দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে আবদ্ধ করে।

যেমন সত্ত্বগুণে জ্ঞানাপথাবলম্বী করে, তদ্রূপ রজোগুণে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, কারণ, ঐ রজোগুণ বিষয়-তৃষ্ণা-সম্ভূত, এবং অনুরাগাত্মক। অনুরাগ ও বিষয়তৃষ্ণা হইতেই কর্ম্মে আসক্তি॥ ৭॥

হে ভারত! সর্ব্ব দেহিগণের মোহকারী তমোগুণকে অজ্ঞান-সম্ভূত বলিয়া জানিবে; উহা প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতিতে বদ্ধ করে॥ ৮॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখাভিমুখী করে, রজোগুণ কর্ম্মাভিমুখী করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতঃ প্রমাদাভিমুখী করে॥ ৯॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করত হইয়া থাকে, এবং রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তদ্রূপ তমোগুণও সত্ত্ব ও রজোগুণের অভিভবকারী।—গুণমাত্রই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী॥ ১০॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

৪ সর্ব্বদ্বারেষু ৩ দেহে + ২ অস্মিন্ ৬ প্রকাশ উপজায়তে ৫ জ্ঞানং ১ যদা ৭ তদা ১১ বিদ্যাৎ + ৯ বিবৃদ্ধং ৮ সত্ত্বম্ + ১০ ইতি + উত ॥ ১১ ॥
আরম্ভঃ — অনুষ্ঠান ; অশমঃ — অনিবৃত্তি ॥ ১২ ॥

যখন এই দেহে সর্ব্বদ্বারেই জ্ঞান প্রকাশ-ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন সত্ত্বগুণের বর্দ্ধিতাবস্থা জানিবে ॥ ১১ ॥

হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ! লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, আরম্ভ, আসক্তি, ও স্পৃহা, এই সকল রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সঞ্জাত হয়।

লোভ হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলেই আরম্ভ, ক্রমে তদভ্যাসবশে বিরাম-শূন্যত্ব, ও নিয়ত স্পৃহা হয় ॥ ১২ ॥

হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, এবং মোহ, এই কয়েকটি তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সঞ্জাত হয় ॥ ১৩ ॥

দেহীব্যক্তি, সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধাবস্থায় বিলয় প্রাপ্ত হইলে, মহত্তত্ত্বাদিবিদ্‌গণের প্রকাশময় স্থান প্রাপ্ত হয়।—যাহার যে গুণ-বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হয়, সে সেইরূপ গতি লাভ করে। স্বর্গ ভোগাদি, সত্ত্বগুণবর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যুর

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

২ কর্ম্মণঃ ১ সুকৃতস্য + ৪ আহুঃ ; ৩ সাত্ত্বিকমাদি ; ৫ রজসঃ আদি ॥ ১৬ ॥

ফল। পুনরাবর্ত্তন কালে, পূর্ব্ব সংস্কার সহ অনুরূপ স্থানে জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

রজোগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্তের গৃহে জন্ম হয়, এবং তমোগুণ-বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, মূঢ়-যোনিতে জন্ম হয়।—মনুষ্যাদির গৃহে জন্মের হেতু রজোগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু ; মৃত্যুকালে তমোগুণের আধিক্যে, অনুরূপ ভাব-প্রাপ্তি-হেতু, পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্ম হয় ॥ ১৫ ॥

সুকৃত কর্ম্মের সাত্ত্বিক নির্ম্মল ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান ॥ ১৬ ॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ মাত্র, তমঃ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা জন্মে ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকেন, এবং জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ তামসিকগণ অধোগমন করেন।—ঊর্দ্ধে-

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

৬ ন+৪ অন্যং ৩ গুণেভ্যঃ ৫ কর্ত্তারং ১ যদা ২ দ্রষ্টা+৭ অনুপশ্যতি, ৯ গুণেভ্যঃ +৮ চ ১০ পরং বেত্তি—এবং গুণসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠকে জানে, ১২ মদ্ভাবং ১১ সঃ+ ৩ অধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

৫ গুণান্+২ এতান্+৬ অতীত্য ৪ ত্রীন্ ১ দেহী ৩ দেহসমুদ্ভবান্, ৭ জন্মাদি ॥২০॥

মনুষ্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে ; মধ্যে,—এই নরলোকেই, অধঃ—ইতর তির্য্যক্ যোনিতে ॥ ১৮ ॥

যখন দ্রষ্টা, গুণসমূহ ব্যতীত অন্য কর্ত্তা দেখেন না, এবং গুণসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন। আমি কিছু করি না, গুণ সমূহ হইতেই সকল কার্য্য হয়, পরম-পুরুষ গুণাতীত ॥ ১৯ ॥

দেহী, দেহ সমুদ্ভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করত জন্ম, মৃত্যু, জরাদি-জনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত উপভোগ করেন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন ;—হে প্রভো! এই তিন গুণ অতিক্রমকারীকে কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায়? গুণাতীতের আচরণ কিরূপ? এবং কি উপায়েই বা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায়? ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তাণি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ন + ইঙ্গতে = বিচলিত হয় না ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে পাণ্ডব! (গুণাতীত ব্যক্তি) জ্ঞান, প্রবৃত্তি, মোহ, উদিত হইলে তাহাতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, এবং নিবৃত্ত হইলেও তাহার আকাজ্ক্ষা করেন না।—উক্ত সত্ত্বাদি গুণের ভাবে গুণাতীত ব্যক্তি বিরক্ত বা অনুরক্ত নহেন ॥ ২২ ॥

উদাসীনবৎ স্থিত ব্যক্তি গুণ-সমূহ কর্ত্তৃক বিচলিত হন না ; গুণ-সমূহ আছে এই পর্য্যন্ত জানিয়া যিনি চঞ্চল হন না ; সুখে দুঃখে সমান সুস্থ, ও লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চনে সমভাব, প্রিয় ও অপ্রিয়ে সমান, নিন্দা ও আত্ম-স্তবে সমান ধীর ; মান ও অপমানে, এবং শত্রু ও মিত্র পক্ষে সমভাব, এবং সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, সেই ব্যক্তিকেই গুণাতীত বলা যায় ॥ ২৩—২৫ ॥

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥
ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

---

৩ ব্রহ্মণঃ + ১ হি ৪ প্রতিষ্ঠ + ২ অহমু + ৫ অমৃতস্য + অব্যয়স্য চ, ৬ শাশ্বতাদি॥ ২৭॥

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ।

আর যে আমাকে অনন্য-ভক্তিযোগে সেবা করে, সে এই সকল গুণ অতিক্রম করত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য॥ ২৬॥

যেহেতু আমি অমৃত, অব্যয়, নিত্যধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রহ্মেরই স্থান॥ ২৭॥

ইতি গুণত্রয়-বিভাগযোগ-নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

১ ঊর্দ্ধমূলম্ + অধঃশাখম্ + ৩ অশ্বত্থং প্রাহুঃ + ২ অব্যয়ং, ৫ ছন্দাংসি—বেদ সকল, ৪ যস্য, পর্ণানি = পত্র, ৭ যঃ + ৬ তং ৮ বেদ সঃ + বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—অব্যয় অশ্বত্থের মূল উর্দ্ধে, শাখা নিম্নে, এবং ছন্দ সকল উহার পত্রস্বরূপে কথিত আছে ; যিনি ঐ অশ্বত্থবৃক্ষকে জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—শ্বঃ অর্থে পরদিনের প্রভাতকাল, সেই সময় পর্য্যন্ত যাহার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা নাই, তাহা অশ্বত্থ ; সংসারেরও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয়তা নাই ; অথচ এই সংসার অনাদিকাল-প্রবৃত্ত, বলিয়া অব্যয়-স্বরূপেও কথিত। ইহার মূল উর্দ্ধে, অর্থাৎ ব্রহ্মই ইহার আদি, ইহার শাখা তন্নিম্নস্থ হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, ও জীবাদি। বেদোক্ত ক্রিয়াদি ইহার পত্র। এই সংসারকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী। বিশ্বজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান। সমুদয় ভূতগত ঈশ্বর, জীবকে দেহযন্ত্রে আরোহণ করাইয়া, মায়াবলে সংসার-চক্রে ঘুরাইতেছেন। ঐ চক্র দেখিতে দেখিতে উহার গতি এবং ক্রমে চক্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত হয় ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

২ অধঃ+চ+ঊর্দ্ধং প্রসৃতাঃ=নীচে ও উপরে বিস্তৃত,+১ তস্য শাখাঃ, +৩ গুণ-প্রবৃদ্ধাঃ, ৪ বিষয়-প্রবালাঃ=বিষয়রূপ পল্লব (যুক্ত); ৬ অধঃ+৫ চ, ৮ মূলানি, +৭ অনুসন্ততানি=প্রবিষ্ট, ১০ কর্ম্মানুবন্ধীনি=কর্ম্মফলে আবদ্ধকারী; ৯ মনুষ্য-লোকে ॥ ২ ॥

৫ ন ৪ রূপম্+৩ অস্য+২ ইহ, ১ তথা,+৬ উপলভ্যতে=উপলব্ধ হয়, ৭ ন+অন্তাদি; ৯ অশ্বত্থম্+৮ এনং সুবিরূঢ়মূলং=এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে,+১১ অসঙ্গশস্ত্রেণ, ১০ দৃঢ়েন, ১২ ছিত্ত্বা; ১৩ ততঃ ১৫ পদং ১৪ তৎ, ১৬ পরিমার্গিতব্যং=প্রার্থনীয়,

উহার শাখা সকল ঊর্দ্ধে ও নিম্নদিকে বিস্তৃত, সত্ত্বাদি গুণসমূহ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত বিষয় উহার পল্লব ও ভোগবাসনা সকল মূলরূপে নিম্নানুপ্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্য লোকে কর্ম্মবন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে।—বাসনাই সংসারে প্রবর্ত্তক, বাসনা হইতেই কর্ম্ম-সঞ্চয় ও সংসার-প্রবৃত্তি ॥ ২ ॥

ইহার রূপ, অন্ত, আদি, অথবা প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করা যায় না; এই দৃঢ়-মূল অশ্বত্থকে, সুদৃঢ় অসঙ্গরূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করত পরে যে স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই পদ প্রার্থনা করা উচিত

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥৫॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬॥
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭॥

১৭ যস্মিন্ গতাঃ,+১৯ ন নিবর্ত্তন্তি, ১৮ ভূয়ঃ ২০ তমাদি, ২১ যতঃ ২৩ প্রবৃত্তিঃ, প্রসৃতাঃ =নিঃসৃত হইয়াছে,+২২ পুরাণী॥ ৩—৪॥

১ নিরাদি, ৩ দ্বন্দ্বৈঃ+বিমুক্তাঃ, ২ সুখদুঃখ-সংজ্ঞৈঃ=সুখদুঃখরূপ,+৮ গচ্ছন্তি +৪ অমূঢ়াঃ ৭ পদম্+৬ অব্যয়ং ৫ তৎ॥ ৫॥

৩ ন ২ তৎ+৪ ভাসয়তে, ১ সূর্য্যঃ+৫ ন ইত্যাদি ৬ যদাদি, ৭ তৎ+১০ ধাম, ৯ পরমং ৮ মম॥ ৬॥

যে, "যাঁহা হইতে এই চিরন্তন প্রবৃত্তি বিস্তৃতা হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণাগত হই"।—প্রবৃত্তি হইতেই সংসার, সংসার বন্ধন ছিন্ন হইলে, সেই ব্রহ্মভাব পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৩-৪॥

অমূঢ় ব্যক্তিগণ, মান ও মোহ-শূন্য হইয়া সঙ্গদোষ জয় করত, আত্মনিষ্ঠা-সহকারে, বাসনা-শূন্য ও সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বমুক্ত হইয়া, সেই অব্যয়-পদ প্রাপ্ত হন॥ ৫॥

যেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নির জ্যোতিঃ নাই, যেখানে গেলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আমার পরমধাম॥

আমারই অংশ জীবলোকে জীবরূপে প্রসিদ্ধ, এবং শ্রোত্রাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, ও মন, এই ছয় প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে।—পরব্রহ্মই অবিদ্যাবশতঃ সংসারী জীব-স্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির উপভোক্তা॥ ৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

উৎক্রামতি=ত্যাগ করে, আশয়াৎ=পুষ্পাদিরূপ গন্ধের আবাস হইতে ॥ ৮ ॥
১ যতন্তঃ=যত্নকারী,+যোগিনঃ+চ+এনং ৩ পশ্যন্তি+২ আত্মনি+অবস্থিতঃ,

যদ্রূপ বায়ু, পুষ্পাদি স্থান হইতে গন্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ এই ঈশ্বর যে দেহে অবস্থান করেন, দেহান্তর গমনকালে তাহা হইতে উক্ত মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে লইয়া যান।—জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি-সহ জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যেরূপ সংস্কার থাকে, জন্মান্তরেও তদ্রূপ হয় ॥ ৮ ॥

মন, চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়োপভোগ করেন ॥ ৯ ॥

দেহান্তরগামী, স্থিত, অথবা ভোক্তা কিংবা গুণসমন্বিত (জীবভূতাত্মাকে) বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুযুক্ত ব্যক্তিগণই তাহা দেখেন।—জ্ঞান ব্যতীত এ সকল জীবের উৎপত্তি লয়াদির রহস্য উপলব্ধি হয় না ॥ ১০ ॥

যত্নবান্ যোগিগণ ইঁহাকে আত্মাতে অবস্থিত দেখিতে পান, কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ যত্ন করিলেও দেখিতে পায় না ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ১৪॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫॥

৪ ধতন্তঃ + অপি + অকৃতাত্মানঃ + ৭ ন + ৬ এনং ৮ পশ্যন্তি, + ৫ অচেতসঃ = মূঢ়মতিগণ॥ ১১॥

২ গাম্ + আবিশ্য চ = এবং পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া, ৩ ভূতানি ধারয়ামি + ১ অহম্, + ওজসা, ৯ পুষ্ণামি, ৪ চ + ৮ ওষধীঃ ৭ সর্ব্বাঃ ৬ সোমঃ + ভূত্বা ৫ রসাত্মকঃ॥ ১৩॥

১ সর্ব্বস্যাদি, ৪ বেদৈঃ + চ, ৩ সর্ব্বৈঃ + ২ অহম্ + এব, ৫ বেদ্যঃ = জ্ঞেয়, + ৬ বেদান্তকৃদাদি॥ ১৫।

যে আদিত্যগত তেজঃ অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ করে, যাহা চন্দ্রে এবং অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজঃ জানিবে॥ ১২॥

(আমি) পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া তেজঃ-প্রভাবে ভূতগ্রামকে ধারণ করি, এবং রসাত্মক সোমরস-স্বরূপ হইয়া ওষধিগণের পুষ্টিসাধন করি॥১৩॥

আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহস্থ হই, এবং প্রাণ, ও অপান-বায়ু সংযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি॥ ১৪॥

আমি সকলেরই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, এবং ঐ

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতে মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

১ যস্মাদাদি, ২ অতঃ+ ৬ অস্মি ৩ লোকে বেদে চ ৫ প্রথিতঃ ৪ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
১ যঃ+৩ মাম্+ এবম্+২ অসম্মূঢ়ঃ+৫ জানাতি ৪ পুরুষোত্তমং ৭ সঃ+সর্ব্ববিৎ+
১০ ভজতে ৯ মাং ৮ সর্ব্বভাবেন, ৬ ভারত ! ॥ ১৯ ॥

সকলের অভাব হয়, সর্ব্ব প্রকার বেদাদি দ্বারা আমিই জ্ঞেয়, এবং আমিই বেদান্তকৃৎ ও বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; সর্ব্বভূতকে ক্ষর, ও কূটস্থকে অক্ষর বলা যায়।—ক্ষর অর্থে বিনশ্বর, এবং অবিনশ্বর কূটস্থ চৈতন্যের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

এতদুভয় হইতে পৃথক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া উক্ত; ঐ অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে পালন করেন ॥ ১৭ ॥

আমি ক্ষরের অতীত ও অক্ষর হইতেও উত্তম বলিয়াই লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত ॥ ১৮ ॥

হে ভারত! যে অসংমূঢ় ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারে, আমারই ভজনা করে।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥
ইতি পুরুষোত্তমযোগোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ।

পরম-পুরুষ-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে আর কাহার উপাসনায় প্রবৃত্তি হয়? এবং সেই জ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ॥ ১৯॥

হে অনঘ! এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা অনুভব করত কৃতকৃত্য হয়।—ইহা গুহ্যতম যেহেতু অন্যে জানে না॥ ২০॥

ইতি পুরুষোত্তমযোগ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অপৈশুনং=অসাক্ষাতে পরদোষ প্রকাশ না করা ; মার্দ্দবং=মৃদুত্ব ; হ্রী=লজ্জা ।২।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে ভারত! অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে অবস্থান, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ অদর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভ-শূন্যতা, মৃদুত্ব, লজ্জা, চাপল্য-শূন্যতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, পরশ্রীকাতরতা-শূন্যত্ব, এই সকল দৈবী-সম্পদাভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।—সৎপ্রবৃত্তি যাহাদের সংস্কারগত, তাহারা অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবান্, এবং সেই জন্য তাহারা ইহজন্মেও সদানুষ্ঠানকারী। দৈবী-সম্পদাভিমুখী ব্যক্তি, অর্থাৎ পূর্ব্ব সুকৃতিবশে মোক্ষ-প্রাপ্তির উপযোগী সৎপ্রবৃত্ত্যাদির সংস্কার-সহ জাত ব্যক্তি, উক্ত গুণসম্পন্ন হন ॥ ১—৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

৩ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ২ জনাঃ+৪ ন বিদুঃ+১ আসুরাঃ, ৬ ন শৌচাদি, ৫ তেষু, ৭ বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা, ও অজ্ঞান, আসুরী-সম্পদাভিমুখী ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দৈবী-সম্পদ্ মোক্ষের হেতু, এবং আসুরী-সম্পদ্ বন্ধনের হেতু; হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী-সম্পদাভিমুখে জাত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না ॥ ৫ ॥

ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে, হে পার্থ! তন্মধ্যে দৈবের বিষয় বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে, এবং আসুরের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

আসুরিক জনগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না, এবং তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার, বা সত্য নাই।—পুরুষার্থ-সাধক কর্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি, ও তদ্বিপরীত বিষয়ে নিবৃত্তিরূপ মানসিক শক্তি তাহাদের নাই, তাহারা

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনাশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎকামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

২ অসত্যম্ + অপ্রতিষ্ঠং, ১ তে জগৎ + ৮ আহুঃ + ৩ অনীশ্বরং, ৪ অপরস্পর-সম্ভূতং = পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন ব্যতীত ৭ কিম + ৬ অন্যৎ ৫ কামহেতকং ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ের অধীন; তাহাদের অন্তর্বাহ্য পাপ-মল-পূর্ণ; তাহারা অসদ্ব্যবহারী ও মিথ্যাপ্রিয় হয়॥ ৭ ॥

তাহারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূন্য, এবং স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংযোগে সম্ভূত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে বলে।—

সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে সংসারকে জড়-প্রকৃতি-মাত্র বিবেচনা করে। 'বিশ্বের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা কেহ নাই, জীব প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে,' ইত্যাদি তাহাদের ধারণা। গূঢ়তম আভ্যন্তরিক তত্ত্ব, বিশ্বের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদি সম্বন্ধে কার্য্য-কারণ আদির নিগূঢ় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আসুরিক স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং অবিশ্বাসী ও উপেক্ষাকারী হইয়া থাকে॥ ৮ ॥

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এতাদৃশী দৃষ্টি আশ্রয় করত নষ্টাত্মা হইয়া উগ্র-কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জগতের শত্রুরূপে, ক্ষয়ের নিমিত্তই উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪॥

৪ কামং+আশ্রিত্য, ৩ দুষ্পূরং ১ দম্ভমানমদান্বিতাঃ ৫ মোহাৎ+৭ গৃহীত্বা+ ৬ অসদ্‌গ্রাহান্ ৮ প্রবর্ত্তন্তে+২ অশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥

সেই অশুচি-ব্রত ব্যক্তিগণ, দুষ্পূরণীয় বাসনা অবলম্বন করত দম্ভ, মান, ও মদান্বিত হইয়া, অবিবেকপূর্ব্বক অশুভ-নিশ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়; (১০) প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত অপরিমেয় চিন্তাগ্রস্ত হইয়া থাকে, এবং কাম্য বিষয় উপভোগই পরম লাভ, ইহাই নিশ্চয় করে; (১১) শত শত আশারজ্জুতে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া, কাম্য বস্তু উপভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে; (১২) 'অদ্য আমার ইহা লাভ হইল, এই মনোরথ সফল হইবে, এই পরিমাণ আছে, ও পুনরায় এত হইবে; (১৩) 'আমি ঐ শত্রুকে নিধন করিয়াছি, অপর সকলকেও বধ করিব, আমি প্রভু, আমি ভোগী, আমি সফল-মনোরথ, আমি বলবান্

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭॥

যক্ষ্যে = যজ্ঞ করিব ; মোদিষ্য = আমোদ করিব॥ ১৫॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ = আপনা আপনি পূজ্য মনে করে এবং গর্ব্বিত॥ ১৭॥

আমি সুখী;' (১৪) 'আমি ধনাঢ্য, আমি আত্মীয়-স্বজন-সঙ্গত, আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব'; ইত্যাদি অজ্ঞানেই বিমোহিত থাকে; (১৫) নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, মোহজাল সমাচ্ছন্ন, ও কাম্য-বস্তু উপভোগে আসক্ত হইয়া অপবিত্রতারূপ নরকে পতিত হয়; (১৬) আত্ম-গরিমা-গর্ব্বিত, ও ধনমান মদান্বিত হইয়া, দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।—

পূর্ব্বে দান-যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু 'দান করিব, যজ্ঞ করিব,' ইত্যাদি অভিমান ও দম্ভ প্রকৃত সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য নহে, উহা তামসিক, অর্থাৎ উহা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র; "আমার ধন আছে, আমি দাতা, আমি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারী" ইত্যাদি লোককে দেখাইবার জন্য মাত্র যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সৎপ্রবৃত্তির লেশ নাই॥ ১৭॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরিষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ॥২১॥
এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥২২॥

৩ এতৈঃ + ৬ বিমুক্তঃ ১ কৌন্তেয়! ৫ তমোদ্বারৈঃ + ৪ ত্রিভিঃ + ২ নরঃ, ৮ আচরতি + ৭ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ + ৯ ততঃ + ১১ যাতি, ১০ পরাং গতিং॥ ২২॥

সেই মৎপ্রতি অভ্যসূয়াকারিগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ও ক্রোধযুক্ত হইয়া আত্ম ও পরদেহে আমার দ্বেষ করে॥ ১৮॥

সেই বিদ্বেষকারী, ক্রূর ও সংসারমধ্যে নরাধম, প্রচুর অনিষ্টকারিগণকে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।—তাহারা কর্ম্মানুসারে তির্য্যক্-যোনি প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে॥ ১৯॥

কৌন্তেয়! মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে না পাইয়াই, ক্রমে অধমাগতি প্রাপ্ত হয়॥ ২০॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ, নরকের আত্ম-বিনাশক এই ত্রিবিধ দ্বার, অতএব এই তিনটী পরিহার্য্য॥ ২১॥

হে কৌন্তেয়! মনুষ্য এই তিনটি তমোদ্বার অতিক্রম করিয়া আপ-

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নার শুভাচরণ করে; এবং তাহা হইতে পরমা-গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যে, বাসনাবশে স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ করে, সে সিদ্ধি, সুখ, এবং পরমাগতি কিছুই লাভ করে না।—এ স্থলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা হইতেছে। ভগবদ্গীতা, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একখানি প্রধান, এমন কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; ইহা সর্ব্বসম্মত। স্মৃতি, পূর্ব্ব-প্রচলিত সমাজ-শাস্ত্র, ধর্ম্ম-শাস্ত্র নহে; বর্ত্তমান দণ্ডবিধির আইন, রাজ-শাসন-সম্বন্ধীয় একখানি শাস্ত্র, অথচ আমাদের দেশে প্রাচীন শাস্ত্র মাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মান্য হইয়াছিল। শাস্ত্রানুসারে চলিতে হইলে, কোন্ শাস্ত্র কোন্ সময় পালনীয়, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য তুমি শাস্ত্রকে প্রমাণ জানিয়া শাস্ত্র-বিধিমত কার্য্য আচরণ কর।—কার্য্য প্রকৃত সাত্ত্বিক হইলে সচ্ছাস্ত্রানুযায়ী অবশ্যই হইবে। যাহারা আসুরিক-সম্পদ্ অভিমুখে জাত, তাহারা কোনও মতে সোজা পথে আসিতে চাহে না। আসল ছাড়িয়া বৃথা আড়ম্বর লইয়াই বিব্রত থাকে। তাহা পরে বুঝাইতেছেন ॥ ২৪ ॥

ইতি দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগ-নামক ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহীনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধান উপেক্ষা করত, অথচ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজ্ঞাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? সাত্ত্বিক, রাজসিক, অথবা তামসিক?—শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী কার্য্য আচরণীয়; কিন্তু যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের মধ্যে কি কাহারও সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নাই? বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীতেও কি সাত্ত্বিক নাই? অথচ তন্মধ্যে ত শ্রদ্ধাবান্ লোকও দেখা যায়। পরে তাহার মীমাংসা হইতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—দেহিগণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা স্বভাবজাত হইয়া থাকে, তদ্বিষয় শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

৯ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ১১ তপ্যন্তে, ১ যে ১০ তপঃ + ৪ জনাঃ, ২ দম্ভাদি ;

হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা স্বভাবানুরূপ হয়, যেহেতু পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে যেরূপ শ্রদ্ধান্বিত, সে তদ্রূপই।—জীব, স্বীয় সংস্কারানুযায়ী স্বভাব-সম্পন্ন হওয়ায়, তাহার তাদৃশ শ্রদ্ধাদিই হইয়া থাকে। যাহার সংস্কারাদি সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, তাহার শ্রদ্ধা স্বতঃই সাত্ত্বিকী হয়, সুতরাং প্রবৃত্তি, অনুষ্ঠানাদিও তদ্রূপ হয়, আর যাহার সংস্কার রাজসিক অথবা তামসিক হয়, তাহার প্রবৃত্তি-আচরণাদিও তদ্রূপ হয়। বিভিন্ন শ্রদ্ধাযুক্তের লক্ষণাদির কথা পরে বলিতেছেন ॥ ৩ ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষরাক্ষসের পূজা করে, ও তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতগণের সেবা করে।—লোক স্বভাবতঃই অনুরূপ দেবতার অর্চ্চনপ্রিয় হয়। কেহ বা পিশাচ-সিদ্ধ হইবার জন্য ব্যগ্র, কেহ বা দেব-ভক্ত, কেহ বা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ; সুতরাং সাত্ত্বিকের নিষ্ঠা স্বতঃই শাস্ত্রানুসারী হয় ॥ ৪ ॥

যে সকল লোক দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, অনুরাগ ও বলযুক্ত, অবিবেকী ও অশাস্ত্র-বিহিত ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, এবং দেহস্থ ভূতগ্রামকে

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

৮ কর্ষয়ন্তঃ ৫ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্+৩ অচেতসঃ ৭ মাম্+চ+এব+৬ অন্তঃ শরীরস্থং ১২ তান্ ১৪ বিদ্ধি+১৩ আসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৫—৬ ॥

২ আহারঃ+তু+অপি, ১ সর্ব্বস্য ত্রিবিধঃ+৪ ভবতি ৩ প্রিয়ঃ, ৬ যজ্ঞঃ+তপঃ +৫ তথা ৭ দানং, ৮ তেষাং ১০ ভেদম্+৯ ইমং ১১ শৃণু ॥ ৭ ॥

ও দেহাভ্যন্তরস্থ আমাকেও ক্লেশ দেয়, তাহাদের আসুরিক স্বভাব-যুক্ত জানিবে।—কৃচ্ছ্র-ব্রতাদি, অথবা প্রেত-সিদ্ধ্যাদির নিমিত্ত দেহেন্দ্রিয়ের ও অন্তরাত্মার কর্ষণকারিগণের উদ্দেশ্য, বাসনা-বিশেষের পরিতৃপ্তি-রূপ অনিত্য ফল-লাভ। তাহারা আসুরিক স্বভাবে ঐরূপ করে। ৫—৬ ॥

সকলের আহার-প্রিয়তাও তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যজ্ঞ, তপঃ ও দান সম্বন্ধেও তদ্রূপ; ঐ সকলের প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ, ও প্রীতিবর্দ্ধক, রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির, ও হৃদয়গ্রাহী ভোজ্য বস্তু সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।—যথা; গোধূম, তণ্ডুল, যব, শর্করা, দুগ্ধ, ঘৃত, সুপক্ব ফল ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

কটু, অম্ল, লবণ, অতিউষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, ও বিদাহক, এবং দুঃখ,

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

যাতযামং=যাহা রন্ধনান্তে প্রহরাতীত হইয়াছে; পূতি=পচা, পর্য্যুষিতং=বাসি, অমেধ্য=আহারের অযোগ্য ॥ ১০ ॥

৪ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ+৩ যজ্ঞঃ+২ বিধিদিষ্টঃ+১ যঃ,+৬ ইজ্যতে=যজ্ঞ করে; ৫ যষ্টব্যম্+এব+ইতি মনঃ সমাধায়=যজ্ঞ কর্ত্তব্য এই মাত্র মনে ধারণা করিয়া, ৭ সঃ+সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

৪ অভিসন্ধায়=আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ২ যৎ ৩ ফলং ৬ দম্ভার্থম্+অপি, চ+এব ৫ যৎ, ৭ ইজ্যতে, ১ ভরতশ্রেষ্ঠ! ৮ তং যজ্ঞং ১০ বিদ্ধি, ৯ রাজসং ॥ ১২ ॥

শোক, ও আময়-রোগপ্রদ আহারাদি রাজসিকগণের ইষ্ট। যথা;—লঙ্কা, তিন্তিড়ী, গরম চা, লবণ, ও সর্ষপাদি ॥ ৯ ॥

যাহা প্রস্তুতান্তে প্রহরকাল অতীত হইয়াছে, শীতল অথবা শুষ্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, বা অভক্ষ্য, এরূপ বস্তু সকল তামসগণের প্রিয়। যথা;—কলঞ্জ, পনীর, পর্য্যুষিতান্নাদি ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারী হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত ব্যক্তিগণ, 'করিতে হয় তাহাই করিতেছি' মনে করিয়া যে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দম্ভের নিমিত্ত বা ফলকামনাপূর্ব্বক যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক ॥ ১২ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অসৃষ্টান্নং=অন্নদানহীন, পরিচক্ষতে=কথিত হয় ॥ ১৩ ॥

৪ শ্রদ্ধয়া, ৩ পরয়া, ৫ তপ্তং ৭ তপঃ+৬ তৎ+ত্রিবিধং ২ নরৈঃ ১ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ +যুক্তৈঃ, ৮ সাত্ত্বিকাদি ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্রোক্ত বিধি-বহির্ভূত, মন্ত্র-দক্ষিণা-অন্নদানাদি-বর্জ্জিত, ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ, তামসিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৩ ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অর্চ্চনা, শৌচাদি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা, এই সকল শারীরিক তপঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যের অনুদ্বেগ-কর, সত্য, প্রিয় ও হিত বাক্য, ও স্বাধ্যায় অভ্যাসকে বাঙ্ময় তপঃ বলে ॥ ১৫ ॥

চিত্তপ্রসাদ, সৌম্যভাব, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ ও আন্তরিক ভাব সংশোধন, এই সকল মানসিক তপঃ বলিয়া উক্ত ॥ ১৬ ॥

ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত যোগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যকর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা-

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

৩ মূঢ়গ্রাহেণ=অবিবেককৃত, +আত্মনঃ+১ যৎ ৪ পীড়য়া ৬ ক্রিয়তে, ২ তপঃ, পরস্য+উৎসাদনার্থং বা=অথবা পরপীড়া জন্য, ৭ তৎ+তামসম্+উদাহৃতং ॥ ১৯ ॥

সহকারে অনুষ্ঠিত উক্ত ত্রিবিধ তপঃই সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৭ ॥

সুখ্যাতি, মান্য ও গৌরবের নিমিত্ত, যে দম্ভযুক্ত তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, সেই চঞ্চল ও নশ্বর অনুষ্ঠান, সংসারে রাজসিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৮ ॥

অবিবেকপূর্ব্বক, (উপবাসাদি) আত্মপীড়া-হেতুক ও পরের উৎসাদনার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৯ ॥

যথাযোগ্য দেশ, কাল, পাত্রে, দাতব্য মাত্র মনে করিয়া ও উপকৃত না হইয়াও যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত।

প্রত্যুপকারাশা বা ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া, এমন কি, পূর্ব্ব-উপকারীর ঋণশোধ পর্য্যন্ত মনন না করিয়া, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় দানই সাত্ত্বিক। অসময়ে বা অপাত্রে দানাদি অনিষ্টের হেতু হইতে পারে, অতএব তাহা পরিহার্য্য ॥ ২০ ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রত্যুপকারার্থ, বা ফলাকাঙ্ক্ষাসহ, কষ্টে যে দান করা যায়, তাহা রাজসিক ॥ ২১ ॥

অযোগ্য দেশে, কালে, এবং অপাত্রে, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা-সহকারে যে দান, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মের ওঁ তৎ সৎ এই ত্রিবিধ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ, ও যজ্ঞ সকল এতদ্দ্বারা বিহিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তজ্জন্য "ওঁ" এই কথা বলিয়া, সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান, তপঃ ক্রিয়াদি বিধানোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় ॥ ২৪ ॥

মোক্ষাভিলাষীরা, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক, "তৎ" এই শব্দদ্বারা বিবিধ যজ্ঞ, তপঃ, ক্রিয়া, ও দানাদি করেন ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

হে পার্থ! অস্তিত্ব ভাবে ও সাধুভাবে "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয়, প্রশস্ত কর্ম্ম সকলেও "সৎ" শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে, তপস্যায়, ও দানে যে নিষ্ঠা, তাহাও "সৎ" বলিয়া উক্ত, এবং তন্নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তাহাও "সৎ" বলিয়া আখ্যাত ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা হুত, দত্ত, হৃত, বা যে তপঃ অনুষ্ঠিত, তাহা অসৎ বলিয়া উক্ত ; উহা না ঐহিক না পারত্রিক।

যাহার সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি তাহার অনুষ্ঠানমাত্রই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অন্যত্র, রাজসিক কি তামসিক অনুষ্ঠানাদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক না হওয়ায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধান্বিত লোকের প্রবৃত্তি স্বতঃই শাস্ত্রোক্ত বিধান-অনুসারিণী হইবে। কারণ, প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধান চিরকালই সাত্ত্বিক ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ-নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষিকেশ পৃথক্কেশিনিসূদন॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥

কবয়ঃ = পণ্ডিতগণ, কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং—কাম্য কর্ম্ম সকলের ত্যাগকে, সন্ন্যাসং বিদুঃ॥ ২॥

অর্জ্জুন কহিলেন;—হে মহাবাহু কেশিনিসূদন হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি॥ ১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—কবিগণ কাম্য কর্ম্ম সকলের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; সর্ব্ব কর্ম্মের ফলত্যাগকেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন।—ফল কথা প্রায় একই; একটী, কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ, অপরটী, কৃত কর্ম্ম-মাত্রের ফলত্যাগ॥ ২॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞোদানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

মনীষিগণ, কেহ বা কর্ম্মকে দোষবৎ পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন, আবার কেহ বা যজ্ঞ, দান ও তপঃ-রূপ কর্ম্ম-সকল অত্যাজ্য বলিতেছেন।—অতঃপর সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত প্রভেদ-রহস্য মীমাংসা হইতেছে ॥ ৩ ॥

হে ভরত-কুল-শ্রেষ্ঠ পুরুষ-ব্যাঘ্র! আমার নিকট ত্যাগের বিষয় নিশ্চয়রূপে শ্রবণ কর; ত্যাগ তিন প্রকার কথিত আছে ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ, দান ও তপঃ-রূপ কর্ম্ম সকল ত্যাজ্য নহে, উহা কর্ত্তব্য; কারণ, মনীষিগণের যজ্ঞ, দান ও তপঃ শুদ্ধির হেতু ॥ ৫ ॥

হে পার্থ! এই সকল কর্ম্মও, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য; ইহাই আমার নিশ্চিত ও উৎকৃষ্ট অভিপ্রায়।

সিদ্ধ ব্যক্তিরও কর্ম্ম আছে, যথা—যজ্ঞ, দান ও তপঃ; কিন্তু উহা আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত ॥ ৬ ॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭ ॥
দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গন্ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

১ নিয়তস্য—নিয়মিতের, ৩ সন্ন্যাসঃ, ২ কর্ম্মণঃ, ৪ ন+উপপদ্যতে ॥ ৭ ॥

নিয়মিত কর্ম্মের পরিত্যাগ অন্যায়; মোহপূর্ব্বক উহার পরিত্যাগকে তামসিক বলে।—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকার কর্ম্ম ত্যাগের কথা হইতেছে; অজ্ঞানতাদি-বশে নিয়মিত কার্য্যের ত্যাগ তামসিক। কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, কর্ম্মমাত্র নহে ॥ ৭ ॥

দুঃখকরজ্ঞানে শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, সেই রাজসিক ত্যাগ করায়, ত্যাগের ফল হয় না ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন! যে সকল নিয়মিত কর্ম্ম, কর্ত্তব্য বলিয়া, আসক্তি ও ফল-ত্যাগ করত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত।—আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও অকর্ম্ম-স্বরূপে জ্ঞেয়, এবং ঐরূপ ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যে সকল কর্ম্ম-ভীরু সংসার-ত্যাগী ব্যক্তি, নানা সাংসারিক কারণে, অথবা আলস্যাদি-বশতঃ সর্ব্বত্যাগী সাধু বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী বা ত্যাগী নহেন। নির্লিপ্ত ও নিরলসভাবে উপস্থিত কর্ত্তব্য কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান-কারী সাধু ব্যক্তিই প্রকৃত ত্যাগী ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুসজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ন দ্বেষ্টি + অকুশলং = অমঙ্গলের প্রতি দ্বেষ করেন না, ন + অনুসজ্জতে = প্রীতিযুক্ত হন না ॥ ১০ ॥

সত্ত্বভাবাপন্ন, মেধাবী, ও ছিন্ন-সংশয় ত্যাগী ব্যক্তি, অসুখকর কার্য্যে বিরক্ত, বা সুখকর কার্য্যে অনুরক্ত নহেন।—সর্ব্বত্র হেয়োপাদেয়তা-শূন্য—— ॥

দেহধারী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না, পরন্তু যে কর্ম্ম-ফল-ত্যাগী, সেই ত্যাগী বলিয়া কথিত ॥ ১১ ॥

অনিষ্ট, ইষ্ট, ও মিশ্রিত, কর্ম্মের এই তিন প্রকার ফল অত্যাগীদিগেরই পরে ঘটিয়া থাকে, সন্ন্যাসীদিগের কখনই হয় না।—কর্ম্মফল-ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যক্তিগণ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করায়, কর্ম্মফল-রূপ প্রারব্ধের বশীভূত হন না। ফলকামী ব্যক্তিগণই কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম, কর্ম্মত্যাগেরই সমান ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো! সাংখ্য ও সিদ্ধান্তে সর্ব্ব-কর্ম্ম-সিদ্ধির এই পাঁচ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

৭ পঞ্চ + ৬ এতানি, ১ মহাবাহো! ৮ কারণানি নিবোধ, ২ মে, ৫ সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি—সাংখ্যে ও বেদান্তে উক্ত, ৪ সিদ্ধয়ে, ৩ সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং = দেহ অর্থাৎ যাহাতে পুরুষ অধিষ্ঠিত; করণং—ইন্দ্রিয় ॥ ১৪ ॥

সম্যক্-রূপে তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আখ্যাত হয়, তাহা সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ; কৃতান্ত শব্দে সিদ্ধান্তীকৃত বেদান্তাদি ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সকল, নানারূপ চেষ্টা ও দৈব, এই পাঁচটি উক্ত কারণ।—অধিষ্ঠান,—শরীর, দেহী ইহাতে অধিষ্ঠিত; ইহা না থাকিলে কোনও কার্য্য হয় না। কর্ত্তা চিৎস্বরূপ, কর্ত্তা নহিলে কর্ম্ম হয় না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও অন্তরিন্দ্রিয় মন,—ইহারা কর্ম্মসাধনে যন্ত্র-স্বরূপ। নানারূপ চেষ্টা বা উদ্যোগ,—কর্ম্মানুষ্ঠানের অগ্রগামী ও উপায়। আর দৈব,—ইহা পুরুষকারের অতীত; সকল কর্ম্মেই দৈব প্রবল; অনেক কার্য্য, চেষ্টা করিয়া, শক্তি যত্নেও সিদ্ধ করিতে পারা যায় না, দৈববিঘ্ন উপস্থিত হয়; আবার অনেক স্থলে অতর্কিত-রূপে, অনায়াসে, কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই পাঁচটির সমবায়ে কার্য্য হয় ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

২ শরীর-বাক্ + মনোভিঃ, + ৪ যৎ কর্ম্ম প্রারভতে = যে কর্ম্ম আরম্ভ করে, ১ নরঃ, ৩ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা, ৬ পঞ্চ + ৫ এতে ৭ তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

১ তত্র, + এবং সতি = এরূপ হইলেও ; ৬ কর্ত্তারম্ + ৫ আত্মানং ৪ কেবলং তু, ২ যঃ ৭ পশ্যতি, + ৩ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ = বুদ্ধিহীনত্ব হেতু, + ১০ ন ৮ সঃ + ১১ পশ্যতি ৯ দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

মনুষ্য, দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহা ন্যায্যই হউক আর অন্যায়ই হউক, এই পাঁচটি তাহার হেতু ॥ ১৫ ॥

এমত স্থলে, যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশে কেবল আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া দেখে, সে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি কিছুই জানে না ॥ ১৬ ॥

যাঁহার অহঙ্কৃত ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কোনও কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি লোক-সমূহকে বধ করিয়াও হন্তা হন না, এবং তৎফলে নিবদ্ধ হন না।—এই কথা বড়ই বিষম বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বধ করেন না। প্রথম কথা, যাহার প্রয়োজন নাই, সে কেন এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবে ? দ্বিতীয় কথা, যে ভগবান্‌কে সর্ব্বত্র ও আত্মস্থ দেখে, সে আপনি

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

গুণসংখ্যানে—গুণপ্রতিপাদক সাংখ্য শাস্ত্রে ॥ ১৯ ॥

আপনার অনিষ্ট করিতে পারে না। তৃতীয় কথা না জানিয়া জলের সঙ্গে জীব জন্তু উদরস্থ করায় জীব-হত্যা বা আমিষ ভোজন কিরূপে হয়? কার্য্যে দোষগুণ কর্ত্তার মনের ভাবানুসারে হয়। "আমি কর্ত্তা," এই অভিমানই ফলে নিবদ্ধ করে। তত্রাচ অজ্ঞান ব্যক্তি এ সকল কথা শ্রবণেরও অযোগ্য বলিয়া (৬৭ শ্লোকে) সাধারণকে বলা নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; এবং ইন্দ্রিয়, তৎকার্য্য, ও কর্ত্তা,-ইহারা কর্ম্মের আশ্রয়।—ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান, জ্ঞানলভ্য ফল, ও জ্ঞাতার ইচ্ছা হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ॥ ১৮ ॥

গুণ-প্রতিপাদক সাংখ্য শাস্ত্রে গুণ-ভেদে, জ্ঞান, কর্ত্তা, ও কর্ম্ম, এই তিন প্রকারেরই বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই সকল যথাবৎ শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

যে জ্ঞানে, বহুধা বিভক্ত সর্ব্বভূতে, এক অবিভক্ত অব্যয় ভাব দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে।—ইহাতে বিভিন্ন উপাধিযুক্ত সমগ্র বস্তুকে ব্রহ্মেরই স্বরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অনুবন্ধং — ভবিষ্যৎ শুভাশুভ, ক্ষয়ং = অর্থাদি ক্ষয়, অনপেক্ষ্য—লক্ষ্য না করিয়া ॥ ২৫ ॥

বিভিন্ন প্রকারের নানা-ভাবযুক্ত ভূতজাতকে যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্-রূপে জানা যায়, তাহা রাজস জানিবে ॥ ২১ ॥

আর যে জ্ঞান তত্ত্বার্থ-শূন্য, অহেতুক, একটী মাত্র সামান্য বিষয়কে সর্ব্বেসর্ব্বা বোধ করত তাহাতে আসক্ত করে, তাহা তামসিক ॥ ২২ ॥

যে কর্ম্ম নিয়ত নিঃসঙ্গ ভাবে, রাগ-দ্বেষাদি-বিহীন ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত ॥ ২৩ ॥

যে কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষী অথবা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক, বহু চেষ্টা-সহকারে কৃত হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া উক্ত ॥ ২৪ ॥

যে কর্ম্মের পরিণাম বিবেচনা, অথবা তজ্জন্য অর্থক্ষয়, অন্যের অনিষ্ট,

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ—অনভিধানযুক্ত, প্রাকৃতঃ—বিবেকশূন্য, স্তব্ধঃ—গর্ব্বিত, নৈষ্কৃতিকঃ—পরাপমানকারী দীর্ঘসূত্রী—কর্ত্তব্য কার্য্যে বিলম্বকারী ॥ ২৮ ॥

বা তৎসাধনে পৌরুষাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মোহপূর্ব্বক আরব্ধ হয়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলিয়া থাকে।—সাত্ত্বিক কর্ম্ম নিষ্কাম: রাজসিক কর্ম্ম সকাম বা সাহঙ্কার হইলেও তাহা লোকতঃ গর্হিত নহে, কারণ, সংসারে কয়জন নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী আছে? কিন্তু তামসিক কর্ম্ম অতি জঘন্য পশুতুল্য নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত লোকেই করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

নিঃসঙ্গ, নিরহঙ্কৃত, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি সম্বন্ধে বিকার-শূন্য কর্ত্তাকেই সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলা যায় ॥ ২৬ ॥

অনুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংসাত্মক, অশুচি এবং হর্ষ-শোকযুক্ত কর্ত্তা রাজস-স্বরূপে উক্ত ॥ ২৭ ॥

অমনোযোগী, অবিবেকী, গর্ব্বিত শঠ, পরাবমাননাকারী, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামস বলা যায় ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে ধনঞ্জয়! ত্রিবিধ গুণ-ভেদে, বুদ্ধি ও ধৃতির অশেষ রূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রভেদের কথা বলি, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

হে পার্থ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, এবং বন্ধ-মোক্ষ বিষয়ে, যে বুদ্ধির জ্ঞান আছে, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।—সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কোন্ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, এবং কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য, ভয়ের বিষয় এবং অবিষয়, ও বন্ধ এবং মোক্ষের হেতু প্রভৃতির জ্ঞান স্বতঃই হয় ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এবং কার্য্য ও অকার্য্য, যদ্দ্বারা অযথাবৎ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং সকল বিষয়েই বিপরীত জ্ঞান জন্মায়, তাহাই তামসী বলিয়া উক্ত।—প্রকৃতজ্ঞান সাত্ত্বিক, প্রকৃত-অপ্রকৃত নির্ণয়ে অশক্তি রাজসিক; যেটি প্রকৃত, ঠিক তাহার বিপরীত জ্ঞানই তামসিক ॥ ৩২ ॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যাধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩৬ ॥
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

হে পার্থ! যে ধৃতিবলে একাগ্রযোগে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সমূহকে নিয়মিত করিয়া রাখে, তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে॥ ৩৩॥

অর্জ্জুন! যে ধৃতি-কর্ত্তৃক ধর্ম্মার্থ-কাম অবলম্বিত, অথচ তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, তাহাই রাজসী।—ধর্ম্মার্থ-কাম-রূপ ত্রিবর্গফলাভিলাষযুক্ত ধৃতিই রাজসী॥ ৩৪॥

আর যে ধৃতি-বলে, অবিবেকী ব্যক্তি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ করে না, তাহাই তামসী বলিয়া উক্ত॥ ৩৫॥

হে ভরতর্ষভ! অধুনা ত্রিবিধ সুখের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৩৬॥

যে সুখের অভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়, এবং দুঃখের অবসান হয়, যাহা অগ্রে বিষবৎ এবং পরিণামে অমৃত-তুল্য, সেই আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রসাদ-জনক সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

মাদক সেবন, কাম রিপুর অযথা বশীভূত হওয়া প্রভৃতি প্রথমতঃ বড়ই সুখকর বোধ হয়; যুবা বয়সে অনেকেই এ সুখের প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহার পরিণাম কি? কত তরুণবয়স্ক যুবা সুরাপানের নিমিত্ত অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া অনাথিনী পত্নী, অভাগ্য শিশু সন্তান, অভাগিনী জননীকে চির-জীবনের মত কাঁদাইয়াছে! কত ভয়ানক হত্যাকাণ্ড, কত চির-কলঙ্ক, সংসারে ঐ সকল কারণে নিত্য ঘটিতেছে! যৌবনের অবিবেচনা মাত্রের জন্য কত লোকই যে, আজীবন রোগ ভোগ করে, কত লোকই যে, ইন্দ্রিয়ের সার চক্ষুহীন হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? দেহে কদর্য্যবিষ আছে, তজ্জন্য রোগ হইয়াছে; অথবা রোগ আরাম হইতেছে না, ইত্যাদি কত শুনা যায়! এক মুহূর্ত্তের চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ, সেই ক্ষণিক সুখভোগে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি একথা একবার মনে হয়, তাহা হইলে কেহ কি কখনও ঐ সুখাভিলাষী হয়? যাহার বুদ্ধি সাত্ত্বিকী নহে, তাহার ঐ কথা তখন কখনই মনে আইসে না। যাহা প্রকৃত সুখকর, তাহা প্রথমতঃ কষ্টকর বোধ হইলেও চিরকালের জন্য শান্তিপ্রদ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে উৎপন্ন, অগ্রে অমৃততুল্য ও পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহাই রাজসিক বলিয়া কথিত।—কামাদি রিপুপরবশ হওয়া, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

যে সুখ অগ্রে এবং পরিণামে আত্মমোহকর, এবং নিদ্রা, আলস্য ও

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শমঃ—চিত্তের উপরতি, দমঃ=বাহেন্দ্রিয়ের উপরতি, আর্জবং=সরলতা। ৪২।

প্রমাদোদ্ভূত, তাহা তামস বলিয়া উক্ত।—মাদক-সেবনাদি-জনিত সুখ ॥ ৩৯ ॥

পৃথিবীতে বা স্বর্গে, এমন কি, দেবলোকেও এমন কেহ নাই, যে এই প্রকৃতিসম্ভূত গুণত্রয় হইতে মুক্ত।—গুণাতীত ব্রহ্ম ব্যতীত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে অপর কেহ সমর্থ নহে ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ! স্বভাব-জাত গুণ-সমূহ-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও কর্ম্ম সকল প্রবিভক্ত হইয়াছে।—বিভিন্ন প্রকৃতি হেতু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম এবং তদনুসারে বর্ণও নির্দ্দিষ্ট হয় ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম;—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অচঞ্চলতা ও অপলায়ন, দান ও ঈশ্বরভাব, ক্ষত্রিয়ের এ সকল স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষি, গোরক্ষা, ও বাণিজ্য, ইহা বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম; এবং শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম পরিচর্য্যা।—উক্ত কর্ম্ম-ভেদে বর্ণ-ভেদ-বিষয়ক তিন শ্লোকের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ মুক্তির পথে আরূঢ়। শান্তি, ইন্দ্রিয়দমন, ঈশ্বর-নিষ্ঠা, বাহ্যাভ্যন্তর-মল-শূন্যতা, সরলতা, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান, এবং ঈশ্বরে দৃঢ়তা দ্বারাই ব্রাহ্মণকে জানা যায়, গলদেশে সূত্রমাত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—দেহ ও মনের দৃঢ়তা-রক্ষা, ক্রিয়া-দক্ষতা ও ধৈর্য্যাদি। বৈশ্যের কর্ম্ম—কৃষি প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য, এবং শূদ্রের কর্ম্ম দাসত্বাদি। এই সকল কার্য্য ও তদ্রূপ প্রবৃত্তির দ্বারাই বর্ণ-ভেদ নির্ণীত হয়, জন্ম মাত্র বর্ণ-নির্ণায়ক নহে; তবে সদ্বংশে জন্মের কিছু মাহাত্ম্য থাকিতে পারে। ভক্তিভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, সকল অবস্থা হইতেই ক্রমে উন্নতি হয় ॥ ৪৪ ॥

নিজ নিজ কর্ম্মে রত লোক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, স্বকর্ম্মরত ব্যক্তিগণ যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর।—যদি বল শূদ্রবৎ আচারে কিরূপে সিদ্ধি হইবে? তজ্জন্য পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন ॥৪৫॥

যৎ কর্ত্তৃক এই সমস্তই পরিব্যাপ্ত, এবং যাঁহা হইতে জীবগণের প্রবৃত্তি

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯॥

সঞ্জাত, নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকেই অর্চ্চনা করত মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। নিজ নিজ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও ঈশ্বরে নিষ্ঠাবান্ হইলে, তাঁহাতে আসক্তি হেতু তদনুগ্রহেই ক্রমে ঐ আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহাভারতে উদাহরণ আছে যে, মাংসবিক্রেতাও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল॥ ৪৬॥

পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষাও অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়মিত কর্ম্ম করিলে দোষযুক্ত হইতে হয় না।—পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে॥ ৪৭॥

হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত হইলেও, সহজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, কারণ, অগ্নি যেমন প্রথমে ধূমাবৃত থাকে, তদ্রূপ সকল কর্ম্মেরই আরম্ভ দোষযুক্ত থাকে।—নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী, কর্ম্ম না করায়, নূতন কর্ম্মসঞ্চয় ও কর্ম্মের ক্ষয় না-হওয়া-রূপ গুরুতর দোষ আছে, কিন্তু ঈশ্বরভক্তিসহকারে নিজ কার্য্য সদোষ হইলেও, সেই সদোষ কার্য্যেও ক্রমেই উন্নতি হওয়া সম্ভব; তাহা বলিতেছেন॥ ৪৮॥

সর্ব্বত্র অনাসক্ত-বুদ্ধি, স্পৃহা-শূন্য, ও আত্মজয়ী ব্যক্তি, সন্ন্যাস-যোগে পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করে।—অনাসক্ত ভাবে স্বকর্ম্ম করাতেই ক্রমে কর্ম্মশূন্যতা ও তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়॥ ৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

নিবোধ মে=আমার নিকট অবগত হও ; সমাসেন=সংক্ষেপে ॥ ৫০ ॥

নিয়ম্য=সংযত করিয়া, ব্যুদস্য=ত্যাগ করিয়া ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী=নির্জনবাসরত, লঘ্বাশী=লঘু-ভোজনকারী, যতবাক্কায়মানসঃ=বাক্য, দেহ ও মন সংযমকারী ॥ ৫২ ॥

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মলাভ করে, জ্ঞানের সেই পরমানিষ্ঠা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ও ধৃতি-বলে নিয়তাত্মা হইয়া, শব্দাদি বিষয়-সমূহকে ও রাগ-দ্বেষাদিকেও পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধ নির্জন স্থানে বাস, অল্পাহার, কায়, মন ও বাক্য সংযম করিয়া ; নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ ও বৈরাগ্যাশ্রয়ী হইয়া ; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, ও পরিগ্রহমুক্ত এবং মমত্ব-শূন্য হইয়া, শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের যোগ্য হন ॥ ৫১—৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্ব-দুর্গাণি = সকল ক্লেশ, বিনংক্ষ্যসি — বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত প্রসন্নাত্মা শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হন, এবং আমাতে পরমাভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

ভক্তিবলে তত্ত্বজ্ঞানে আমি কে তাহা জানিতে পারেন, এবং তত্ত্বজ্ঞানে জানিতে পারিয়াই আমাতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৫৫ ॥

আমাকেই অনন্য-অবলম্বন করত, সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও, আমারই প্রসাদে অব্যয় নিত্যপদ লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করত মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধি-যোগাবলম্বনে সর্ব্বদা আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর ॥ ৫৭ ॥

মদ্গতচিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গম ব্যাপার হইতে আমার প্রসাদেই উত্তীর্ণ হইবে; যদি তুমি অহঙ্কারযুক্ত হইয়া না শ্রবণ কর, বিনষ্ট হইবে।—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎপরাংশান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

যেরূপ দুরূহ ক্রিয়াদি হউক না কেন, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানে একনিষ্ঠ হইয়া তদনুষ্ঠান কর, ভগবান্ তাহার উপায় করিবেন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব না বলিলে নিষ্কৃতি নাই ॥ ৫৮ ।

তুমি যে অহঙ্কার আশ্রয় করত যুদ্ধ করিব না মনে করিতেছ, তোমার এ সঙ্কল্প মিথ্যা, কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে উহাতে নিযুক্ত করিবে ॥ ৫৯ ॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাবজাত কর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়াও তুমি মোহ-হেতুক 'তাহা করিব না' ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু তাহা অবশ হইয়াও করিতে হইবে।—সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় করিতেই হইবে ॥ ৬০ ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর দেহযন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়া-বশে ভ্রান্ত করত ঐ সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন ॥ ৬১ ॥

হে ভারত! সর্ব্ব প্রকারে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি ও শাশ্বত পদলাভ করিবে ॥ ৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫॥

আখ্যাতং = উক্ত হইল, বিমৃশ্য + এতৎ + অশেষেণ = ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করত॥ ৬৩॥

মদ্‌যাজী = আমার যজনাকারী, প্রতিজানে = প্রতিজ্ঞা করিতেছি॥ ৬৫॥

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞানের কথা আমি তোমাকে বলিলাম, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া যথাভিমত কার্য্য কর।—এই জ্ঞান অত্যন্ত গোপনীয়, যেহেতু যাহার বুদ্ধি সাত্ত্বিকী নহে, সে বুঝিবে না, সুতরাং গ্রহণ করিবে না। এইজন্য, পরে ভক্তভিন্ন অন্যকে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন; অপরের কিছুই বক্তব্য নয়॥ ৬৩॥

পুনরায় সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরমবাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, এবং দৃঢ়শ্রদ্ধ, সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি॥ ৬৪॥

মচ্চিত্ত ও মদ্ভক্ত হও, আমার যজন ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে॥ ৬৫॥

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ং ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অভিধাস্যতি = বলিবে, মাম্ + এব + এষ্যতি = আমাকেই পাইবে ॥ ৬৮ ॥

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

এমন দৃঢ় শান্তিপ্রদ সত্যবাক্য, আর কি আছে? অন্য কোনও ধর্ম্ম নয়, কেবল ভক্তি-মাত্র সার কর, তৎপ্রসাদে জ্ঞান ও মুক্তি হইবে ॥ ৬৬ ॥

ইহা তুমি তপস্যাবিহীন, ভক্তিবিহীন, ও আমার অভ্যসূয়াকারীকে কদাচ বলিবে না।—তবে যত্নশীল, জিজ্ঞাসু ভক্তকে অবশ্য বক্তব্য। তাহা পরে বলিতেছেন ॥ ৬৭ ॥

এই পরম রহস্য, আমাতে একান্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া, যিনি আমার ভক্তকে বুঝাইয়া দেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬৮ ॥

মনুষ্যমধ্যে তাঁহা হইতে আমার আর কেহ প্রিয়কারী নাই; ও হইবে না।—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের প্রিয় কার্য্য। ভগবান্, ভক্তের

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃস্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃশুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতৎশ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

মুখ দিয়াই ভক্তকে উপদেশ দেন, এবং অজ্ঞানী ভক্তকে ঐ জ্ঞানী ভক্তের উপদেশ-গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস ও বুদ্ধি দিয়া মুক্তিবিধান করেন ॥ ৬৯ ॥

যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাই আমার যজন করেন, আমার এইরূপ মত।—তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবার জন্য পাঠ করে ॥ ৭০ ॥

যে ব্যক্তি অসূয়া-শূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহা শ্রবণ করে, সেও মুক্ত, এবং পুণ্যকর্ম্মকারিগণের গম্য শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হয়।—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়। ৭১ ॥

হে পার্থ! একাগ্রচিত্তে তুমি ইহা শুনিলে? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে ত? ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন;—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে মোহ, স্মৃতি

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥
ব্যাসপ্রসাদাৎশ্রুতবানেতদ্‌গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎকৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান রাজন হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

ও লজ্জা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি স্থির ও গতসন্দেহ হইয়াছি, অধুনা তোমার বাক্য পালন করিব।—স্মৃতিগতে আত্মপর জ্ঞান থাকে না, এবং অতঃপর এতদনুষ্ঠানে লজ্জা-বোধ করিব না ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন;—আমি মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের এই লোমহর্ষণ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

এই পরম গুহ্যযোগ সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণকে স্বয়ং বলিতে, ব্যাস প্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

হে রাজন্! কেশব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্যময় সংবাদ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন্! হরির সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপ বারংবার স্মরণ করিয়াও অত্যন্ত বিস্ময়-সহকারে পুনঃ পুনঃ আনন্দিত হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই খানেই শ্রী, বিজয়, ও সম্পৎ অচলা; ইহাই আমার ধারণা।

এই সংসারে যথার্থ সুখী, অপরাজিত, অপ্রতিহত-প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কে? যাহাতে অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় ভাব, ভগবৎ-পরায়ণতা ও ধর্ম্ম আছে, সেই সুখী, সেই কল্যাণপূর্ণ ও বিজয়ী। অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় ভাব অর্থাৎ নিরলসভাবে স্বকর্ম্ম সাধনে অপরাঙ্মুখতা, তেজ ও দক্ষতা। যিনি অলস, পুরুষকার-বিহীন, কর্ম্মভীরু; তাঁহার সুখ শান্তি কোথায়? তিনি ভগবানের উপাসনা করিলেও তাহা অঙ্গহীন। ভগবানের সংসারে আপনাকে বিক্রীত দাস-স্বরূপ জানিয়া, সর্ব্বদা উপস্থিত স্বকর্ম্ম-সম্পাদন-জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তবে কেবল এ ভাবে থাকিলে সুখ নাই। যোগের সার ভক্তিযোগ-সহ ভগবানে নির্ভর করত ধর্ম্ম পথে থাকিয়া সদনুষ্ঠানেও রত থাক; অসৎ পথে থাকিয়া নিয়ত কর্ম্ম করিলেও শান্তি হইবে না। অতএব ধর্ম্ম পথে থাকিয়া পুরুষকারের অনুষ্ঠান কর; ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না।—ভগবদ্গীতার সার মর্ম্ম এই এক শেষ শ্লোকে বলিতেছেন যে কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, এবং ধর্ম্ম পথে থাকিও, সকল মঙ্গল হইবে। এই জন্যই, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নরনারায়ণ একত্র হইলে শ্রী, বিজয় ও ভূতি-প্রদ। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়েই নিয়ত বিরাজিত ॥ ৭৮ ॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ।

গীতার স্থূলমর্ম্ম ও মূল উপদেশ এই যে, ফলে অনাসক্ত হইয়া যদৃচ্ছাগত শারীরিক কর্ম্ম নিয়ত করিয়া যাইবে। কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিবে, তাহাতে আনন্দিত বা দুঃখিত হইবে না। শারীরিক কর্ম্ম হইতে বিরতও থাকিবে না। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে গেলে, চঞ্চল মন কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না, নূতন কর্ম্মের চিন্তা করিবে; তাহাতে নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় হইবে।

জীব বাসনাবশে কর্ম্মসঞ্চয় করত, অনুরূপ ভোগের উপযোগী দেহ ধারণ করে, এবং তদুপযুক্ত গৃহেও জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি যেরূপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কার্য্যও তদনুরূপ জানিবে। সুতরাং সেইরূপ কর্ম্ম করাই তাহার স্বধর্ম্মপালন। আলস্য অথবা ভয়াদির বশে তাহা হইতে বিরত হইয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্তিই পরধর্ম্মাচরণ; তাহা অত্যন্ত গর্হিত, কারণ, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষই ঘটে। শান্তিপ্রিয় মুমুক্ষু ব্যক্তি নূতন কর্ম্মসঞ্চয় হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কোনমতে সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় করিয়া যাইবেন মাত্র।

মন অত্যন্ত চঞ্চল। ক্ষণমাত্র সুযোগ পাইলেই, বিষয়চিন্তায় রত হইয়া, নূতন নূতন কর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহা নিবারণ করিতে গেলে, প্রথম উপায়,—নিয়ত শারীরিক কর্ম্ম করত মনকে চিন্তার সময় না দেওয়া। কিন্তু একেবারে মনকে সাবকাশ না দিয়া থাকা

যায় না, সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা চিত্তবশ করা কর্ত্তব্য। পাতঞ্জল বলেন, চিত্ত স্থির রাখিবার যত্ন অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া, চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করাই বৈরাগ্য। মন যখন যে বিষয়ে আসক্ত হইতে চাহিবে, তখন সেই বিষয়ের অসারতা ও পরিণাম বিচার করা আবশ্যক। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই সুখ-দুঃখ-কর ভোগ। চক্ষুহীনের সুদৃশ্য কুদৃশ্যে সুখ-দুঃখ হয় না, বধিরকে কেহ গালি দিলে, সে রাগ করে না। যাহার চক্ষু কর্ণ আছে, সেও বিরক্তি-ক্রোধাদিকে দমন করিবার জন্য কুদৃশ্যে বা কটূক্তিতে অন্ধবধিরাদির অভিনয় করিতে পারে। তাহার পর, ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য যে ক্লেশ-উদ্বেগাদি হয়, প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থ যে যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহার বিনাশে যে মনঃকষ্ট হয়, তাহার সহিত কাম্যবস্তুর প্রাপ্তিকালের ক্ষণিক সুখের তুলনা করত চিত্তকে বশীভূত করা আবশ্যক। ক্রমাগত সকল বিষয়ে এই বৈরাগ্যের অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তস্থির এবং প্রসব-শূন্য হয়। ইহা কর্ম্মযোগ।

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ অকর্ত্তব্য। মনে মনে উক্তরূপে কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাস। বাহ্যে কর্ম্মত্যাগী মিথ্যাচারী সন্ন্যাসীর নিজেরও কর্ম্ম-সঞ্চয় নিবৃত্তি হয় না, অধিকন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে কুদৃষ্টান্ত। সকলে কর্ম্মত্যাগ করিলে, সংসার কয় দিন থাকে? মনে মনে কর্ম্মত্যাগ করত বাহ্যে সম্পূর্ণ সংসারীবৎ আচরণ এবং ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করত সদাচার অনুষ্ঠান করিবে। যখন যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, নিজের প্রতি সেই অবস্থায় কেহ সেইরূপ ব্যবহার করিলে কেমন হয়, ভাবিয়া দেখা উচিত।

ভোক্তা, ভোজ্য, ভোজনাদি বিভিন্ন ভাবে বিরাজিত সমস্ত জগৎ

ব্রহ্মময়। যিনি মনে মনে ইহা নিশ্চিত জানেন, তিনি আপনাকে ও ভূতগ্রামকে একই পদার্থ জানিয়া কাহারও সহিত অপরের ন্যায় ব্যবহার করেন না, সকলকেই আত্মবৎ ও ব্রহ্মস্বরূপেই দেখেন। যোগবাশিষ্ঠে বলে, "একমাত্র অনাদি-অনন্ত-অবভাসাত্মা পরমপুরুষই আছেন। এইরূপ দৃঢ় ধারণাই জ্ঞানযোগ।" একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিদৃশ্যমান। এই ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট বেদ-স্মৃত্যাদি অকিঞ্চিৎকর, এবং তদুক্ত অনুষ্ঠানাদি নিষ্প্রয়োজন। এই জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুই প্রকার। যতক্ষণ এই জ্ঞান, স্বয়ং অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ পরোক্ষ জ্ঞান। বিশ্বরূপ দর্শন অপরোক্ষ জ্ঞান। ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত ভগবানের এইভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না।

ভগবদেকনিষ্ঠের জ্ঞানসূর্য্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়, কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। সকল যোগের ফল একই হইলেও ভক্তিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুখকর। ভক্তের বিনাশ নাই। সর্ব্বদা সকল কার্য্যে ভগবানে মন ও বুদ্ধি অর্পিত রাখিলে, হৃদয় তন্ময় থাকায়, আসন্নকালে চিত্ত অবশ হইয়া আসিলে, তিনিই হৃদয় অধিকার করিয়া থাকেন, এবং মৃত্যুকালে, যে, যেভাব চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে, সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়। ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হঠযোগ বা ক্রিয়াযোগ, যাহাকে যোগবাশিষ্ঠে, "প্রাণস্পন্দরোধ" বলে, তাহার ফলও এক হইলেও সাধন বড়ই কষ্টকর, এবং অনেকরূপ প্রত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, ক্রিয়াযোগের এই অষ্টাঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য—যম-সাধন; শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান,—নিয়ম সাধন; তাহার পর, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার সামর্থ্যের জন্য, পদ্মাসনাদি কোনও একটা আসন-সিদ্ধি করত শ্বাস নিয়মিত করার নাম প্রাণায়াম। বায়ুর গতি নিয়মিত করিতে পারিলে, চিত্তস্থির হইয়া আইসে। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত রাখার নাম প্রত্যাহার। এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন। অপর তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন। প্রাণায়াম-দ্বারা চিত্তস্থির হইলে, কোনও একটি বিষয়ে চিত্ত নিবদ্ধ করার নাম ধারণা; সেই একই বিষয়ে প্রত্যয়ের একতানতা ধ্যান; এবং তাহাই স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় প্রতিভাত হইলে সমাধি হয়। এই তিনটি ঐ একই বিষয়ে হওয়ার নাম সংযম। বিভিন্ন বিষয়ে চিত্ত সংযত করায় বিভিন্নরূপ [illegible] যা জ্ঞান হয়, তাহাকে যোগবিভূতি বা ঐশ্বর্য্য বলে। ইহা যোগের বিঘ্ন করিতে পারে, সুতরাং ইহাতে রত থাকা উচিত নহে। ক্রিয়াযোগে বিঘ্ন বিস্তর ও ব্রহ্মচর্য্যাদিভ্রষ্ট লোকের পক্ষে ইহা অসাধ্য।

সাত্ত্বিক, রাজসিক, বা তামসিক প্রকৃতিযুক্ত লোক স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারেই কার্য্য করে, তাঁহাদের অন্যরূপ উপদেশে কোন ফল হয় না। তাহাদের আহার, চেষ্টাদি সমস্তই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ হয়। সাত্ত্বিক লোকের প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াদি স্বতঃই শাস্ত্রানুসারী হয়। মূঢ় অজ্ঞান ব্যক্তিকে গূঢ় তত্ত্বোপদেশ দেওয়া বৃথা। জিজ্ঞাসু ভক্তকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অবিশ্বাসী তার্কিককে উপদেশ দেওয়ায় কোন ফল হয় না যেহেতু, তাহার প্রকৃতি তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।